নভেম্বর ২০২৪। বর্ষ ২৯। সংখ্যা ৩৩৯

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

দৃশ্যপট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন
টেকসই উন্নয়নে সামাজিক ব্যবসা
প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন
পলিথিন : পরিবেশের নিঃশব্দ ঘাতক
নির্বাচন ব্যবস্থায় আনুপাতিক পদ্ধতি
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত : অতীত ও বর্তমান

প্রশ্ন সমাধান
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
এসবিএসি ব্যাংক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
কক্সবাজার জেলা ও
দায়রা জজ আদালত

চাকরি প্রস্তুতি
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি
১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন
পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ
পল্লী বিদ্যুৎ নিয়োগ
সমন্বিত মডেল টেস্ট

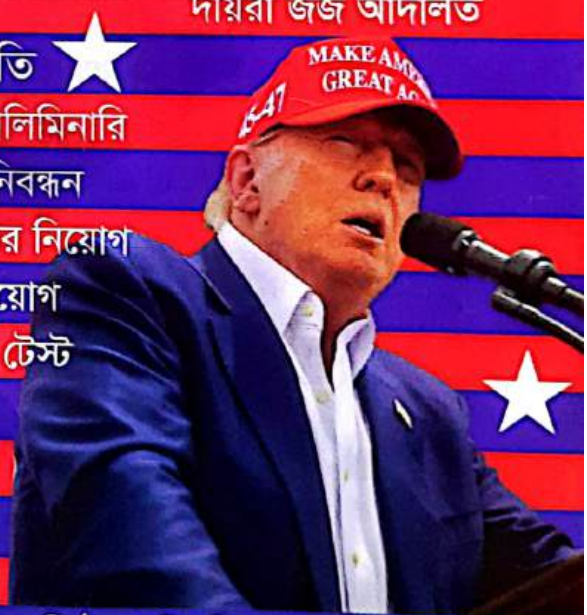

প্রবন্ধ-ফিচার। জেলা পরিচিতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাডেট ভর্তি

৪৭তম BCS লিখিত বেসিক কোর্স

প্রিলির প্রস্তুতির পাশাপাশি
লিখিত প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে

ভর্তি চলছে

মোট ক্লাস ৩৫টি

- বাংলা- ০৭টি
- English- ০৭টি
- বাংলাদেশ বিষয়াবলি- ০৬টি
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি- ০৫টি
- গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা- ০৫টি
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- ০৫টি

মোট ডেইলি এক্সাম ৩৫টি

- বাংলা- ০৭টি
- English- ০৭টি
- বাংলাদেশ বিষয়াবলি- ০৬টি
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি- ০৫টি
- গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা- ০৫টি
- [illegible]জ্ঞান ও প্রযুক্তি- ০৫টি

উত্তরণ Q&A সার্ভিস

বিষয়ভিত্তিক যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য এক্সপার্ট টিচার প্যানেলের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) সেবা প্রদানের প্লাটফর্ম। যেকোনো কোর্সে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথেই Q&A সার্ভিস এক্টিভ হয়ে যাবে।

কোর্স ফি: ৪০০০/-

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy
fb.com/[illegible]toronacademy

বর্ষ ২৯ । সংখ্যা ৩৩৯ । নভেম্বর ২০২৪

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

সম্পাদক
জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন
সহযোগী সম্পাদক
মো. ইউসুফ খান
সহসম্পাদক
মো. সাবিরুল ইসলাম
গোলাম রব্বানী
জোনাইদ হোসেন
মো. আবু তাহের
সোয়েব হোসেন আকিল
পরিকল্পনা সমন্বয়ক
মো. বাইচ উদ্দিন
মো. রফিকুল ইসলাম
মো. সাজ্জাদ হোসেন
সোহাইল আহমেদ
কাউসার আফরাদ
জয়নুল হক
চিত্রা পাল
পরামর্শক
আরিফ খান মিরণ
শিল্প নির্দেশক
মো. মাইনুল ইসলাম
সানিয়া জিহা ও মারিয়া নেহা
গ্রাফিকস
নূর নবী বাবর
বর্ণবিন্যাস
আবদুল করিম কাজল
রাফি উদ্দিন খান
বিজ্ঞাপন
এইচ এ কাইউম
০১৭১১ ৮৭১১৩৬

দাম : ৩০ টাকা

দেশের প্রতি দায়িত্ব, সকলের

শীত আসছে। হেমন্ত শুরু হলে প্রকৃতিতে অনুভূত হয় ঈষৎ শীতের আমেজ। তাই তো একে বলা হয় শীতের বাহন। কিন্তু প্রকৃতি এখনো মেতে রয়েছে রোদ-বৃষ্টির খেলায়। বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যা— এ যেন প্রকৃতির নতুন এক দ্রোহী রূপ। অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়। এমন রূপ দেখে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে মানুষেরই নানা অপকর্ম। প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মে মানুষই বাধা তৈরি করেছে। তার ফল হিসেবে দেখা দিচ্ছে বিপর্যয়।

বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি রক্ষায় অসংখ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে পলিথিন পুনরায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যেমন দরকার জনসচেতনতা, পলিথিনের সহজলভ্য বিকল্প উপকরণ, তেমনি অমান্যকারীর জন্য আইনের প্রয়োগ। বিকল্প উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত না করে কেবল আইন করলেই তার সমাধান হবে না।

অন্যদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং টাকার অবমূল্যায়ন দেশের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। দিনেদুপুরে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাছাড়া, এই পরিস্থিতির সুযোগে জনগণও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে নানা রকম দাবি তুলে অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলছে। কাজেই স্বপ্নভঙ্গ, অধিকারবঞ্চিত, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার মানুষের মনোবল, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতার জন্যও রাষ্ট্রের করণীয় ভাবা জরুরি। আমরা আশা করব, এসব বিষয়ে বর্তমানে সংস্কারে আগ্রহী সরকার কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশকে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

সবার নিরাপদ জীবন প্রত্যাশা করি।

যোগাযোগ

অফিস
নাভানা এফএইচ সোলারিস, লেভেল-৯, ৬৫ বিজয়নগর, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা ১০০০, E-mail : ca@professorsprokashon.com
০১৩২৪২৫৪৬০৮, ০১৩২৪২৫৪৬০৯ /professorscurrentaffairs

গ্রাহক ও এজেন্ট
প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৫৭১৬৫১২৯, ০১৩২৪২৫৪৬১৮ (বিকাশ)

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন-এর ছাপাখানা সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ঢাকা ১১০০ থেকে [illegible]ত ও প্রকাশিত

সূচিপত্র

কুইজ প্রতিযোগিতা ০৩

সাম্প্রতিক

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর ০৫
সংবাদ সমাচার ০৬
সাম্প্রতিক MCQ ০৮
দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ১০
রিপোর্ট-সমীক্ষা ১৪
পদক-পুরস্কার ১৭
Recent Info Inquiry ১৮
বিচারপতি অপসারণে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ১৯
দেশজুড়ে ২০
- দেশে নদীবন্দর এখন ৫৩টি
- রাষ্ট্র সংস্কারে আরও ৪ কমিশন গঠন
- দেশের প্রথম অনলাইন বাস টার্মিনাল
- মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর
- ড্রোন যুগে বাংলাদেশ
- সুন্দরবনে বাঘ এখন ১২৫টি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২৪
শিল্প বিপ্লবের দেশে কয়লার অবসান ২৫
বিশ্বজুড়ে ২৬
- জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী
- সুফিদের জন্য ভ্যাটিকানের মতো রাষ্ট্র
- প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন
- ম্যালেরিয়ামুক্ত মিসর
- ইউরোপের সুয়েজ খাল
- বাংলা : ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি

দৃশ্যপট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ৩০
মহাকাশ-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ৩২
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত : অতীত ও বর্তমান ৩৩
নোবেল পুরস্কার ২০২৪ ৩৬
খেলাধুলা ৪০
শ্বেতপত্র কী ও কেন ৪২
পলিথিন : পরিবেশের নিঃশব্দ ঘাতক ৪৩
নির্বাচন ব্যবস্থায় আনুপাতিক পদ্ধতি ৪৪

প্রবন্ধ-ফিচার

বৈষম্যরোধে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ৫২
Middle East Conflagration : Solution & Peace ৫৪
Short Notes ৫৬

চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ৫৭
South Bangla Agriculture and Commerce Bank PLC ৬০
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ৬২
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার ৬৩

চাকরি প্রস্তুতি

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি ৬৫
PSC নন-ক্যাডার লিখিত (সাধারণ) ৭৬
১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন ৭৮
পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ পরমার্শ ৮০
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ নিয়োগ ৮২
চাকরি পরীক্ষার সমন্বিত মডেল টেস্ট ৮৫

ভর্তি প্রস্তুতি

ক্যাডেট কলেজ ৮৪
বিশ্ববিদ্যালয় : পর্ব-৪ ৮৮

অন্যান্য আয়োজন

টেকসই উন্নয়নে সামাজিক ব্যবসা ৪৫
SDG : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪৬
বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি : পর্ব-৬ ৪৭
তথ্যকোষে রূপক কথা ৪৮
কমনওয়েলথ ৪৯
দেশের অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনী ৯০
জেলা পরিচিতি : ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও খাগড়াছড়ি ৯২
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ৯৪
বিচিত্র-বিশ্ব ৯৫

পাদটীকা : ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি ও সান ম্যারিনো

প্রফেসর'স প্রকাশন-এর
নতুন দু'টি বই

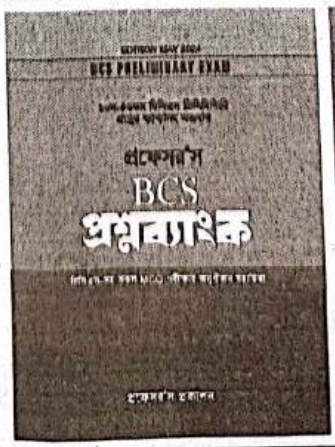

যোগাযোগ ও বিকাশ
০১৩২৪২৫৪৬১৮, ০১৭১১১২০৭০১

কুইজ প্রতিযোগিতা
প্রতিমাসে ৩ পর্বে ৯ জন বিজয়ী
নভেম্বর ২০২৪

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

নিয়মাবলি

- কুইজের নির্ধারিত স্থানে নাম-ঠিকানা ও উত্তর লিখুন। এরপর কুইজের পৃষ্ঠাটির ছবি তুলে ওয়েব লিংকে (professorsprokashon.com/caquiz) অথবা, caquiz@professorsprokashon.com ই-মেইলে অথবা, প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, নাভানা এফএইচ সোলারিস, লেভেল-৯, ৬৫ বিজয়নগর, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা ১০০০ এ ঠিকানায় কুরিয়ার বা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন।

প্রশ্ন : রিছাং ঝর্ণা কোথায় অবস্থিত?
উত্তর :
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস কবে?
উত্তর :
প্রশ্ন : পলিথিনের রাসায়নিক সংকেত কী?
উত্তর :
প্রশ্ন : সাহিত্যে নোবেল জয়ী প্রথম এশীয় নারী কে?
উত্তর :
প্রশ্ন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হতে কতটি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হয়?
উত্তর :

নাম : _____ বয়স : _____
ঠিকানা : _____
মোবাইল : _____ ই-মেইল : _____
পাঠানোর তারিখ : _____ ক্যাটাগরি : _____

মেগা বিজয়ী

মার্চ-এপ্রিল-মে ২০২৪

মো. লোকমান হোসেন
কান্দিগাঁও, সিলেট

জুন-জুলাই-আগস্ট ২০২৪

মো. বরকত উর রব বাবু
মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ী : অক্টোবর ২০২৪

কুইজের উত্তর : ১ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ২ ২নং ৩ ২৯ জুলাই ২০২৪ ৪ কোহিমা ৫ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্লাটিনাম

আসাদুল ইসলাম
ময়মনসিংহ

তোহা বকর
বগুড়া

ফয়সাল ফিরোজ
ঠাকুরগাঁও

গোল্ড

শাকিলা শারমীন
ঢাকা

তাহেরা আক্তার
নোয়াখালী

সম্পদ কুমার পোদ্দার
ঝিনাইদহ

BCS কনফিডেন্স-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন পরিচালিত

CAREERMAP

স্বপ্নপূরণের অভিযাত্রায় পাশে থাকার অঙ্গীকার

❑ ব্যাংক জব: • প্রিলি. • লিখিত • ভাইভা

- ❑ পেট্রোবাংলা
- ❑ প্রাইমারি
- ❑ শিক্ষক নিবন্ধন
- ❑ নন-ক্যাডার (১১-২০তম গ্রেড)

অফলাইন ও অনলাইন কোর্সে ভর্তি চলছে

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সিইও, ক্যারিয়ার ম্যাপ ও
ডিএমডি, বিসিএস কনফিডেন্স

অনলাইন	মালিবাগ	মিরপুর-১০	নীলক্ষেত
01896-061992 01896-061993	01907-070733/34 ২৬০/৫ (৪র্থ তলা), মালিবাগ মোড়, হোসাফ টাওয়ারের পাশে	01896-062010/11 বাসা নং-১২, (লিফট-৫) আখন্দ টাওয়ার ফলপট্টি গলি, মিরপুর-১০	01896-061997/98 রাফিন প্লাজা (৪র্থ তলা) নীলক্ষেত, ঢাকা।

ফার্মগেট	চট্টগ্রাম চকবাজার
01907-070738/39 ২২ ইন্দ্রিরা রোড, রাশেদ বুকস্-এর ৪র্থ তলা ফার্মগেট, ঢাকা।	01896-062001/02 বিটি কোচিং ভবন, চট্টেশ্বরী রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম

Facebook Page:
facebook.com/CareerMapBD

CamScanner

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান কে?
উত্তর: ক্যাপ্টেন তাসমিন দোজা।
প্রশ্ন: ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ন্যায্যমূল্যে অত্যাবশকীয় কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্যে কোন অ্যাপ চালু করা হয়?
উত্তর: ফসল ডট কম।
প্রশ্ন: বর্তমানে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) অনুমোদিত পণ্যের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ২৯৯টি।
প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) নতুন চেয়ারম্যানের নাম কী?
উত্তর: বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার।
প্রশ্ন: বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে?
উত্তর: ১৪৪টি।
প্রশ্ন: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে কোন দেশে?
উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাত (দ্বিতীয় পাকিস্তান)।
প্রশ্ন: ৯৭তম অস্কারের 'বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম' বিভাগে বাংলাদেশের কোন ছবিটিকে মনোনিত করা হয়?
উত্তর: বলি।
প্রশ্ন: সারাদেশে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (BSCIC) কারখানা রয়েছে কতটি?
উত্তর: ৪৩৪টি।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের সর্বোচ্চ পথশিশু রয়েছে কোন শহরে?
উত্তর: ময়মনসিংহ।
প্রশ্ন: ঘূর্ণিঝড় 'দানা' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: মুক্তো (এটি একটি আরবি শব্দ এবং নামকরণ করে কাতার)।
প্রশ্ন: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দেশে প্রথমবারের মতো অনলাইন বাস টার্মিনাল কোন জেলায় চালু হয়?
উত্তর: কক্সবাজার।
প্রশ্ন: Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) চুক্তির নথি বাংলাদেশ জাতিসংঘে কবে জমা দেয়?
উত্তর: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
প্রশ্ন: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কতজন নিহত হন?
উত্তর: ৭৩৫ জন (৭ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত)।
প্রশ্ন: ১ অক্টোবর ২০২৪ আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে কার নাম ঘোষণা করে?
উত্তর: ডা. শাহাদাত হোসেন।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: ইউরোপের দেশ আলবেনিয়ায় সুফি মুসলিমদের জন্য কী নামে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে?
উত্তর: দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার।
প্রশ্ন: ২১ অক্টোবর ২০২৪ ভিয়েতনামের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর: লুওং কুওং।
প্রশ্ন: লেবাননে ইসরায়েলের নতুন স্থল অভিযানের নাম কী দেওয়া হয়?
উত্তর: অপারেশন নর্দান অ্যারোস।
প্রশ্ন: নেভাতিম বিমান ঘাঁটি কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর: ইসরায়েল।
প্রশ্ন: 'মার্কাভা' ট্যাংক কোন দেশের তৈরি?
উত্তর: ইসরায়েল।
প্রশ্ন: বিশ্বে পামওয়েল উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কোন দেশ?
উত্তর: মালয়েশিয়া (প্রথম : ইন্দোনেশিয়া)।
প্রশ্ন: ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সফলভাবে ঝুলন্ত অবতরণ হওয়া রকেটের নাম কী?
উত্তর: স্টারশিপ।
প্রশ্ন: 'লিয়াওনিং' কী?
উত্তর: চীনের নির্মিত বিমানবাহী রণতরি।
প্রশ্ন: 'পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার' (PTSD) কী?
উত্তর: পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার (PTSD) একটি মানসিক রোগ। বেদনাদায়ক (ট্রমাটিক) কোনো ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার ফলে কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে তিনি এ অবস্থায় পরিণত হতে পারে।
প্রশ্ন: জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন প্রধানের নাম কী?
উত্তর: জ্যঁ-পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স।
প্রশ্ন: United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) কবে গঠন করা হয়?
উত্তর: ১৯ মার্চ ১৯৭৮।
প্রশ্ন: সীমান্ত অচলাবস্থা দূর করতে ভারত-চীন কবে চুক্তি স্বাক্ষর করে?
উত্তর: ২১ অক্টোবর ২০২৪।
প্রশ্ন: ২০ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কোন দেশকে ম্যালেরিয়ামুক্ত ঘোষণা করে?
উত্তর: মিসরকে।
প্রশ্ন: হ্যারিকেন মিল্টন কবে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আঘাত হানে?
উত্তর: ৯ অক্টোবর ২০২৪।
প্রশ্ন: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইউরোপের কোন দেশটি সর্বশেষ কয়লার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়?
উত্তর: যুক্তরাজ্য।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: ২৩ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে দলীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক দেশ কোনটি?
উত্তর: জিম্বাবুয়ে (৩৪৪ রান; বিপক্ষ দল গাম্বিয়া)।
প্রশ্ন: ক্রিকেট বিশ্বে টেস্টের প্রথম দল হিসেবে এক বর্ষপঞ্জিতে ১০০ ছক্কা মারার মাইলফলক অর্জন করে কোন দেশ?
উত্তর: ভারত।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর নতুন সভাপতি কে?
উত্তর: তাবিথ আউয়াল।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন কোচের নাম কী?
উত্তর: ফিলিপ ভেরান্ট সিমন্স।

ইতালি পশ্চিম ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্র

CamScanner

সংবাদ সমাচার

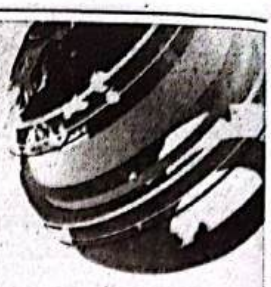

গত সংখ্যার বাকি অংশ

বাংলাদেশ ♦ ২৬.০৯.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের ও ৩২৩টি পৌরসভার কাউন্সিলরদের অপসারণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
— ভঙ্গুর সামুদ্রিক পরিবেশের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষায় মেরিন বায়োডাইভার্সিটি অব এরিয়াজ বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন চুক্তির অনুসমর্থনের নথি জাতিসংঘে জমা দেয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ♦ ২৭.০৯.২০২৪ | শুক্রবার
— পর্যটন নগরী কক্সবাজারে দেশের প্রথম 'অনলাইন বাস টার্মিনাল' সেবার যাত্রা শুরু।

আন্তর্জাতিক
— ইসরায়েল হামলায় লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হন।

বাংলাদেশ ♦ ২৯.০৯.২০২৪ | রবিবার
— প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে সভাপতি করে বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করে সরকার।

আন্তর্জাতিক
— ইয়েমেনে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

বাংলাদেশ ♦ ৩০.০৯.২০২৪ | সোমবার
— নৌ ও বিমান বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক
— যুক্তরাজ্যে কয়লা যুগের অবসান।

অক্টোবর

বাংলাদেশ ♦ ০১.১০.২০২৪ | মঙ্গলবার
— দেশের সকল সুপারশপে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়।
— চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) নির্বাচন বাতিল চেয়ে বিএনপির মেয়র প্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেনের দায়ের করা মামলায় তাকে মেয়র ঘোষণা করেন আদালত।

আন্তর্জাতিক
— লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী।
— ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ১৮০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইরান।
— সামরিক জোট ন্যাটোর ১৪তম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে।
— মেক্সিকোয় প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন ক্লডিয়া শেইনবম।
— গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী পালিত।

বাংলাদেশ ♦ ০২.১০.২০২৪ | বুধবার
— আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি জিনাত আরা।

বাংলাদেশ ♦ ০৩.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— নির্বাচন, পুলিশ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি।
— উপদেষ্টা পরিষদ মালদ্বীপ ও কাতারের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তির খসড়া অনুমোদন করে।

আন্তর্জাতিক
— ডেঙ্গু ও মশাবাহিত অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগের বিস্তার রোধে একটি বৈশ্বিক পরিকল্পনা পেশ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।
— ভারতে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পায় বাংলাসহ আরও ৫টি ভাষা।
— প্রথমবারের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এমপক্স শনাক্তকরণ পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৬.১০.২০২৪ | রবিবার
— প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস 'সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৪'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
— সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি।

বাংলাদেশ ♦ ০৭.১০.২০২৪ | সোমবার
— জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক
— ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে ৪০০ মিলিয়ন মুদ্রা বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৮.১০.২০২৪ | মঙ্গলবার
— সুন্দরবন বাঘ জরিপ-২০২৪' এর ফলাফল ঘোষণা।

বাংলাদেশ ♦ ০৯.১০.২০২৪ | বুধবার
— সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৩ জন অতিরিক্ত বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক
— আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
— জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিব আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে সংসদের নিম্নকক্ষ ভেঙে দন।

অক্টোবর ২০২৪ সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
০৬	১	৩৬	৩৮	০৮
৫৩	২	২৩	খ) ঢাকা	ঘ) কাঠমান্ডু

বি.দ্র. নভেম্বর ২০২৪ সংখ্যার ২৬ পৃষ্ঠায় এমপক্স শনাক্তকরণ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুমোদন ৪ অক্টোবর ২০২৪-এর স্থলে ৩ অক্টোবর ২০২৪ হবে।

ইতালি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Italia a vitulis' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ পশুর চারণভূমি

বাংলাদেশ ♦ ১০.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— রাজধানীর ১৯ হেয়ার রোডে অবস্থিত দেশের প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক
— লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের সদর দপ্তরে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (IDF) হামলা।

আন্তর্জাতিক ♦ ১১.১০.২০২৪ | শুক্রবার
— ইরানের জ্বালানি তেল খাতের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক ♦ ১২.১০.২০২৪ | শনিবার
— সব ধরনের উড়োজাহাজে যোগাযোগযন্ত্র পেজার ও ওয়াকিটকি নিষিদ্ধ করে ইরান।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৩.১০.২০২৪ | রবিবার
— কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান।
— জার্মানির রাজধানী বার্লিনে এআই নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) শীর্ষ সম্মেলনে শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৪.১০.২০২৪ | সোমবার
— বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপায় পানি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে নাসা 'ইউরোপা ক্লিপার' মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে।

বাংলাদেশ ♦ ১৫.১০.২০২৪ | মঙ্গলবার
— এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
— ৪৩তম বিসিএসে ২,০৬৪ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক
— সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সরকার প্রধানদের ২৩তম শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানের ইসলামাবাদে শুরু।
— সামরিক ড্রোন কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত।

বাংলাদেশ ♦ ১৬.১০.২০২৪ | বুধবার
— আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করে প্রজ্ঞাপণ জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

আন্তর্জাতিক
— জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (NC) নেতা ওমর আবদুল্লাহ।

বাংলাদেশ ♦ ১৭.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— জুলাই-আগস্টের গণহত্যার মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

আন্তর্জাতিক
— সুইজারল্যান্ড ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভ (ESSI) প্রকল্পের উদ্যোগে স্বাক্ষর করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৮.১০.২০২৪ | শুক্রবার
— তাইওয়ানকে দেশটির দূতাবাস রাজধানী প্রিটোরিয়া থেকে সরিয়ে বাণিজ্যিক রাজধানী জোহানেসবার্গে নেওয়ার নির্দেশ দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

বাংলাদেশ ♦ ১৯.১০.২০২৪ | শনিবার
— বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন সময় জুলাই-আগস্টে সংগঠিত গণহত্যার তথ্য সংগ্রহে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।

আন্তর্জাতিক
— ইতালির নেপলসে জি-৭'র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ২০.১০.২০২৪ | রবিবার
— সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগের দেওয়া রায়ের পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি।
— জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পান সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক
— ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রাবোও সুবিয়ান্তো।
— পাকিস্তানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটে ২৬তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস।

বাংলাদেশ ♦ ২১.১০.২০২৪ | সোমবার
— ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গঠিত 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন'কে একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক বেসরকারি সংস্থা অনুমোদন দেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
— ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পুলিশের পাশাপাশি ৩০০ শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করা হয়।

আন্তর্জাতিক
— সীমান্ত টহল নিয়ে ভারত-চীনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।
— পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ জাতীয় পরিষদে ২৬তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস।

বাংলাদেশ ♦ ২৩.১০.২০২৪ | বুধবার
— 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯'-এর ক্ষমতাবলে ছাত্র সংগঠন 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ'কে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা করা হয়।

আন্তর্জাতিক
— জার্মানি ও যুক্তরাজ্য নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি 'Trinity House Agreement' স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশ ♦ ২৪.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— ঢাকা ব্যতীত দেশের ৭টি বিভাগে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের (HPV) টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু।
— পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ জারি।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৫.১০.২০২৪ | শুক্রবার
— সামোয়ার অপিয়াতে কমনওয়েলথ শীর্ষ নেতারদের বৈঠক শুরু।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৬.১০.২০২৪ | শনিবার
— ইরানে হামলা চালায় ইসরায়েল।
— দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলিম বিবাহের স্বীকৃতি।

শীর্ষ সংবাদ

০১ অক্টোবর : শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তৎসংলগ্ন ৩ কিলোমিটার এলাকাকে 'নীরব এলাকা' ঘোষণা কার্যকর করা হয়।
: জাপানের ১০১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইশিবা শিগেরু।

০৩ অক্টোবর : নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ভারত ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর।

০৪ অক্টোবর : দ্বিপক্ষীয় সফরে বাংলাদেশ আসেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

১৫ অক্টোবর : BPSC'র চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম।

২০ অক্টোবর : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মিসরকে ম্যালেরিয়ামুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
: টি-২০ নারী বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় নিউজিল্যান্ড।

২২ অক্টোবর : রাশিয়ার কাজানে ব্রিকসের ১৬তম সম্মেলন শুরু।

২৪ অক্টোবর : বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর করার সিদ্ধান্ত।

ইতালির রাষ্ট্রীয় নাম Italian Republic

CamScanner

সাম্প্রতিক MCQ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি?
ক ৫০টি খ ৫১টি গ ৫২টি ঘ ৫৩টি

২. দেশের ৫৩তম নদী বন্দর কোনটি?
ক গোয়াইনঘাট নদী বন্দর, সিলেট
খ সিলেট নদী বন্দর, সিলেট
গ ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর, সিলেট
ঘ চিলমারী নদী বন্দর, কুড়িগ্রাম

৩. বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত চা বাগানের সংখ্যা কতটি?
ক ১৬৮টি খ ১৬৯টি গ ১৭০টি ঘ ১৭১টি

৪. 'মুনসুন অভ্যুত্থান' কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক বাংলাদেশ খ মিয়ানমার
গ ইউক্রেন ঘ রাশিয়া

৫. বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনা করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
ক পাগমার্ক বা পায়ের ছাপ
খ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে
গ ক্যামেরা ট্র্যাপিং বা ক্যামেরার ফাঁদ
ঘ ক ও গ উভয়ই

৬. ৩ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে?
ক ভুটান খ ভারত গ মিয়ানমার ঘ নেপাল

৭. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য কতজন?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান কে?
ক বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী
খ বিচারপতি জিনাত আরা
গ বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা
ঘ বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ

৯. গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক মুশফিকুল ফজল আনসারি খ মাহফুজ আনাম
গ কামাল আহমেদ ঘ মতিউর রহমান চৌধুরী

১০. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১৭তম স্থায়ী প্রতিনিধি কে?
ক মো. জসীম উদ্দিন খ ড. শেখ আব্দুর রশীদ
গ মো. তৌহিদ হোসেন ঘ সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

১১. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (BPSC) বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
ক অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম
খ মো. সুজায়েত উল্লাহ
গ ড. মো. নাজমুল আমিন মজুমদার
ঘ ড. মো. আমিনুল ইসলাম

১২. দেশের ২৫তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব কে?
ক ড. মো. মোখলেস উর রহমান খ ড. নাসিমুল গনি
গ মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া ঘ ড. শেখ আব্দুর রশীদ

আন্তর্জাতিক

১৩. ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
ক প্রাবোও সুবিয়ান্তো খ জোকো উইদোদো
গ অ্যানিস বাসওয়েদান ঘ গাঞ্জার প্রানোও

১৪. জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
ক ইউশিহিদে সুগা খ ফুমিও কিশিদা
গ সানায়ে তাকাইচি ঘ ইশিবা শিগেরু

১৫. ১ অক্টোবর ২০২৪ মেক্সিকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক শোচিত গালভেজ খ ক্লডিয়া শিনবাউম
গ নরমা লুসিয়া পিনা ঘ এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন

১৬. বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয় কোন দেশে?
ক রাশিয়া খ ফ্রান্স গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য

১৭. ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভ (ESSI) প্রকল্পের উদ্যোক্তা কোন দেশ?
ক জার্মানি খ ফ্রান্স গ যুক্তরাজ্য ঘ ইউক্রেন

১৮. ইতালিতে আসা অবৈধ অভিবাসীদের কোন দেশে পাঠানো হচ্ছে?
ক রুয়ান্ডা খ আলবেনিয়া
গ আলজেরিয়া ঘ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র

১৯. ৬০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৩ নভেম্বর ২০২৪ খ ৪ নভেম্বর ২০২৪
গ ৫ নভেম্বর ২০২৪ ঘ ৬ নভেম্বর ২০২৪

২০. ভারতে কোন ভাষা সর্বপ্রথম আদি বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
ক তামিল ভাষা খ হিন্দি ভাষা
গ বাংলা ভাষা ঘ সংস্কৃত ভাষা

২১. ভারত সরকার বাংলা ভাষাকে আদি বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কবে?
ক ১ অক্টোবর ২০২৪ খ ৩ অক্টোবর ২০২৪
গ ৫ অক্টোবর ২০২৪ ঘ ৯ অক্টোবর ২০২৪

২২. প্রকাশিতব্য Mother Mary Comes to Me স্মৃতিকথার লেখক কে?
ক কিরণ দেসাই খ সালমান রুশদি
গ অমর্ত্য সেন ঘ অরুন্ধতী রায়

২৩. মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে নিজ ভূখণ্ডে বাণিজ্যিক ক্যাসিনো খোলার লাইসেন্স দেয় কোন দেশ?
ক বাহরাইন খ সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ সৌদি আরব ঘ কুয়েত

২৪. ১ অক্টোবর ২০২৪ ইরান ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তার শিরোনাম কী?
ক Operation True Promise
খ Operation True Promise 2
গ Operation Al-Aqsa Flood
ঘ Operation Eagle Claw

উত্তর

১.	ঘ
২.	ঘ
৩.	খ
৪.	ক
৫.	ঘ
৬.	ঘ
৭.	খ
৮.	খ
৯.	গ
১০.	ঘ
১১.	ক
১২.	ঘ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	খ
১৬.	ঘ
১৭.	ক
১৮.	খ
১৯.	গ
২০.	ক
২১.	খ
২২.	ঘ
২৩.	খ
২৪.	খ

ইতালির রাজধানীর নাম রোম

CamScanner

২৫. ২৪ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বিশ্বের কতটি দেশ ও অঞ্চল ম্যালেরিয়ামুক্ত হয়েছে?
ⓚ ৪৪ দেশ ও ১টি অঞ্চল
ⓚ ৪৬ দেশ ও ১টি অঞ্চল
ⓖ ৪৮ দেশ ও ১টি অঞ্চল
ⓖ ৫০ দেশ ও ১টি অঞ্চল

সংস্থার সদস্য

২৬. জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থার (UNIDO) বর্তমান সদস্য কতটি?
ক ১৭৩টি খ ১৭৫টি গ ১৭৭টি ঘ ১৭৯টি

২৭. ৪ অক্টোবর ২০২৪ কোন দেশ UNIDO'র ১৭৩তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক ফিলিস্তিন খ দক্ষিণ সুদান
গ সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ঘ নাইজার

২৮. এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য কত?
ক ৯৫টি খ ৯৬টি গ ৯৭টি ঘ ৯৮টি

২৯. ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ AIIB'র ৯৮তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক পাপুয়া নিউ গিনি খ দক্ষিণ সুদান
গ কেনিয়া ঘ জিবুতি

৩০. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) বর্তমান সদস্য কত?
ক ৬৮টি খ ৬৯টি গ ৭০টি ঘ ৭১টি

৩১. ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ ADB'র ৬৯তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক ইসরায়েল খ নাউরু
গ কাজাখস্তান ঘ আজারবাইজান

৩২. ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) বর্তমান সদস্য কতটি?
ক ১৭৮টি খ ১৮০টি গ ১৮১টি ঘ ১৮৩টি

৩৩. ১৪ অক্টোবর ২০২৪ কোন দেশ পুনরায় ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নে যোগদান করে?
ক ইরান খ জ্যামাইকা গ রাশিয়া ঘ যুক্তরাষ্ট্র

সম্মেলন

৩৪. ২৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 29) কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ১১-২২ অক্টোবর ২০২৪ খ ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪
গ ১১-২২ ডিসেম্বর ২০২৪ ঘ ১১-২২ জানুয়ারি ২০২৫

৩৫. ২৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 29) কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক পার্থ, অস্ট্রেলিয়া খ বাকু, আজারবাইজান
গ বেলেম, ব্রাজিল ঘ বন, জার্মানি

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩৬. Business Ready শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে কোন সংস্থা?
ক জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি খ বিশ্বব্যাংক
গ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ঘ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

৩৭. বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক দরিদ্র মানুষ বসবাস করে?
ক ভারত খ পাকিস্তান
গ ইথিওপিয়া ঘ বাংলাদেশ

৩৮. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইয়েমেন খ দক্ষিণ সুদান
গ সিরিয়া ঘ সোমালিয়া

৩৯. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ৭৯তম খ ৮৪তম গ ৮৮তম ঘ ৯৯তম

৪০. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সুইজারল্যান্ড খ সুইডেন
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ সিঙ্গাপুর

৪১. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইথিওপিয়া খ মালি
গ নাইজার ঘ অ্যাঙ্গোলা

৪২. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ৯৭তম খ ১০১তম
গ ১০৬তম ঘ ১১৩তম

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

৪৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ভিক্টর অ্যামব্রোস খ গ্যারি রাভকুন
গ মাইকেল হটন ঘ ক + খ

৪৪. পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক জন জে হপফিল্ড খ জিওফ্রে ই হিন্টন
গ অ্যান লিয়ের ঘ ক + খ

৪৫. রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ডেভিড বেকার খ ডেমিস হাসাবিস
গ জন এম জাম্পার ঘ ওপরের সকলে

৪৬. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে কে?
ক হান ক্যাং খ ডোরিস লেসিং
গ ওলগা তোকারচুক ঘ আনি এরনো

৪৭. শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কোন প্রতিষ্ঠান?
ক বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি খ নিহন হিদানকিও
গ ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়ার্টেট ঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন

৪৮. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ড্যারন আসেমোগলু খ সাইমন জনসন
গ জেমস রবিনসন ঘ ওপরের সকলেই

ক্রীড়াঙ্গন

৪৯. দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার কে?
ক জিল্লুর রহমান খ নিয়াজ মোরশেদ
গ মনন রেজা ঘ মিনহাজ উদ্দিন

৫০. ২০২৪ সালের নবম ICC নারী টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
ক নিউজিল্যান্ড খ ভারত
গ ইংল্যান্ড ঘ অস্ট্রেলিয়া

উত্তর

২৫.	ক
২৬.	ক
২৭.	গ
২৮.	ঘ
২৯.	ঘ
৩০.	খ
৩১.	ক
৩২.	গ
৩৩.	খ
৩৪.	খ
৩৫.	খ
৩৬.	খ
৩৭.	ক
৩৮.	ঘ
৩৯.	খ
৪০.	ক
৪১.	ঘ
৪২.	গ
৪৩.	ঘ
৪৪.	ঘ
৪৫.	ঘ
৪৬.	ক
৪৭.	খ
৪৮.	ঘ
৪৯.	গ
৫০.	ক

'রোম' নামকরণ করা হয় রাজা রোমিউলাসের নামানুসারে

CamScanner

দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব

নব-নিযুক্ত : বাংলাদেশ

সিনিয়র সচিব

- ভূমি মন্ত্রণালয় : এ.এস.এম. সালেহ আহমেদ।
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ : সিদ্দিক জোবায়ের।।

সচিব

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় : এ কে এম মতিউর রহমান।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় : মো. মাসুদুল হাসান।
- বিদ্যুৎ বিভাগ : ফারজানা মমতাজ।
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় : মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।
- সেতু বিভাগ : মো. ফাহিমুল ইসলাম।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় : বেগম মাহবুবা ফারজানা।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় : ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ : মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

চেয়ারম্যান

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) : মো. ইয়াসীন।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) : আশরাফ উদ্দিন আহাম্মদ খান।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (BIWTC) : সঞ্জয় কুমার বণিক।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) : মমিনুল ইসলাম।
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) : মো. রুহুল আমিন খান।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BAERA) : মাহমুদুল হাসান।
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন : সুরাইয়া আখতার জাহান।

মহাপরিচালক

- বাংলাদেশ কোস্টগার্ড : রিয়ার অ্যাডমিরাল এম জিয়াউল হক।
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল : শাহিনা খাতুন।
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর : আজিজুন নাহার।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট : মিজ খেনচান।
- শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর : ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর : মো. আতাউর রহমান।
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তর : মো. আলীম আখতার খান।
- জাতীয় ও প্রযুক্তি জাদুঘর : মুনীরা সুলতানা।
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (DGFI) : মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর : মেজর জেনারেল মো. শামীম হায়দার।
- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) : মেজর জেনারেল আবদুল কাইয়ুম মোল্লা।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ : মো. আব্দুর রহিম খান।

বিভাগীয় কমিশনার

- ঢাকা বিভাগ : শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।
- রংপুর বিভাগ : মো: শহিদুল ইসলাম এনডিসি।

উপাচার্য

- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) : অধ্যাপক ড. মো. আলিমুল ইসলাম।
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মো: রেজাউল করিম।
- চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান।
- হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. সাঈদ সায়েম উদ্দিন আহমেদ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাছানাত আলী।
- শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. খন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম।
- ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ।
- হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক এম. এনামুল্লাহ।
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান।

BPSC'র চেয়ারম্যান

৯ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেমকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (BPSC) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। একইসাথে কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়— সুজায়েত উল্লাহ, নূরুল কাদির, আমিনুল ইসলাম এবং নাজমুল আমিন মজুমদারকে। ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারা শপথগ্রহণ করেন। মোবাশ্বের মোনেম BPSC'র ১৫তম চেয়ারম্যান। উল্লেখ্য, ৮ অক্টোবর ২০২৪ BPSC'র ১৪তম চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনসহ ১২ জন সদস্য পদত্যাগপত্র জমা দেন। বর্তমানে ৯ জন সভাপতি এবং অন্যূন ৬ জন ও অনধিক ২০ জন সদস্য সমন্বয়ে BPSC গঠিত হবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ড. শেখ আব্দুর রশিদ

- দায়িত্ব গ্রহণ ১৬ অক্টোবর ২০২৪
- তিনি দেশের ২৫তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব
- জন্ম ৫ মে ১৯৫৭ সাতক্ষীরা জেলায়।

ইতালীর রাজধানী রোমকে ঝর্নার শহর ও সাত পাহাড়ের শহর বলা হয়

পুলিশ ইউনিট প্রধান

- অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID) : মো. মতিউর রহমান শেখ।
- নৌ পুলিশ : কুসুম দেওয়ান।
- রেলওয়ে পুলিশ : সরদার তমিজ উদ্দিন আহমেদ।
- হাইওয়ে পুলিশ : মো. দেলোয়ার হোসেন মিঞা।
- আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (APBN) : মো. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ।

বিবিধ

- সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) : তাবিথ আউয়াল।
- রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্য : আবিদা ইসলাম।
- কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (QMG), সেনা সদর দপ্তর : মেজর জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান।
- খতিব, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম : মুফতি আবদুল মালেক।
- হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (CAG) : এস এম রেজভী।
- প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব : মো: সিরাজ উদ্দিন মিয়া।
- কোচ, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল : ফিলিপ ভেরান্ট সিমন্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।

নব-নিযুক্ত : আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট

- ইথিওপিয়া : তায়ে আটস্কে সেলাসি; দায়িত্ব গ্রহণ ৭ অক্টোবর ২০২৪।
- ভিয়েতনাম : লুওং কুওং, দায়িত্ব গ্রহণ ২১ অক্টোবর ২০২৪।

বিবিধ

- চেয়ার, কমনওয়েলথ : ফিয়ামে নাওমি মাতাফা (সামোয়া); দায়িত্ব গ্রহণ ২১ অক্টোবর ২০২৪।
- ৩০তম প্রধান বিচারপতি, পাকিস্তান : বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদি; দায়িত্ব গ্রহণ ২৬ অক্টোবর ২০২৪।

সম্মেলন-বৈঠক

■ AIIB বার্ষিক সভা
আয়োজন : নবম | সময়কাল : ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : সমরকন্দ, উজবেকিস্তান | AIIB—Asian Infrastructure Investment Bank।

■ ASEAN সম্মেলন
আয়োজন : ৪৪তম ও ৪৫তম | সময়কাল : ৬-১১ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ভিয়েনতিয়েন, লাওস | ASEAN—Association of Southeast Asian Nations।

■ SCO'র সম্মেলন
সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ২৩তম | সময়কাল : ১৫-১৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ইসলামাবাদ, পাকিস্তান | SCO—Shanghai Cooperation Organisation।

■ কমনওয়েলথ সম্মেলন (CHOGM)
কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলন
আয়োজন : ২৭তম | সময়কাল : ২১-২৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : আপিয়া, সামোয়া | CHOGM—Commonwealth Heads of Government Meeting।

■ BRICS শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ১৬তম | সময়কাল : ২২-২৪ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : কাজান, রাশিয়া।

■ IPU সভা
আয়োজন : ১৪৯তম | সময়কাল : ১৩-১৭ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড | IPU—Inter-Parliamentary Union।

■ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলন
সময়কাল : ২১-২৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতি বছর সাধারণত সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে বিশ্বব্যাংক ও IMF'র এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরপর দুই বছর ওয়াশিংটনে হওয়ার পর তৃতীয় বছর অনুষ্ঠিত হয় অন্য কোনো সদস্য দেশে।

আগামীর সম্মেলন

■ APEC শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ৩১তম | সময়কাল : ৯-১৬ নভেম্বর ২০২৪ | স্থান : লিমা, পেরু | APEC— Asia-Pacific Economic Cooperation।

■ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন
আয়োজন : ২৯তম | সময়কাল : ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪ | স্থান : বাকু, আজারবাইজান | United Nations Climate Change Conference।

■ G20 শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ১৯তম | সময়কাল : ১৮-১৯ নভেম্বর ২০২৪ | স্থান: রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা

আয়োজন : ৭৬তম | সময়কাল : ১৫-২০ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি। – এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বইমেলা। ১৯৪৯ সালে আধুনিক ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার যাত্রা শুরু। তবে এর গোড়াপত্তন হয় ৫০০ বছর আগে ১৪৬২ সালে।

আইন কমিশনের চেয়ারম্যান

বিচারপতি জিনাত আরা

| নিয়োগ ২ অক্টোবর ২০২৪ | তিনি আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান | তিনি আপিল বিভাগের দ্বিতীয় নারী বিচারপতি ছিলেন।

জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি

সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

| নিয়োগ ২০ অক্টোবর ২০২৪ | তিনি জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের ১৭তম স্থায়ী প্রতিনিধি | জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমাত জাহান।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট

ক্লডিয়া শিনবাউম

| দায়িত্ব গ্রহণ ১ অক্টোবর ২০২৪ | তিনি দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট | জলবায়ুবিজ্ঞানী থেকে রাজনীতিতে আসা শিনবাউম মেক্সিকো সিটিরও মেয়র ছিলেন।

লোকান্তর

♦ **মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী (বীর উত্তম) (৭ অক্টোবর ২০২৪) :** বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার জন্ম নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালী গ্রামে। ডাক নাম 'কমল সিদ্দিকী'। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তার চোখে গুলি লাগলে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সেই ঘটনা নিয়ে 'কমলের চোখ' কবিতা লেখেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করা হয়। তার বড় ভাই এম মাজেদুল হক ছিলেন জিয়াউর রহমান সরকারের কৃষিমন্ত্রী।

♦ **রতন টাটা (২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭-৯ অক্টোবর ২০২৪) :** ভারতীয় শিল্পপতি ও জনহিতৈষী। ১৯৬২ সালে টাটা স্টিল বিভাগে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯১ সালে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে জেআরডি টাটা পদত্যাগ করলে রতন টাটা তার উত্তরসূরি হিসেবে যোগ দেন। ২০০০ সালে তিনি তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণ লাভ করেন। ২০০৮ সালে তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণ পান।

♦ **জামালউদ্দিন হোসেন (অক্টোবর ১৯৪৩-১১ অক্টোবর ২০২৪) :** টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী। জামালউদ্দিন হোসেন 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'রাজা রানী', 'চাঁদ বণিকের পালা', 'আমি নই', 'বিবি সাহেব', 'যুগলবন্দী'সহ কয়েকটি আলোচিত মঞ্চনাটক পরিচালনা করেন। শিল্পকলায় অবদানের জন্য তিনি ২০১৩ সালে একুশে পদক পান।

♦ **শহীদ আখন্দ (২১ জানুয়ারি ১৯৩৫-৪ অক্টোবর ২০২৪) :** অনুবাদক ও কথাসাহিত্যিক। পুরো নাম মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ আখন্দ। তার জন্ম ময়মনসিংহের নান্দাইলের পাছদরিল্লাহ গ্রামে। প্রথম অনুবাদের বই উইলা ক্যাটারের মাই এন্টোনিয়া। ১৯৬৪ সালে বের হয় মৌলিক উপন্যাস পান্না হলো সবুজ। ১৯৭৮ সালে ছোটগল্পের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

♦ **মতিয়া চৌধুরী (৩০ জুন ১৯৪২-১৬ অক্টোবর ২০২৪) :**

মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী। তিনি পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন 'অগ্নিকন্যা' নামে খ্যাত মতিয়া চৌধুরী। ১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১২ জানুয়ারি ২০২৩ তিনি জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব নেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি তাকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে।

♦ **অধ্যাপক আবদুল গফুর (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯-২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪) :** সাংবাদিক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও ভাষা সৈনিক। তমদ্দুন মজলিসের বাংলা মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিক' পত্রিকা প্রকাশিত হলে গফুর প্রথমে এর সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০৫ সালে একুশে পদক প্রদান করে।

♦ **মনি কিশোর (৯ জানুয়ারি ১৯৬১-অক্টোবর ২০২৪) :** জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী। তার জন্ম নড়াইল জেলায়। মনি কিশোর নামে সংগীতাঙ্গনে পরিচিত হলেও তার প্রকৃত নাম মনি মণ্ডল। কিশোর কুমারের ভক্ত ছিলেন বলে নামের সঙ্গে 'কিশোর' যুক্ত করেন। তার জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে 'কী ছিলে আমার', 'সেই দুটি চোখ কোথায় তোমার', 'তুমি শুধু আমারই জন্য', 'মুখে বলো ভালোবাসি', 'আমি মরে গেলে জানি তুমি' ইত্যাদি। তার সবচেয়ে শ্রোতাপ্রিয় গান 'কী ছিলে আমার' তারই সুর করা ও লেখা।

অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

(১১ অক্টোবর ১৯৩০-৪ অক্টোবর ২০২৪) সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি কুমিল্লা শহরে (প্রখ্যাত 'মুন্সেফ বাড়ি') নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০১ বাংলাদেশের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ২১ জুন ২০০২ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। ৮ মে ২০০৪ 'বিকল্পধারা বাংলাদেশ' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামে তার প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রাস্টের সাথে জড়িত ছিলেন। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে দেশের প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন তিনি।

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (BNP) প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮-১৯৮৫
- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যামন্ত্রী : ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৭-২৩ আগস্ট ১৯৭৯
- উপ-প্রধানমন্ত্রী : ১৫ এপ্রিল-২৩ আগস্ট ১৯৭৯
- শিক্ষামন্ত্রী : ২০ মার্চ-১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
- পররাষ্ট্রমন্ত্রী : ১১অক্টোবর-১৪ নভেম্বর ২০০১
- সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী :২৭ মার্চ-১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
- সংসদ উপনেতা: ২০ মার্চ ১৯৯১-২৪ নভেম্বর ১৯৯৫, ১৯ মার্চ-৩০ মার্চ ১৯৯৬, ১০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর ২০০১
- বিরোধীদলীয় উপনেতা : ১২ জুন ১৯৯৬-১৫ জুলাই ২০০১।

CamScanner

♦ **ফেতুল্লা গুলেন (২৭ এপ্রিল ১৯৪১-২০ অক্টোবর ২০২৪) :** তুরস্কের ধর্মীয় নেতা। তিনি তুরস্কে ও দেশটির বাইরে একটি শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলেন। গুলেন একসময় তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মিত্র ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বৈরিতা সৃষ্টি হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন গুলেন। ১৫ জুলাই ২০১৬ এর অভ্যুত্থানচেষ্টার জন্য তাকে দায়ী করেন এরদোয়ান।

♦ **ড. রিচার্ড ক্যাশ (৯ জুন ১৯৪১-২২ অক্টোবর ২০২৪) :** জনস্বাস্থ্য গবেষক, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ডায়রিয়া প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন উদ্ভাবনের অন্যতম গবেষক। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে 'ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার' প্রদান করা হয়।

♦ **আলেক্স স্যামন্ড (৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৪-১২ অক্টোবর ২০২৪) :** স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (SNP) সাবেক নেতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য। স্যামন্ড ১৭ মে ২০০৭-১৮ নভেম্বর ২০১৪ স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলেন।

♦ **সুজেয় শ্যাম (১৪ মার্চ ১৯৪৬-১৭ অক্টোবর ২০২৪) :** স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। তিনি সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার সুর করা গানগুলোর মধ্যে 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি', 'রক্ত চাই রক্ত চাই', 'আহা ধন্য আমার জন্মভূমি', 'আয় রে চাষি মজুর কুলি', 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম', 'শোন রে তোরা শোন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শেষ গান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রথম গানটির সুর করেন সুজেয় শ্যাম। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে একুশে পদক এবং ২০১৫ সালে শিল্পকলা পদক পান। তিনি হাছন রাজা (২০০২), জয়যাত্রা (২০০৪), অবুঝ বউ (২০১০) ও যৈবতী কন্যার মন (২০২১) চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য চারবার শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর

২৪ অক্টোবর ২০২৪ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারিত হবে।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের আওতায় বহির্ভূত সকল সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারিত হবে।
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা প্রয়োজনীয় অভিযোজন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে।
- প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রে স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা বহাল থাকবে।

বয়সসীমা বৃদ্ধির পরিক্রমা

সরকারি চাকরির বয়স নির্ধারণের বিষয়টি শুরু হয় ব্রিটিশ ভারত তথা উপনিবেশিক আমল থেকে। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৯৫ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ICS) পরীক্ষায় প্রবেশের সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয় ২১ বছর। আর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ছিল ২৩ বছর। পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এ বয়সসীমা ২৪ বছর নির্ধারিত ছিল। পরে ১৯৬৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বয়সসীমা ছিল ২৫ বছর। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে এ বয়স আরও দুই বছর বাড়িয়ে ২৭ বছর করা হয়। যুদ্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে এক বছর হারিয়ে যাওয়ায় শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানো হয়। তবে বয়স বাড়ানোর সেই সময়ে বলা হয় যে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করলে বয়স পুনরায় ২৫ বছরে নামিয়ে আনা হবে, কিন্তু পরে আর সেটি করা হয়নি। এরপর আশির দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘ সেশন জট তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে ৩১ জুন ১৯৯১ তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে চাকরির বয়স ২৭ থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করে। আর অবসরের বয়সসীমা ছিল ৫৭ বছর। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এক আদেশের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারণ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পরিপত্র জারি করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে অবসরের বয়সসীমা ৫৯ বছর করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সরকার আইন সংশোধন করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর করা হয়।

ইতালির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম Bank of Italy

CamScanner

রিপোর্ট-সমীক্ষা

বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী মুসলিম

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ ‖ প্রকাশক : The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) ‖ মোট ৫টি ক্যাটাগরিতে প্রভাবশালী মুসলিমদের তালিকা তৈরি করা হয়। এগুলো হলো— ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া ও বিনোদন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বর্ষসেরা > পুরুষ : ড. গাসসান আবু-সিত্তাহ (ফিলিস্তিনি সার্জন) • নারী : রানিয়া আল-আবদুল্লাহ (জর্ডানের রানী)
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব জর্ডানের বর্তমান বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ইবনে আল হুসাইন।
- প্রভাবশালী মুসলিমের তালিকায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অবস্থান ৫০তম।

বিজনেস রেডি

প্রকাশ : ২ অক্টোবর ২০২৪ ‖ প্রকাশক : বিশ্বব্যাংক ‖ প্রতিবেদনে বিভিন্ন শ্রেণিতে ৫০টি দেশের অবস্থান উল্লেখ করা হয় ‖ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Business Ready (B-READY) 2024 ‖ এটি মূলত 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' বা 'সহজে ব্যবসার সূচক' শীর্ষক প্রতিবেদনের বিকল্প।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অবস্থান (১০০ পয়েন্টে) > ব্যবসা শুরু ৭৪.০৮ • ব্যবসার অবস্থান ৬৬.৯১ • পরিষেবা ৬২.১০ • শ্রম ৬৪.০১ • আর্থিক সেবা ৬১.৪৫ • আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৫৩.৮৬ • কর ৫৬.৩৬ • বিরোধ নিষ্পত্তি ৪১.৯০ • বাজার প্রতিযোগিতা ৪২.৬৫ • ব্যবসার অসচ্ছলতা ৪০.৩৯।

ওষুধ রপ্তানিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্তত ১৫৭টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে। এশিয়ার ৪৩টি, দক্ষিণ আমেরিকার ২৬টি, উত্তর আমেরিকার ৬টি, আফ্রিকার ৩৯টি, ইউরোপের ৩৮টি ও অস্ট্রেলিয়ার ৫টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হয়।

শীর্ষ ৫ দেশ (কোটি ডলার)

দেশ	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
মিয়ানমার	২.৫৮	১.৮১
শ্রীলংকা	২.১৯	২.১৩
যুক্তরাষ্ট্র	১.৫২	২.১৯
ফিলিপাইন	১.৫০	১৬২
আফগানিস্তান	১.০৬	০.৮৯
বিশ্বে মোট রপ্তানি	১৭.৫৪	১৮.৪২

কিডস রাইটস সূচক

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪ ‖ প্রকাশক : দ্য কিডস রাইটস ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৯৪টি ‖ সূচকের শিরোনাম : KidsRights Index 2024.

সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ ৫ দেশ : ১. লুক্সেমবার্গ, ২. আইসল্যান্ড, ৩. গ্রিস ৪. জার্মানি ও ৫. থাইল্যান্ড।
- সর্বনিম্ন ৫ দেশ : ১৯৪. আফগানিস্তান, ১৯৩. দক্ষিণ সুদান, ১৯২. শাদ, ১৯১. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও ১৯০. নিরক্ষীয় গিনি।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৯৪. ভুটান, ৯৬. বাংলাদেশ, ১০৩. ভারত, ১২৪. নেপাল, ১৩৬. মালদ্বীপ, ১৫১. শ্রীলংকা, ১৫৩. পাকিস্তান ও ১৯৪. আফগানিস্তান।

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক

প্রকাশ : ১০ অক্টোবর ২০২৪ ‖ প্রকাশক : আয়ারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা Concern Worldwide ও জার্মানভিত্তিক Welthungerhilfe ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১২৭টি ‖ সূচকের শিরোনাম : Global Hunger Index 2024।

সূচক অনুযায়ী—

- ক্ষুধার মাত্রা কম : ২২টি দেশে— বেলারুশ, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, চিলি, চীন, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, হাঙ্গেরি, কুয়েত, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মন্টিনিগ্রো, উত্তর মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, রাশিয়া, সার্বিয়া, স্লোভাকিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উরুগুয়ে ও উজবেকিস্তান।
- ক্ষুধার মাত্রা সবচেয়ে বেশি : সোমালিয়া।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৫৬. শ্রীলংকা, ৬৮. নেপাল, ৮৪. বাংলাদেশ, ১০৫. ভারত, ১০৯. পাকিস্তান ও ১১৬. আফগানিস্তান।

বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক

প্রকাশ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ‖ প্রকাশক : World Intellectual Property Organization (WIPO) ‖ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Global Innovation Index 2024 ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৩৩।

সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ ৫ দেশ : ১. সুইজারল্যান্ড, ২. সুইডেন, ৩. যুক্তরাষ্ট্র, ৪. সিঙ্গাপুর ও ৫. যুক্তরাজ্য।
- সর্বনিম্ন ৫ দেশ : ১৩৩. অ্যাঙ্গোলা, ১৩২. নাইজার, ১৩১. মালি, ১৩০. ইথিওপিয়া ও ১২৯. বোরকিনা ফাসো।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৩৯. ভারত, ৮৯. শ্রীলংকা, ৯১. পাকিস্তান, ১০৬. বাংলাদেশ ও ১০৯. নেপাল।

‖ ৭টি উপসূচকে বাংলাদেশের অবস্থান > প্রাতিষ্ঠানিক ১০৭তম • মানবসম্পদ ও গবেষণা ১২৮তম • অবকাঠামো ৮৬তম • পরিশীলিত বাজার ৯২তম • পরিশীলিত ব্যবসা ১২৬তম • জ্ঞান ও প্রযুক্তি ৯২তম • সৃজনশীলতা ৮৮তম।

CamScanner

বিশ্বের সবচেয়ে ১০ ধনী দেশ

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ ▮ প্রকাশক : ফোর্বস ইন্ডিয়া ▮ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Top 10 richest countries in the world by GDP per capita in 2024 ▮ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশগুলো—

দেশ	মাথাপিছু GDP (PPP)	বার্ষিক GDP বৃদ্ধির হার
১. লুক্সেমবার্গ	১৪৩,৭৪০	১.৩%
২. ম্যাকাও	১৩৪,১৪০	১৩.৯%
৩ আয়ারল্যান্ড	১৩৩,৯০০	১.৫%
৪ সিঙ্গাপুর	১৩৩,৭৪০	২.১%
৫. কাতার	১১২,২৮০	২%
৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯৬,৮৫০	৩.৫%
৭. সুইজারল্যান্ড	৯১,৯৩০	১.৩%
৮. সান ম্যারিনো	৮৬,৯৯০	১.৩%
৯. যুক্তরাষ্ট্র	৮৫,৩৭০	২.৭%
১০. নরওয়ে	৮২,৮৩০	১.৫%

বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ ▮ প্রকাশক : জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ▮ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১১২টি ▮ প্রতিবেদনের শিরোনাম : 2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI) ▮

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বিশ্বে ৫৮.৪০ কোটি শিশু দারিদ্র্যতার মধ্যে বসবাস করছে। যা বিশ্বের মোট শিশুর ২৭.৯%।
- বিশ্বের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ১৩.৫% দরিদ্র।
- চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা ৪৫.৫০ কোটি মানুষ সংঘাত-সহিংসতার মধ্যে বসবাস করে।
- বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে।
- দক্ষিণ এশিয়ায় ২৭.২০ কোটি দরিদ্র মানুষ এমন পরিবারে বাস করে, যে পরিবারের অন্তত একজন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছেন।
- বিশ্বে দরিদ্র মানুষের বসবাসে শীর্ষ ৫ দেশ— ১. ভারত (২৩৪ মিলিয়ন) ২. পাকিস্তান (৯৩ মিলিয়ন) ৩. ইথিওপিয়া (৮৬ মিলিয়ন) ৪.নাইজেরিয়া (৭৪ মিলিয়ন) এবং ৫. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (৬৬ মিলিয়ন)।
- বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে ৪.১৭ কোটি মানুষ। তাদের মধ্যে অতি মানবেতর জীবনযাপন করে ৬.৫%।

অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচক

প্রকাশ : ২১ অক্টোবর ২০২৪ ▮ প্রকাশক : যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল ▮ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৬৪টি ▮ সূচকের শিরোনাম : The Commitment to Reducing Inequality Index 2024 ▮ মোট তিনটি বিষয়ের নিরিখে সূচক তৈরি করা হয়। এগুলো হলো— সরকারি সেবা, করনীতি ও শ্রম।

সূচক অনুযায়ী—

ক্যাটাগরি	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশ
সরকারি সেবার মানদণ্ডে	পোল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১৩৫তম
করনীতির মানদণ্ডে	নরওয়ে	ভানুয়াতু	৭১তম
শ্রম মানদণ্ডে	স্লোভাকিয়া	নাইজেরিয়া	১১৮তম
অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচক	নরওয়ে	দক্ষিণ সুদান	১২৪তম

- শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ➢ শীর্ষ দেশ : মোজাম্বিক
  • সর্বনিম্ন দেশ : উজবেকিস্তান।
  – বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম।
- শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় ➢ শীর্ষ দেশ : সাইপ্রাস
  • সর্বনিম্ন দেশ : বেলারুশ, চীন, জিবুতি, মিসর, ইরান, ইরাক, লাওস, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম।
  – বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম।

বৈশ্বিক জনসংখ্যা

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ ▮ প্রকাশক : স্বাধীন অলাভজনক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ' ▮ অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল : ২৩৪টি। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

জনসংখ্যায় শীর্ষ ১০ দেশ ও অঞ্চল			জনসংখ্যায় সর্বনিম্ন ১০ দেশ ও অঞ্চল		
অবস্থান	দেশ ও অঞ্চল	জনসংখ্যা	অবস্থান	দেশ ও অঞ্চল	জনসংখ্যা
১	ভারত	১,৪৫০,৯৪০,০০০	২৩৪	ভ্যাটিকান সিটি	৪৯৬
২	চীন	১,৪১৯,৩২০,০০০	২৩৩	নিউ	১,৮১৯
৩	যুক্তরাষ্ট্র	৩৪৫,৪২৭,০০০	২৩২	টোকেলাউ	২,৫০৬
৪	ইন্দোনেশিয়া	২৮৩,৪৮৮,০০০	২৩১	ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ	৩,৪৭০
৫	পাকিস্তান	২৫১,২৬৯,০০০	২৩০	মন্টসেরাট	৪,৩৮৯
৬	নাইজেরিয়া	২৩২,৬৭৯,০০০	২২৯	সেন্ট পিয়ের ও মিকেলন	৫,৬২৮
৭	ব্রাজিল	২১১,৯৯৯,০০০	২২৮	টুভ্যালু	৯,৬৪৬
৮	বাংলাদেশ	১৭৩,৫৬২,০০০	২২৭	সেন্ট বার্থেলেমি	১১,২৫৮
৯	রাশিয়া	১৪৪,৮২০,০০০	২২৬	ওয়ালিস ও ফুটুনা	১১,২৭৭
১০	ইথিওপিয়া	১৩২,০৬০,০০০	২২৫	নাউরু	১১,৯৪৭

ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি

CamScanner

দিবস প্রতিপাদ্য : অক্টোবর

জাতীয়

২ : জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস।
: জাতীয় পথশিশু দিবস।

৬ : জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস। প্রতিপাদ্য— জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আনবে দেশে সুশাসন।

৭ : বিশ্ব শিশু দিবস। প্রতিপাদ্য— প্রতিটি শিশুর অধিকার রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার (বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে)।

৯ : জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস।

১০ : শহীদ জেহাদ দিবস।

২২ : জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। প্রতিপাদ্য— ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার।

আন্তর্জাতিক

১ : বিশ্ব প্রবীণ দিবস। প্রতিপাদ্য— মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
: বিশ্ব নিরামিষ দিবস।
: আন্তর্জাতিক কফি দিবস।

২ : আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস। স্লোগান— সংঘাত নয়, ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি; সকলে মিলে গড়ে তুলি এক অহিংস বাংলাদেশ।

৪ : বিশ্ব প্রাণী দিবস।
: বিশ্ব হাসি দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম শুক্রবার)।

৫ : বিশ্ব শিক্ষক দিবস। প্রতিপাদ্য— শিক্ষকের কণ্ঠস্বর: শিক্ষায় নতুন সামাজিক অঙ্গীকার।

৭ : বিশ্ব তুলা দিবস।
: বিশ্ব বসতি দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)। প্রতিপাদ্য— তরুণদের সম্পৃক্ত করি, উন্নত নগর গড়ি।

৯ : বিশ্ব ডাক দিবস। প্রতিপাদ্য— 150 years of enabling communication and empowering peoples across nations।

১০ : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিপাদ্য— কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এখনই সময়।
: বিশ্ব দৃষ্টি দিবস (অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার)। প্রতিপাদ্য— আপনার চোখকে ভালোবাসুন, শিশুর চোখের যত্ন নিন।
: বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস। প্রতিপাদ্য— স্তন ক্যান্সার নিয়ে কাউকে যেন একা লড়তে না হয়।

১১ : আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। প্রতিপাদ্য— কন্যা শিশুর চোখে ভবিষ্যৎ দেখি।
: বিশ্ব ডিম দিবস (অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার)। প্রতিপাদ্য— ডিমে পুষ্টি ডিমে শক্তি ডিমে আছে রোগমুক্তি।

১২ : বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস। প্রতিপাদ্য— Informed Choices, Better Outcomes।
: বিশ্ব হসপিস ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস (অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার)।
: বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস (প্রতি বছর মে ও অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার)।

১৩ : আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। প্রতিপাদ্য— আগামী প্রজন্মকে সক্ষম করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি।

১৪ : বিশ্ব মান দিবস। প্রতিপাদ্য— সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নত বিশ্ব বিনির্মাণে মান।

১৫ : বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস। প্রতিপাদ্য— হাতে দেখলে সাদা ছড়ি, এগিয়ে এসে সহায়তা করি।
: বিশ্ব হাতধোয়া দিবস। প্রতিপাদ্য— পরিচ্ছন্ন হাত কেন এখনো গুরুত্বপূর্ণ?
: আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস।

১৬ : বিশ্ব খাদ্য দিবস। প্রতিপাদ্য— উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যের অধিকার।
: বিশ্ব মেরুদণ্ড দিবস।
: বিশ্ব অ্যানেস্থেশিয়া দিবস।

১৭ : আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস। প্রতিপাদ্য— ন্যায়, শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অপব্যবহার বন্ধ করা।
: বিশ্ব ট্রমা দিবস।
: আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস (অক্টোবর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার)।
: আন্তর্জাতিক পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিবস।

২০ : বিশ্ব অস্টিওপোরোসিস (হাড় ক্ষয়) দিবস।

২৪ : আন্তর্জাতিক মিঠা পানির ডলফিন দিবস।
: জাতিসংঘ দিবস।
: বিশ্ব তথ্য উন্নয়ন দিবস।

২৭ : বিশ্ব অডিওভিস্যুয়াল হেরিটেজ দিবস।

৩১ : বিশ্ব নগর দিবস।
: বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস।

৮ জাতীয় দিবস বাতিল

১৬ অক্টোবর ২০২৪ সরকার ৮টি জাতীয় দিবস বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। দিবসগুলো হলো—

দিবসের নাম	তারিখ
ঐতিহাসিক ৭ মার্চ	৭ মার্চ
জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস	১৭ মার্চ
শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী	৫ আগস্ট
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী	৮ আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
শেখ রাসেল দিবস	১৮ অক্টোবর
জাতীয় সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস	১২ ডিসেম্বর

CamScanner

পদক-পুরস্কার

ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার

বিশ্বব্যাপী শিক্ষাদান এবং শেখার মানকে উন্নত করতে উদ্ভাবনী অনুশীলনগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রতি দুই বছর অন্তর ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে 'ইউনেস্কো-হামদান' পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ৪ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ, ব্রাজিল এবং টোগো থেকে তিনটি উদ্ভাবনী প্রোগ্রাম শিক্ষক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। যার একটি বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থা 'গুড নেইবারস বাংলাদেশ (GNB)'। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এ পুরস্কারটি অর্জন করল বাংলাদেশ। পুরস্কারের পরিমাণ ৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার যা তিনজন বিজয়ীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়।

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার

চলচ্চিত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৪ সালের ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন (পরিচালনায়) গিয়াস উদ্দিন সেলিম এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় আলাউদ্দীন মাজিদ। বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'সিনেমা'র সম্পাদক এবং বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্রের (প্রেসিডেন্ট) পরিচালক ফজলুল হকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০০৪ সাল থেকে এ পুরস্কার দেয় 'ফজলুল হক স্মৃতি কমিটি'। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে ২৫,০০০ টাকা, সম্মাননা পত্র ও ক্রেস্ট।

দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড। ভারতীয় চলচ্চিত্রে দাদাসাহেব ফালকের

অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৯ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। পুরস্কার হিসেবে একটি স্বর্ণকমল পদক, নগদ দশ লক্ষ ভারতীয় রুপি ও একটি শাল প্রদান করা হয়। ৮ অক্টোবর ২০২৪ 'দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

ইরানের সর্বোচ্চ সম্মাননা

১ অক্টোবর ২০২৪ ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য ইসলামি রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (IRGC) অ্যারোস্পেস ডিভিশনের কমান্ডার আমির আলী হাজিজাদেহকে ইরানের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'ফাতেহ' পদকে ভূষিত করা হয়। পদকটি সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানগুলোর মধ্যে একটি, যা সামরিক কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয়। এটি ১৯৮০-এর দশকে আট বছরের ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

নোবেল লাইফ প্রাইজ

১৯৯৮ সাল থেকে তাইওয়ানের চো তা-কুয়ান কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন Global Love of Lives Award দিয়ে আসছে, যা 'নোবেল লাইফ প্রাইজ' নামেও পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি (মেডেল অব এচিভমেন্টস বিভাগে) হিসেবে বাংলাদেশি স্থপতি মোহাম্মদ রেজোয়ান ২৭তম 'গ্লোবাল লাভ অব লাইভস অ্যাওয়ার্ডস' লাভ করেন। এ বছর 'নোবেল লাইফ প্রাইজ' বিজয়ী ১৬ জনের মধ্যে আরও রয়েছেন এশিয়ার প্রথম নারী পর্বতারোহী সুউ-চেন চিয়াং, সিরিয়ান শরণার্থী থেকে জার্মানির একটি শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়ে আলোচনায় আসা রাইয়ান আলশেবল, তাইওয়ানের গ্রামীণ কৃষিতে বিপ্লব নিয়ে আসা তরুণ উদ্যোক্তা জে-জিং গং।

রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার

১৯৭৯ সালে সুইডিশ-জার্মান সমাজসেবী ইয়াকব ফন উয়েক্সকুল (Jakob von Uexkull) পরিবেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নোবেলে আরও দুটি বিভাগ যোগ করার আহ্বান জানান। তবে নোবেল কমিটি ঐ আহ্বান বাতিল করে দেওয়ার পর ১৯৮০ সালে তিনি রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার (Right Livelihood Award) চালু করেন। সম্মান ও পুরস্কারের অর্থমূল্যের বিবেচনায় 'রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার' বিশ্বে শান্তির জন্য 'বিকল্প নোবেল পুরস্কার' হিসেবে বিবেচিত হয়। এ পুরস্কারটি সেই সব মানুষকে দেওয়া হয়, যাদের কাজ মূল নোবেল পুরস্কারের মঞ্চে উপেক্ষিত থেকে যায়।

২০২৪ সালের বিজয়ী

নাম	পরিচিতি
অ্যানাবেলা লেমোস	মোজাম্বিকের পরিবেশকর্মী ও Justiça Ambiental-এর পরিচালক
জোয়ান কার্লিং (আদিবাসী অ্যাক্টিভিস্ট)	ফিলিপাইনের আদিবাসী অ্যাক্টিভিস্ট
ইসা আমরো	ফিলিস্তিনের মানবাধিকার কর্মী ও Youth Against Settlements-এর প্রতিষ্ঠাতা
Forensic Architecture	ব্রিটিশ গবেষণা সংস্থা

ইতালিতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট অবস্থিত

CamScanner

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : The interim government selected which country as a partner to develop Matarbari deep sea port?
Ans : Japan.
Ques : In which part of country first Online bus terminal service was launched?
Ans : Cox's Bazar.
Ques : 1 October 2024 in which area 'Silent Zone' initiative was launched to curb noise pollution?
Ans : Hazrat Shahjalal International Airport area.
Ques : 26 September 2024 Bangladesh deposited instrument of ratification for which treaty?
Ans : BBNJ agreement.
Ques : Bangladesh intends to sign extradition treaties with which two countries?
Ans : Maldives and Qatar.
Ques : Which Bangladeshi film is going to compete in the 'Best International Feature Film Category' at the 97th Oscars?
Ans : Boli (The Wrestler).
Ques : The number of tigers according to 'Sundarbans Tiger Survey 2024'—
Ans : 125.
Ques : Which rank is secured by Bangladesh in the Global Innovation Index 2024?
Ans : 106th among the 133 countries.
Ques : Who has been appointed as new chairman of International Crimes Tribunal (ICT)?
Ans : High Court Justice Md. Golam Mortuza Mozumder.
Ques : Recently Which Bangladeshi was named in 'TIME100 Next list'?
Ans : Adviser Nahid Islam.
Ques : Which Bangladeshi documentary will be shown at COP29 in Azerbaijan?
Ans : Samsul Islam Shopon's 'Latika'.

International

Ques : What is the acronym for United Nations peacekeeping mission in Lebanon?
Ans : UNFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).
Ques : To which country UK agrees to give sovereignty of the Chagos Islands?
Ans : Mauritius.
Ques : To which country Italy sends asylum seekers under controversial deal?
Ans : Albania.
Ques : 3 October 2024 Union Cabinet of India approves classical language status for which five languages?
Ans : Marathi, Bengali, Assamese, Pali, and Prakrit.
Ques : First Asian women to win Nobel in Literature—
Ans : Han Kang.
Ques : Who were honoured with Right Livelihood Award for non-violent resistance against Israeli occupation?
Ans : Issa Amro and his activist group Youth Against Settlements (YAS).
Ques : The 2024 Nobel Peace Prize was awarded to—
Ans : Nihon Hidankyo.
Ques : 11th D-8 Summit in 2024 will be held in—
Ans : Egypt.
Ques : On 20 October 2024 which country has been certified malaria-free by the World Health Organization (WHO)?
Ans : Egypt.
Ques : ASEAN 2025 will be chaired by—
Ans : Malaysia.
Ques : Which country ranks top among the 133 economies featured in the GII 2024?
Ans : Switzerland.
Ques : Which country will host APEC on 10-16 November 2024?
Ans : Peru.
Ques : 11 October 2024 which country cut diplomatic relation with Israel in solidarity with the Palestinian people?
Ans : Nicaragua.

Science and technology

Ques : First International Ocean Station—
Ans : SeaOrbiter.
Ques : Which country launched world's first in-orbit A commercial hypersatellite
Ans : China (named 'Rongpiao or 'Xingshidai-18').
Ques : The first AI universit in the world—
Ans : Mohamed bin Zaye University of Artificia Intelligence (MBZUA in Abu Dhabi.

Sports

Ques : Who has been appointe as interim head coach Bangladesh nation cricket team?
Ans : Former West Indies a rounder Phil Simmon
Ques : Who has become Banglades youngest internation master?
Ans : Manon Reza (14 yea and 3 months old).
Ques : Champion of 2024 FI Futsal World Cup?
Ans : Brazil.

CamScanner

বিচারপতি অপসারণে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

১৯৭২ সালে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ নং অনুচ্ছেদে অসদাচরণ ও অক্ষমতার কারণে একজন বিচারপতিকে অপসারণের বিধান রাখা হয়। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির ওপর অপসারণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫-এর মাধ্যমে সংসদীয় অভিশংসন প্রথা বিলোপ করে কারণ দর্শানোর মাধ্যমে বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। ১ ডিসেম্বর ১৯৭৭ এক সামরিক ফরমানের মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনে সংসদের ক্ষমতাকে বাতিল করা হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯-এর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপর হস্তান্তর করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪-এর মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা আবার সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

মামলা ও রায়

২৯ আগস্ট ২০০৫ হাইকোর্ট বিভাগ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন বনাম ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস, ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮, মামলায় সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেন। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ আপিল বিভাগ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। তবে অধিকতর স্বচ্ছতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বিবেচনায় সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান আদালত বলবৎ রাখেন। ৩০ জুন ২০১১ সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান অপরিবর্তিত রেখে জাতীয় সংসদ পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে। তিন বছর পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাতীয় সংসদে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা পুনরায় সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ৫ নভেম্বর ২০১৪ এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়। ৫ মে ২০১৬ হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেন। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সরকার আপিল করে। ৩ জুলাই ২০১৭ আদালত সর্বসম্মতি ক্রমে আপিলটি খারিজ করেন এবং ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেন। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ ঐ রায় রিভিউ চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। সর্বশেষ ২০ অক্টোবর ২০২৪ বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা সংসদ-সদস্যদের হাতে এনে সংবিধানের যে ষোড়শ সংশোধনী আনা হয়, সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ তা চূড়ান্তভাবে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা

৯৬। ২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

৩) একটি সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে 'কাউন্সিল' বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাহাদের লইয়া গঠিত হইবে

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোনো সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোনো বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোনো সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসামর্থ্য হন তাহা হইলে কাউন্সিলের যাহারা সদস্য আছেন তাহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসেবে কার্য করিবেন।

৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে—

ক. বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা; এবং

খ. কোনো বিচারকের অথবা কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন পদে আসীন ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোনো বিচারক—

ক. শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

খ. গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

ইতালির নিম্নকক্ষ চেম্বার অব ডেপুটিতে আসন সংখ্যা ৪০০টি

BBNJ চুক্তির নথি জমা

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতীয় আওতাবহির্ভূত সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার সম্পর্কিত মেরিন বায়োডাইভার্সিটি অব এরিয়াস বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন (BBNJ) চুক্তি অনুসমর্থনের অনুলিপি জাতিসংঘে জমা দেয় বাংলাদেশ। অনুসমর্থনের অনুলিপি জমা দেওয়ায় বাংলাদেশ এখন চুক্তিটি অনুমোদনকারী অগ্রবর্তী দেশগুলোর কাতারে শামিল হয়। জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯ জুন ২০২৩ 'মেরিন বায়োডাইভার্সিটি অব এরিয়াস বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন' (BBNJ) চুক্তিটি গৃহীত হয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তা স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ চুক্তি জাতীয় এখতিয়ারের বাইরে সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো শক্তিশালী করে। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৬০টি সদস্য রাষ্ট্র এ চুক্তিতে তাদের অনুসমর্থন দেয়। অনুসমর্থন, অনুমোদন, গ্রহণ বা যোগদানের অনুলিপি জমা দেওয়ার ১২০ দিন পর চুক্তিটি কার্যকর হয়।

দেশে নদী বন্দর এখন ৫৩টি

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) প্রথম ৬টি স্থানকে নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়। সর্বশেষ ১৪ অক্টোবর ২০২৪ প্রজ্ঞাপন জারি করে কুড়িগ্রামের চিলমারী নদী বন্দরকে দেশের ৫৩তম নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়।

সর্বশেষ ঘোষিত ৪টি নদী বন্দর

নাম	প্রজ্ঞাপন জারি	গেজেট প্রকাশ
৫০. ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর (সিলেট)	৩১ জুলাই ২০২৪	৬ আগস্ট ২০২৪
৫১. গোয়াইনঘাট নদী বন্দর (সিলেট)	১ অক্টোবর ২০২৪	৭ অক্টোবর ২০২৪
৫২. সিলেট নদী বন্দর (সিলেট)	৮ অক্টোবর ২০২৪	১৫ অক্টোবর ২০২৪
৫৩. চিলমারী নদী বন্দর (কুড়িগ্রাম)	১৪ অক্টোবর ২০২৪	১৬ অক্টোবর ২০২৪

গ্রামীণ ব্যাংকের আয়করমুক্ত সুবিধা

১০ অক্টোবর ২০২৪ ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংককে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত আয়করমুক্ত সুবিধা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। প্রতিবছর গ্রামীণ ব্যাংককে শুধু আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর অব্যাহতি সুবিধা পায়। তবে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৩ বাতিল করে সরকার যখন ২০১৩ সালে আইন করে, তখনও বহাল রাখা হয় এ সুবিধা। কিন্তু ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে সুবিধাটি হঠাৎ বন্ধ করে দেয় তৎকালীন সরকার। নামে ব্যাংক হলেও বাস্তবে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমও পরিচালনা করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) থেকে নিবন্ধন নেওয়া সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানই আয়করমুক্ত। অন্যদিকে, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের দান করা অর্থের ওপরও ২০২৯ সাল পর্যন্ত আয়কর দিতে হবে না বলে ভিন্ন প্রজ্ঞাপন জারি করে NBR।

রাষ্ট্র সংস্কারে আরও ৪ কমিশন গঠন

রাষ্ট্র সংস্কারে আরও চারটি কমিশন গঠন করেছে সরকার। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়। এসব কমিশন ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

চার কমিশন ও প্রধানের নাম

কমিশন	প্রধান	পরিচিতি
স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন	অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান	জাতীয় অধ্যাপক ও সমাজসেবক
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	কামাল আহমেদ	সাংবাদিক
শ্রমিক অধিকার সংস্কার কমিশন	সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের নির্বাহী পরিচালক
নারী বিষয়ক কমিশন	শিরীন পারভীন হক	নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডা.জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী

ইতালি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

নতুন স্তন্যপায়ী প্রাণী

সম্প্রতি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী তালিকায় একটি স্তণ্যপায়ী প্রাণী যোগ হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'বড় পাতানাক বাদুড়'। এর ইংরেজি নাম Great Roundleaf Bat এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Hipposideros armiger*। প্রখ্যাত বন্যপ্রাণী গবেষক, লেখক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল খান বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এ বাদুড়ের ছবিটি তার ক্যামেরায় ধারণ করেন। বাদুড়টি মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ৯৮ মিলিমিটার, ঊর্ধ্ববাহুর দৈর্ঘ্য ৯০ মিলিমিটার এবং লেজ প্রায় ৫০ মিলিমিটার। মুখের দুই পাশে চার জোড়া করে সংযুক্ত লিফলেট দেখে অন্য বাদুড়ের জাত থেকে এটি আলাদা করা যায়। হিমালয়ান বড় পাতানাক বাদুড় ভারতের আসাম, মিজোরাম ও পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। এছাড়া মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায় এ বাদুড় নথিভুক্ত হয়।

পাকিস্তানি পণ্য লাল তালিকামুক্ত

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশে পাকিস্তান থেকে আগত সকল ধরনের পণ্য অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড পদ্ধতির 'রেড লেন' থেকে অবমুক্ত ঘোষণা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। পাকিস্তানের অনুরোধে দেশটি থেকে আনা পণ্যগুলো 'লাল তালিকামুক্ত' করার পদক্ষেপ নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। শুধুমাত্র পাকিস্তানের পণ্য 'রেড লেনে' ছিল। ২০০৯ সালে নিরাপত্তার কথা বলে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা অধিকাংশ পণ্য 'লাল তালিকাযুক্ত' করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। এর আগে পাকিস্তান থেকে আগত সকল পণ্যের চালান ন্যাশনাল সিলেকটিভ ক্রাইটেরিয়া কর্তৃক শতভাগ কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়। দেশে উৎপাদনমুখী পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে পাকিস্তানি তুলা, সুতা ও কাপড়ের চাহিদা রয়েছে। দেশটির শিশুখাদ্য, জুস, কাটলারি ও অস্ত্রোপচার সরঞ্জামেরও বড় বাজার রয়েছে বাংলাদেশে।

ই-সনদ পাবেন শিক্ষক নিবন্ধনধারীরা

৮ অক্টোবর ২০২৪ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)-এর নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অনলাইনে নির্ধারিত প্রক্রিয়া শেষ করে সনদ তুলতে পারবেন নিবন্ধনধারীরা। অর্থাৎ, NTRCA-এর ওয়েবসাইটে থাকা লিঙ্কের মাধ্যমে নিবন্ধিত প্রার্থীরা তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ই-সনদ ডাউনলোড করতে পারবেন। এ লিঙ্ক দেবে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান টেলিটক। ২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করে NTRCA। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলের শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থী বাছাই ও সুপারিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান NTRCA।

দেশের প্রথম অনলাইন বাস টার্মিনাল

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের ভোগান্তি লাঘব, শহরের পরিবহণ খাতে শৃঙ্খলা রক্ষা, যানজট নিরসন, ট্রাফিক অব্যবস্থাপনারোধ এবং যাত্রী সাধারণের হয়রানি রোধে দেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় 'অনলাইন বাস টার্মিনাল' সেবা। এ সেবা চালু করেছে কক্সবাজার জেলা পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ। যার ওয়েব ঠিকানা www.obtcoxsbazar.com। অনলাইন বাস টার্মিনাল নামের এ ওয়েব ঠিকানা ব্যবহার করে পর্যটকসহ যেকোনো যাত্রী দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে নিজের পছন্দমতো টিকিট সংগ্রহ করে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবেন। পাশাপাশি বাসের ফিটনেস যাচাইসহ চালকদের তদারকি, মালিকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করে যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন, নিরাপত্তা জোরদার ও সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিমানবন্দরের চারপাশ নীরব এলাকা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তৎসংলগ্ন ৩ কিমি এলাকাকে Silent Zone বা 'নীরব এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (DNCC)। বিমানবন্দর এলাকায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও হর্নের ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ সাইলেন্ট জোনের এলাকা বিমানবন্দরের উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দিকের নির্ধারিত অঞ্চল যা স্কলাস্টিকা স্কুল থেকে হোটেল লা মেরিডিয়ান পর্যন্ত প্রসারিত। ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে এ নিয়ম কার্যকর হয়।

ক্ষুদ্রঋণ হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন

ক্ষুদ্রঋণ আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্রঋণ' শব্দটিই আর থাকবে না। আইন পরিবর্তনের ফলে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন' হবে। বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (Microcredit Regulatory Authority-MRA) রয়েছে, সেই নামেরও পরিবর্তন হবে। প্রতিষ্ঠানটির নতুন নাম হবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তবে সংক্ষিপ্ত নাম পূর্বেরটিই থাকছে। সংস্থাটির প্রধান পদ এখন নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, 'ভাইস' শব্দটি বাদ দিয়ে পদটির নতুন নাম হচ্ছে নির্বাহী চেয়ারম্যান। এসব পরিবর্তনসহ আরও কিছু পরিবর্তন নিয়ে MRA আইন-২০০৬ এবং MRA বিধিমালা-২০১০ নতুন করে সাজানো হবে। নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান হবেন অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কেউ। আইনের পাশাপাশি বেশ কিছু পরিবর্তন আসছে বিধিমালায়ও। খসড়ায় বলা হয়, সনদ নেওয়ার সময় উল্লেখ করা শর্তগুলোর যেকোনো একটা ভঙ্গ করলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল হবে। সনদ বাতিলের পর বর্তমানে ৩০ দিন সময় পাওয়া যায় আপিলের জন্য।

CamScanner

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর

৪ অক্টোবর ২০২৪ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৫৮ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে অবতরণ করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। প্রায় এক দশক পর মালয়েশিয়ার কোনো প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করলেন। সর্বশেষ ১৭ নভেম্বর ২০১৩ সরকারি সফরে ঢাকায় আসে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক। প্রধান উপদেষ্টার সাথে বৈঠকে ১৮,০০০ বাংলাদেশি শ্রমিকের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও বৈঠকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আসিয়ানে বাংলাদেশের 'সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার' হওয়ার বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

ভারত হয়ে আসবে নেপালের বিদ্যুৎ

৩ অক্টোবর ২০২৪ নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারত ও নেপালের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সই করে বাংলাদেশ। চুক্তির আওতায় ১৫ জুন-১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসের জন্য নেপাল থেকে ভারত হয়ে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB), নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (NEA) এবং ভারতের এনটিপিসি বিদ্যুৎ ব্যবসা নিগম লিমিটেডের (NVVN) প্রতিনিধিরা চুক্তি সই করেন। ভারতের মুজাফফরপুরের মিটারিং পয়েন্টসহ ধলকেবর-মুজাফফরপুর ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ রপ্তানি করা হবে। ধলকেবার থেকে মুজাফফরপুর পর্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইনে কোনো প্রযুক্তিগত ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ বা মেরামতের খরচ NEA বহন করবে।

ড্রোন যুগে বাংলাদেশ

৩ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে ড্রোন উৎপাদন সংক্রান্ত একটি চুক্তি করে 'স্কাই বিজ' লিমিটেড। কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক স্প্রে, অগ্নিনির্বাপণ, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে সফলতা বাড়াতে ড্রোন উৎপাদন করবে বলে জানায় দেশীয় কোম্পানি স্কাই বিজ লিমিটেড। উৎপাদন শুরু হবে ২০২৫ সালের শুরুতে। স্কাই বিজের প্যারেন্ট কোম্পানি সুনামকো এটায়ার্স। ফিক্সড ও রোটারি উইংয়ের আরও ১০টি মডেলের ড্রোনের উৎপাদনে যাবে; যেগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন পেলোড, এনডোরেন্স থাকবে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন মডেলের ৭৩১৪টি আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকলের (UAV) বার্ষিক উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চট্টগ্রামের মিরসরাই বেপজা ইকোনমিক জোনে ৪৫.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

মালদ্বীপ ও কাতারের সাথে বন্দিবিনিময় চুক্তি

৩ অক্টোবর ২০২৪ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত নাগরিক বিনিময়ের লক্ষ্যে শিগগিরই মালদ্বীপ ও কাতারের সঙ্গে একটি বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি করবে বাংলাদেশ। চুক্তি'র খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কাতার সরকারের মধ্যেও সাজাপ্রাপ্ত বন্দি বিনিময় চুক্তি'র খসড়া অনুমোদন হয়। চুক্তিটি ১০ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পর উভয় দেশের সাজাপ্রাপ্ত নাগরিকেরা নিজ নিজ দেশে সাজার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে।

ঢাকার আকাশপথে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স

২ নভেম্বর ২০২৪ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অত্যাধুনিক বোয়িং বি৭৮৭ ড্রিমলাইনার দিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করবে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স। প্রাথমিকভাবে এ রুটে সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে সংস্থাটি। ইথিওপিয়ায় ট্রানজিট দিয়ে আফ্রিকার ৬২টি, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার আরও শতাধিক গন্তব্যে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন যাত্রীরা। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এয়ারলাইন্স হিসেবে স্বীকৃত।

শিল্পাচার্য জয়নুলের বিশ্বায়ন

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নিলামে বাংলাদেশের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম বিপুল দামে বিক্রি হয়। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সদবি'স আয়োজিত এ নিলামের মধ্য দিয়ে বর্তমান চিত্রবিশ্বে আবার নতুনভাবে আলোচিত হন জয়নুল। যে তিনটি ছবির মধ্য দিয়ে ছবির বাজারে জয়নুলের পুর্নমূল্যায়ন হয়, সেগুলো তার 'মাস্টারপিস' নয়। বরং মাস্টারপিস আঁকার প্রস্তুতিস্বরূপ যে স্কেচগুলো আঁকা হয়, অমন ছবি। এটি প্রথম বাংলাদেশের কোনো মাস্টার শিল্পীর কাজ ছয় ডিজিটের মূল্যে বিক্রি হয়। 'মডার্ন অ্যান্ড কনটেমপোরারি সাউথ এশিয়ান আর্ট' শিরোনামের অধীন জয়নুলের 'শিরোনামহীন'একটি কালি-তুলিতে আঁকা স্কেচ ৬,৯২,০৪৮ মার্কিন ডলারের সমমূল্যে বিক্রি হয়, টাকায় যা ৮,২৯,০৮,৩১৯ টাকার সমান। ১৯৭৩ সালে আঁকা 'মনপুরা ৭০'-এর পাশাপাশি একই শিরোনামে বেশ কয়েকটি স্কেচ আঁকেন জয়নুল, যার একটি হলো এ শিরোনামহীন ছবিটি।

CamScanner

সুন্দরবনে বাঘ এখন ১২৫টি

বাঘের একমাত্র আশ্রয়স্থল সুন্দরবনে বাঘ এখন ১২৫টি। ৮ অক্টোবর ২০২৪ বন বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘের সংখ্যা এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের মার্চে সুন্দরবনে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। বনের ২,২৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ জরিপ চালানো হয়। সেখানে স্থাপন করা হয় মোট ৬৫৭টি ক্যামেরা ফাঁদ। এসব ক্যামেরায় ৮৪টি বাঘের ছবি শনাক্ত করে আর বাকি ৪১টি শনাক্ত করা হয় বাঘের পায়ের ছাপ (পাগমার্ক) চিহ্নিত করে। ৮৪টি বাঘের মধ্যে ২১টি নারী ও ৬২টি পুরুষ বাঘ রয়েছে। ১৯৭৫ সালে সুন্দরবনে প্রথমবারের মতো বাঘ শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) সহায়তায় বন বিভাগ পাগমার্ক (পায়ের ছাপ) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত জরিপে ৪৪০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার গণনা করে। এর আগে ২০১৮ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ শুমারি করে বন বিভাগ জানায়, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি। বর্তমানে মাত্র ১৩টি দেশে বাঘের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে।

♦ ক্যামেরা ট্র্যাপিং

Camera Trapping একটি গবেষণামূলক এবং পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, যা মূলত বন্যপ্রাণীর চলাফেরা এবং আচরণ বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে ক্যামেরা সেন্সরসহ একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যা

একটি Motion বা Infrared Sensor দিয়ে সজ্জিত থাকে। প্রাণীদের উপস্থিতি টের পেলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে। এই ক্যামেরাগুলো সাধারণত বনে বা প্রাণীদের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপন করা হয়, যেখানে মানুষ সহজে প্রবেশ করতে পারে না বা প্রাণীদের বিরক্ত না করেই তাদের ছবি সংগ্রহ করা যায়। ক্যামেরা ট্রাপিং (Trail Camera) পদ্ধতিটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্ধারণ, আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং বিরল বা বিপন্ন প্রজাতির শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর।

বিশ্বাঙ্গন

দেশের প্রথম নারী রেসার

১৯-২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিয়েতনামে আয়োজিত 'এশিয়ান অটো জিমখানা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪'-এ মিক্সড ডাবল বিভাগের দ্বিতীয় পর্বে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশি কাশফিয়া আরফা। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র নারী রেসারের খেতাব অর্জন করেন তিনি। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ মালয়েশিয়ায় নারীদের সলো ইভেন্টে ভিয়েতনামি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে নবম স্থান লাভ করেন। এরপর ২৩ অক্টোবর ২০২৪ স্পেনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান তিনি। সেখানে অংশগ্রহণ করেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেসিং প্রতিযোগিতা FIA মোটরগেমস ২০২৪-এ। এ প্রতিযোগিতার অটো স্ল্যালোম ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেন সদ্য উচ্চমাধ্যমিক গণ্ডি পেরানো নবীন এ রেসার। দেশের প্রথম ও একমাত্র নারী রেসিং ড্রাইভার এবং ইন্টারন্যাশনাল অটোমোবাইল ফেডারেশন (FIA) এএসএন জাতীয় রেসিং লাইসেন্সের হোল্ডার তিনি।

প্রথম বাংলাদেশি 'আয়রন লেডি'

১২ অক্টোবর মালয়েশিয়ার লাংকাউইতে অনুষ্ঠিত হয় কঠিনতম ট্রায়াথলন (সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বয়ে ক্রীড়া) আয়রনম্যানের দুই ফরম্যাটের প্রতিযোগিতা। এতে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে ১৮-২৪ বছর বয়স গ্রুপে অংশ নেয় মারিয়া ফেরদৌসী আক্তার। অর্ধ-দূরত্বের অর্থাৎ আয়রনম্যান ৭০.৩ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হন মারিয়া। এ নারী ট্রায়াথলেট ৮ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে সম্পন্ন করেন ১.৯ কিমি সাঁতার, ৯০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ২১.১ কিমি দৌড়। আয়রনম্যান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ওয়ার্ল্ড ট্রায়াথলন কর্পোরেশন (WTC)। দেশের প্রথম নারী হিসেবে মারিয়া আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে ২০২৫ সালে স্পেনে অনুষ্ঠেয় আয়রনম্যান ৭০.৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন।

টাইম ১০০-এর তালিকায় নাহিদ ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী টাইম-এর 'টাইম ১০০ নেক্সট ২০২৪'-এর তালিকায় স্থান করে নেয় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরিচিত এই মুখ তালিকাটিতে 'লিডারস' ক্যাটাগরিতে স্থান পায়। ২ অক্টোবর ২০২৪ টাইমের ওয়েবসাইটে বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রভাবশালীর তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। পঞ্চমবারের মতো এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ১০০ ব্যক্তিকে পাঁচ ক্যাটাগরিতে তুলে ধরা হয়। লিডারস ক্যাটাগরিতে নাহিদ ইসলাম ছাড়াও অন্যদের মধ্যে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা ও যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির 'কো চেয়ার' লরা ট্রাম্প স্থান পান।

CamScanner

গণহত্যার বিচারে পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার বিচারের জন্য সেই ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠিত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

গণহত্যার বিচার

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। এরপর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (ICT) এ আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে হত্যার অভিযোগ জমা পড়ে।

ICT পুনর্গঠন ও কার্যক্রম শুরু

সম্প্রতি জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার বিচার শুরু করার জন্য ১৪ অক্টোবর ২০২৪ আইন মন্ত্রণালয় তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে হাইকোর্টের বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে ICT'র চেয়ারম্যান এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ পুনর্গঠিত ICT'র কার্যক্রম শুরু হয়। একইদিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ICT। একই সাথে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে এ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯ অক্টোবর ২০২৪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ১ জুলাই-৫ আগস্ট ২০২৪ সময়কালে গণহত্যার ঘটনায় তথ্য চেয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে।

প্রসিকিউটর ➤ প্রধান প্রসিকিউটর : অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ♦ প্রসিকিউটর : মো: মিজানুল ইসলাম, গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম, বি এম সুলতান মাহমুদ, আবদুল্লাহ আল নোমান ও মো: সাইমুম রেজা তালুকদার

তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তা ➤ কো-অর্ডিনেটর : মো. মাজহারুল হক এবং মুহাম্মদ শহিদুল্যাহ চৌধুরী ♦ অন্যান্য কর্মকর্তা : মো. আলমগীর, মোহা. মনিরুল ইসলাম, মো. জানে আলম, সৈয়দ আবদুর রউফ, মো. ইউনুছ, মো. মাসুদ পারভেজ, মুহাম্মদ আলমগীর সরকার ও মো. মশিউর রহমান।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল গঠন

২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 [বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনালস) আদেশ, ১৯৭২] জারি করা হয়। এ দালাল আইনের অধীনে ৩৭ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তাদের বিচারকার্য শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক, বিচার এবং শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে ২০ জুলাই ১৯৭৩ 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন' পাস করা হয়। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দালালদের বিচার করার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ স্বাধীনতার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। তবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজে জড়িত ব্যক্তিদের এ সাধারণ ক্ষমার বাইরে রাখা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ দালাল আইন বাতিল করা হয়। ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২৫ মার্চ ২০১০ যুদ্ধাপরাধীসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২২ মার্চ ২০১২ ট্রাইব্যুনাল-২ নামে আরেকটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২ একীভূত করে আবার একটি ট্রাইব্যুনাল করা হয়। এ আদালত থেকে ৫৫ মামলার রায় হয়; দণ্ডিত ১৩১ আসামির মধ্যে ৯১ জনকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। এছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত আরও কয়েকজনের বিচার ট্রাইব্যুনালে চলমান ছিল।

চার সংশোধনী

তম	জাতীয় সংসদে পাস	রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর	সংশোধনীর বিষয়বস্তু
প্রথম	৯ জুলাই ২০০৯	১৪ জুলাই ২০০৯	ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বিচারের আওতায় আনা হয়
দ্বিতীয়	১৩ জুন ২০১২	১৯ জুন ২০১২	এক ট্রাইব্যুনাল থেকে অন্য ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তরের বিধান যুক্ত
তৃতীয়	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২	আপিলের সময়সীমা ৬০ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন করা হয়
চতুর্থ	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের বিধান যুক্ত করা হয়

রোম নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত

CamScanner

শিল্প বিপ্লবের দেশে কয়লার অবসান

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বন্ধ হয়ে যায় যুক্তরাজ্যের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র র‍্যাটক্লিফ-অন-সোয়ার পাওয়ার স্টেশন (Ratcliffe-on-Soar Power Station) যা চালু হয় ১৯৬৭ সালে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধের মধ্য দিয়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৪২ বছরের ইতিহাসের পর্দা নামে। এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা শেষ করে যুক্তরাজ্য। কয়লার বদলে দেশটি প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে G7 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যুগান্তকারী এ পদক্ষেপ নেয় দেশটি। যুক্তরাজ্য হলো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের জন্মস্থান। ১৮৮২ সালে টমাস আলভা এডিসন উদ্ভাবিত বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হলবর্ন ভায়াডাক্ট পাওয়ার স্টেশন। এটি যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে অবস্থিত।

কয়লা

কয়লা কালো বা কালচে বাদামি রঙের এক ধরনের পাললিক শিলা। এতে বিদ্যমান মূল উপাদান কার্বন। এটি অ-নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস। মূলত কয়লা পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এরপর সেই তাপকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় বিদ্যুৎ শক্তি। পৃথিবীজুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কয়লার ব্যবহার।

উৎপত্তি : গাছ হাজার বছর মাটি চাপা থাকার পর পরিণত হয় কয়লায়। কয়লা তিন প্রকারের হয়। যেমন— অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস এবং লিগনাইট। প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে কার্বোনিফেরাস যুগে গাছ-পালা পানির নিচে পচে পিট অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। একটা সময় পিটে পরিণত হয় লিগনাইটে। এরপর পানির প্রবাহ, স্রোত ও ভূমির পরিবর্তনের ফলে লিগনাইটের উপরে জমে আরও শক্ত মাটির আস্তরণ পড়ে। ফলে লিগনাইট থেকে সাব-বিটুমিনাস এবং বিটুমিনাস কয়লা তৈরি হয়। ক্রমাগত তাপ ও চাপের বৃদ্ধির ফলে বিটুমিনাস থেকে অ্যানথ্রাসাইট তৈরি হয়। তাপ এবং চাপ আরও বাড়তে থাকলে অ্যানথ্রাসাইট পরিণত হয় গ্রাফাইটে। সর্বশেষ পর্যায়ে গ্রাফাইট থেকে তৈরি হয় হীরা।

কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

খনি থেকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা সংগ্রহ করে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের কয়লাগুলো বেছে নিয়ে সেগুলোকে বয়েলার মেশিনে পাঠানো হয়। এ মেশিনের নিচের অংশে কয়লা জ্বালানো হয় এবং মেশিনের উপরের অংশে অসংখ্য পাইপ থাকে যেগুলো পানিতে পূর্ণ থাকে। উপরের পাইপ গুলোতে পানি বাষ্পে পরিণত হতে থাকলে সেই বাষ্পকে একত্রিত করে টারবাইন ফ্যান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড চাপযুক্ত বাষ্প খুব দ্রুতগতিতে টারবাইন ফ্যানের মধ্যে দিয়ে যাওয়াই ফ্যানটি দ্রুতগতিতে ঘুরতে শুরু করে। টারবাইন ফ্যানটি জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এর মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকে।

জানা-অজানা

- বেলজিয়াম ইউরোপের প্রথম কয়লা মুক্ত দেশ, দেশটি ২০১৬ সালের মার্চে সর্বশেষ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র Tuoketuo Power Station (চীন), উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৭২০ মেগাওয়াট (প্রায়)।
- কয়লা ব্যবহারে শীর্ষ দেশ চীন।

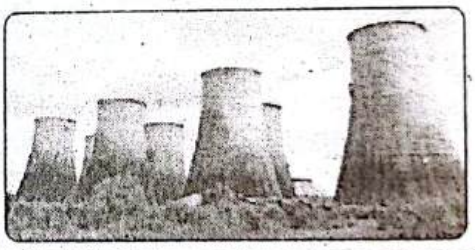

শিল্প বিপ্লব

আঠারো শতকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় সাধারণভাবে তা শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লব কথাটি পরিচিতি লাভ করে ১৮৮১ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে. টয়েনবি কর্তৃক অক্সফোর্ডে প্রদত্ত on the Industrial Revolutions of the 18th Century in England শীর্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে।

শিল্প বিপ্লব	সময়কাল	আবিষ্কার
প্রথম	১৭৫০-১৮৫০	কয়লার খনি, বাষ্পীয় ইঞ্জিন
দ্বিতীয়	১৮৭০-১৯১৪	বিদ্যুৎ
তৃতীয়	১৯৬০-১৯৯০	ট্রানজিস্টর ও ইন্টারনেট
– বর্তমানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে।		

কয়লা ও প্রথম শিল্প বিপ্লব

১৭০০ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া প্রথম শিল্প বিপ্লব ব্রিটেনকে একটি অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত করে এবং দেশটির জনগণের দৈনন্দিন জীবন পরিবর্তন করে। তখন ব্রিটেনে প্রচুর পরিমাণ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। এ সমস্ত শিল্পের শক্তির জন্য বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। এ সকল শক্তির যোগান কয়লা থেকে দেওয়া হতো। ১৭০০ সালে ইংল্যান্ডে প্রতি বছর প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। ১৮৩০ সালের পর এটি ৩০ মিলিয়ন টনের বেশি হয়।

CamScanner

মরুর বুকে নতুন রেলপথ

সৌদি আরব-সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মরুর ছয় দেশকে যুক্ত করতে ১,২০০ মাইলের বেশি দৈর্ঘ্যের রেললাইন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। দ্য গালফ রেলওয়ে নামে প্রকল্পটির কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রেলপথটির কাজ সম্পন্ন করতে খরচ পড়বে ২৫০ বিলিয়ন ডলার বা ২৫ হাজার কোটি ডলার। প্রকল্পটি জিসিসি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল বদলে দেবে। উচ্চাভিলাষী এ রেলপথ যে ছয়টি উপসাগরীয় দেশের মধ্য দিয়ে যাবে সেগুলো হলো বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই রেলওয়ের লক্ষ্য শুধু সীমান্তজুড়ে মসৃণ বাণিজ্য ও পরিবহণ সহজতর করা নয়, বরং সম্মিলিত অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সদস্য দেশে প্রকল্পের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। সৌদি আরব ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রিয়াদ মেট্রোর প্রথম অংশ উন্মোচন করে।

এমপক্স শনাক্তের পরীক্ষা অনুমোদন

৪ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রথমবারের মতো এমপক্স শনাক্তকরণ পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। এতে এমপক্স সংক্রমণের শিকার দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোয় প্রথম এমপক্স ভাইরাস শনাক্ত হয়। এমপক্স ছড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে ১৪ আগস্ট ২০২৪ WHO বিশ্বজুড়ে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এমপক্স টিকার প্রথম অনুমোদন দেয়।

আরব আমিরাতে ক্যাসিনোর লাইসেন্স

৪ অক্টোবর ২০২৪ মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে নিজ ভূখণ্ডে বাণিজ্যিক ক্যাসিনো খোলার লাইসেন্স দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হোটেল এবং ক্যাসিনো কোম্পানি উইন রিসোর্টকে প্রথম লাইসেন্স প্রদান করা হয়। উইন রিসোর্টের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা অঙ্গরাজ্যের প্রধান শহর লাসভেগাসে। সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খামিয়া এমিরেত (রাজ্য) আল মারজান দ্বীপে একটি বিলাসবহুল রিসোর্ট নির্মাণ করছে উইন। তবে ইউরোপ-এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব পর্যটক যাবেন শুধু তাদেরকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে রিসোর্টের ক্যাসিনোতে। উইন রিসোর্ট এবং আল মারজান দ্বীপ ও রাস আল খামিয়ার যৌথ বিনিয়োগে নির্মাণ হচ্ছে এই রিসোর্টটি। ১,৫৪২টি কক্ষ বিশিষ্ট বিলাস বহুল এ রিসোর্টটি উদ্বোধন করা হবে ২০২৭ সালে।

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী

১ অক্টোবর ২০২৪ জাপানের ১০১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইশিবা শিগেরু। ১৪ আগস্ট ২০২৪ জাপানের ১০০তম প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইশিবা শিগেরু জাপানের ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (LDP) আইনপ্রণেতাদের ভোটে দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। LDP'র নেতা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। দলীয় নেতার পদে বহাল থাকা অবস্থায় সংসদে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও একই সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদেও বহাল থাকেন।

♦ **আগাম নির্বাচন :** জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ৯ অক্টোবর ২০২৪ ইশিবা শিগেরু পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ভেঙে দিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনি বিধান অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর ২০২৪ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাপানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের মেয়াদ চার বছর।

জাপানি বুলেট ট্রেনের ছয় দশক

১ অক্টোবর ১৯৬৪ জাপান বুলেট ট্রেন যুগে পদার্পণ করে। এদিন টোকিও ও ওসাকার দুই দিকে দুটি ট্রেন যাত্রা শুরু করে। সে হিসেবে ১ অক্টোবর ২০২৪ বুলেট ট্রেনের ছয় দশক পূর্তি হয়। বুলেটের গতিতে ছুটে চলা 'বুলেট ট্রেন' জাপানে পরিচিত 'শিনকানসেন' নামে। জাপানের গণপরিবহণ অবকাঠামোর মুকুটে এই ট্রেনকে বিশেষ মুকুট বলা হয়। জাপানের এই বুলেট ট্রেনের সেবা শুধু খ্যাতিতেই থেমে থাকেনি। টোকিও ও ওসাকার মধ্যে ভ্রমণপথের সময় ২ ঘণ্টা ২২ মিনিটে নামিয়ে এনেছে। ১৯৬৪ সালে এই ট্রেনে গড়ে প্রতিদিন ৬০,০০০ যাত্রী বহন করা হতো, যা ২০১৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৪ লাখ ২৪ হাজারে। ১ অক্টোবর ১৯৬৪ জাপানে বিশ্বে প্রথম উচ্চগতির রেল চলাচল শুরু করে।

স্বাধীনতা পেল চাগোস দ্বীপপুঞ্জ

৩ অক্টোবর ২০২৪ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত চাগোস দ্বীপপুঞ্জ মরিশাসের কাছে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয় যুক্তরাজ্য। অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে সামরিক কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের দখলে রাখার পর স্বাধীনতা দিতে রাজি হয় দেশটি। এ দ্বীপে একটি মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। চাগোস দ্বীপ মরিশাসের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও এর অন্তর্ভুক্ত ছোট ও প্রবাল সমৃদ্ধ দিয়েগো গার্সিয়াতে মার্কিন ও যুক্তরাজ্যের ঘাঁটি থেকে যাবে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ঘাঁটিতে আগামী ৯৯ বছরের জন্য সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। বিপরীতে মরিশাসের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সাল থেকে যুক্তরাজ্য চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এ মর্মে রায় দেয় যে যুক্তরাজ্যের চাগোস দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাজ্যের দখল অবৈধ।

অভিবাসন প্রত্যাশীদের আলবেনিয়ায় স্থানান্তর

৬ নভেম্বর ২০২৩ ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী আদি রামার সঙ্গে বন্দিশিবির প্রতিষ্ঠা করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পাঁচ বছরের এ চুক্তিতে বন্দিশিবির চালাতে প্রতিবছর ইতালির খরচ হবে ১৬ কোটি ইউরো। আলবেনিয়ায় অন্তত দুটি বন্দিশিবির ইতালির আইনে পরিচালিত হয়। সেখানে কাজ করছেন ইতালির নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ও স্টাফরা। ১৪ অক্টোবর ২০২৪ ইতালির কর্তৃপক্ষ আলবেনিয়াতে পরিচালিত কেন্দ্রগুলোতে ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের প্রথম দলকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রথম দফায় আলবেনিয়ার দিকে যাত্রা করা অভিবাসীদের মধ্যে ১০ বাংলাদেশি ও ছয় মিসরীয় নাগরিক রয়েছে। ইতালি বিতর্কিত চুক্তির অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো সদস্য দেশ হিসেবে প্রথমবারের মতো ১৬ জন অভিবাসীকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠায়।

সুফিদের জন্য ভ্যাটিকানের মতো রাষ্ট্র

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেকতাশি মুসলমানদের জন্য রাজধানী তিরানায় একটি সার্বভৌম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন। ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত ভ্যাটিকান সিটির আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার নাম হবে 'দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার'। তিরানার ২৭ একর জায়গাজুড়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে আলবেনিয়ার সরকার। এ রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা, পাসপোর্ট ও প্রশাসন থাকবে। ১৩০০ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় বিকশিত হয় সুফিবাদ ও বেকতাশি আদর্শ। ১৯২৯ সালে আলবেনিয়ায় বেকতাশি আদর্শের প্রধান কার্যালয় বেকতাশি ওয়ার্ল্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন

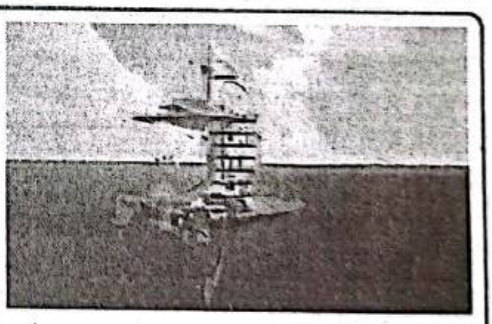

২০২৭ সালের শেষের দিকে বা ২০২৮ সালের প্রথম দিকে মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াবে অদ্ভুত আকার ও আকৃতির উল্লম্ব এক জাহাজ। এটি মহাশূন্যে স্পেস স্টেশনের আদলে বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন। এর নাম দেওয়া হয় 'সিঅরবিটার'। লম্বায় ৫৭ মিটার বা ১৮০ ফুট উল্লম্ব নৌযানটির ৩০ মিটার বা প্রায় ১০০ ফুট অংশ থাকবে পানির নিচে। মোট ১২টি তলায় বিভক্ত বিশাল এবং সুচিন্তিত স্থাপনাটির ওজন ৫৫০ টন। ১৫০ কোটি ইউরো বাজেটের এমন বিস্ময়কর নৌযানকে বিজ্ঞানীরা সাধারণ নৌযান বলতে নারাজ। তারা বলেছেন, এটি একটি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান প্লাটফর্ম এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত একটি ভাসমান গবেষণাগার। সৌরশক্তি চালিত ভাসমান এ গবেষণাগারে মোট ২৪ জন নাবিক, গবেষক এবং প্রযুক্তিবিদের দীর্ঘদিন বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের ৭১% জুড়ে রয়েছে নীল জলরাশির আস্তরণ, এর বেশিরভাগ সমুদ্র, মহাসমুদ্রের দখলে। অথচ এ বিশাল জলভাগের ৯৫% সম্পর্কে মানুষ আজও অন্ধকারে। ১৯৯৫ সালে আমাদের সৌরজগতের বাইরে প্রথম গ্রহটি আবিষ্কারের পরে মানুষ যখন অন্য গ্রহে পাড়ি দেওয়ার চিন্তা করছে, সে সময় ফরাসি নৌ স্থপতি, জ্যাক রুজেরি মনে করেন, মানুষের ভবিষ্যৎ ঠিকানা মহাসমুদ্রে। তিন দশক ধরে সমুদ্রের তলদেশে মানুষের বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর, নগরীর নকশা তৈরি করে চলছেন তিনি। মহাসমুদ্রে সার্বক্ষণিক গবেষণা, সমুদ্র এবং সমুদ্রের বিশাল জীবজগতের গতি-প্রকৃতি, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ও জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর মহাসাগরীয় প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে এবং দূষণমুক্ত রাখার উপায় খুঁজতে এ স্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞানীরা তাই 'সিঅরবিটার' নামক ভাসমান গবেষণাগারটি নিয়ে খুব আশাবাদী। দ্রুতই সিঅরবিটার মহাসমুদ্রের মহারহস্যের জট খুলে আমাদের বহু প্রশ্নের জবাব দেবে এবং বিস্মিত করবে।

CamScanner

নেপালি তরুণের রেকর্ড

৯ অক্টোবর ২০২৪ নেপালি পর্বতারোহী নিমা রিনজি শেরপা বিস্ময়কর এক রেকর্ড করেন। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্বের ৮,০২৭ মিটার উঁচু ১৪টি পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় আরোহণকারী সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তির রেকর্ড গড়েন। তিব্বতের ৮,০২৭ মিটার উঁচু শিশা পাংমার চূড়ায় পৌঁছে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়ানোর মিশন সম্পূর্ণ করেন। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আরেক নেপালি পর্বতারোহী মিংমা গ্যাবু ডেভিড শেরপার। তিনি ২০১৯ সালে ৩০ বছর বয়সে এটি অর্জন করেন।

দুর্যোগ

■ হ্যারিকেন মিল্টন

৯ অক্টোবর ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আঘাত হানে হারিকেন মিল্টন। ২০২৪ সালের মৌসুমে আটলান্টিক মহাসাগরের ১৩তম নামকৃত ঝড়, দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হারিকেন হিসেবে, মিল্টন এখন পর্যন্ত ২০২৪ সালের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্লোরিডায় ভয়াবহ তাণ্ডব চালায় আরেক হারিকেন 'হেলেন'। ২০০৫ সালে আঘাত হানা হারিকেন 'ক্যাটরিনা'র পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঝড় এটি। 'হেলেন'র প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ২৩০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে ১ জুন থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হারিকেনের মৌসুম।

■ সাহারায় ৫০ বছরে প্রথম বন্যা

২০২৪ সালের অক্টোবরে মরক্কোর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ায় সাহারা মরুভূমির কিছু অংশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এতে ৫০ বছর ধরে শুকনো থাকা জাগোরা ও টাটার মধ্যবর্তী বিখ্যাত ইরিকুই হ্রদে পানি ঢুকে পড়ে। মরুভূমি এলাকায় এ ধরনের আকস্মিক বন্যার ঘটনা বিরল। সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর উষ্ণতম স্থানগুলোর একটি। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩ ইঞ্চির বেশি হয় না।

ম্যালেরিয়ামুক্ত মিসর

২০ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মিসরকে ম্যালেরিয়ামুক্ত ঘোষণা করে। মিসরীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ১০০ বছর ধরে প্রাণঘাতী মশাবাহিত এ সংক্রামক রোগ নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মরক্কোর পরে মিসরই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে WHO'র প্রত্যয়িত ম্যালেরিয়ামুক্ত তৃতীয় দেশ। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬ লাখ মানুষ এ রোগে মারা যায়। এর জন্য বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে আফ্রিকা মহাদেশে। বৈশ্বিকভাবে এখন পর্যন্ত ৪৪ দেশ ও একটি অঞ্চল ম্যালেরিয়ামুক্ত হওয়ার মাইলফলক অর্জন করেছে। ম্যালেরিয়া হলো একটি মশাবাহিত সংক্রামক রোগ যা স্ত্রী-অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়।

সর্বশেষ ম্যালেরিয়ামুক্ত ৫টি দেশ

দেশ	ম্যালেরিয়া মুক্ত
মিসর	২০ অক্টোবর ২০২৪
কেপ ভার্দে	১২ জানুয়ারি ২০২৪
আজারবাইজান	২৯ মার্চ ২০২৩
তাজিকিস্তান	২৯ মার্চ ২০২৩
বেলিজ	২১ জুন ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের ড্রোন ক্রয়

১৫ অক্টোবর ২০২৪ সামরিক ড্রোন কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত। চুক্তির আওতায় ভারত ৩১টি সশস্ত্র 'এমকিউ-৯বি স্কাই-গার্ডিয়ান' এবং 'সি-গার্ডিয়ান হাই অল্টিচিউড লং এনডিউরেন্স' (HALE) ড্রোন ক্রয় করবে। ভারতের নৌবাহিনী এমকিউ-৯বি প্রিডেটর ড্রোনের 'সি-গার্ডিয়ান' সংস্করণের ১৫টি ড্রোন পাবে এবং সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী যথাক্রমে ৮টি করে মোট ১৬টি 'স্কাই-গার্ডিয়ান' ড্রোন পাবে। এমকিউ-৯বি প্রিডেটর ড্রোন এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের একটি সংস্করণ। এ ড্রোনটি ৪০,০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় একটানা ৪০ ঘণ্টা উড়তে পারে। এটি ২,১৫৫ কেজি পর্যন্ত ভর বহন করতে পারে। নজরদারি সক্ষমতা ছাড়াও এমকিউ-৯ বিকে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ভারতই হবে প্রথম দেশ যারা ন্যাটোভুক্ত না হয়েও এই ড্রোন পাবে।

ইউরোপের সুয়েজ খাল

ইউরোপের প্রধান অর্থনীতিগুলোয় নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে আন্তঃসীমান্ত নদীপথ সেইন-নর্ড ইউরোপ ক্যানেল (Seine-Nord Europe Canal—SNEC)। এসএনইসি বাস্তবায়ন হলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বড় জাহাজ চলাচল সহজ হবে। এ অনুসারে জলপথটি হবে ইউরোপীয় প্রধান বাণিজ্য রুট, যা ব্লকের অর্থনৈতিক ভাগ্যকে পাল্টে দেবে। রুটের কাজ সম্পূর্ণ হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে। ১০৭ কিলোমিটারের বিশাল এ অবকাঠামো প্রকল্প জলপথে যোগাযোগ সাশ্রয়ী ও দ্রুত করবে। এছাড়া তুলনামূলক কম দূষণ ছড়ায় এমন প্রযুক্তি নদী বাণিজ্যের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে। তিনটি দেশের মধ্যে ক্যানাল ডু নর্ডের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চলমান রয়েছে। তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সরু খালটির সক্ষমতা সীমিত, যা বাণিজ্যের মসৃণ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। মূলত সনাতনী ধাঁচের নদী ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুবিধা করতে পারছে না। নতুন প্রজন্মের বড় আকারের কার্গো জাহাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে এ রুট। ৫৪ মিটার চওড়া নতুন খালটি সেইন-এসকাট জলপথ ব্যবস্থার অংশ হবে। এটি ইউরোপের প্রথম নদী নেটওয়ার্ক, যা বড় জাহাজ পরিচালনা করতে সক্ষম। এতে পণ্য পরিবহণ আরও দক্ষ ও বাণিজ্য রুট উন্নত হবে, যার মাধ্যমে উত্তর ফ্রান্স ও ইউরোপের প্রধান জলপথের সঙ্গে যুক্ত হবে ইউরোপের সুয়েজ খাল।

CamScanner

নতুন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

২০২৪ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত এই নতুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে দক্ষিণাঞ্চলীয় অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণা জেলার নাগায়ালঙ্কা গ্রামে। কেন্দ্রটি নির্মিত হলে এখান থেকে সারফেস টু এয়ার মিসাইল, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইলসহ ভারতের তৈরি সব ধরনের স্বল্প-মাঝারি ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা যাবে। বর্তমানে ভারতের একমাত্র ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি ওড়িশা রাজ্যের ড. আব্দুল কালাম দ্বীপে অবস্থিত। অগ্নি, পৃথ্বি, ব্রহ্মা, নির্ভয়সহ ভারতের যাবতীয় ল্যান্ডমার্ক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হয় এই কেন্দ্রটিতে। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী ২০২৪ সালের মে মাসে ওড়িশায় নিজেদের তৈরি সাবমেরিন বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র স্মার্তের পরীক্ষামূলক সফল উৎক্ষেপণ করে।

পরমাণুশক্তি চালিত সাবমেরিন

৯ অক্টোবর ২০২৪ ভারত সরকার দেশটিতে পরমাণু শক্তিচালিত দুটি সাবমেরিন তৈরি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। ভারতীয় নৌবাহিনী ছয়টি আধুনিক পরমাণুশক্তিচালিত সাবমেরিন তৈরির পরিকল্পনা করছে। এগুলো ভারতের অরিহন্ত শ্রেণির পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন। সাবমেরিন দুটি ভারতের বিশাখাপত্তনম বন্দরে সরকারি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে তৈরি করা হবে। বর্তমানে ভারতের দুটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন রয়েছে। ভারতে তৈরি প্রথম পরমাণু শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ আইএনএস অরিহন্ত। দ্বিতীয়টি আইএনএস আরিঘাট। পরমাণুশক্তিচালিত সাবমেরিন ডিজেলচালিত সাবমেরিনের তুলনায় অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন। এগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পানির নিচে থাকতে পারে। পরমাণুশক্তিচালিত সাবমেরিন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌ অস্ত্র। অল্প কয়েকটি দেশের কাছে এ ধরনের সাবমেরিন রয়েছে। দেশগুলো হলো— চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখ্য, বিশ্বের সর্ববৃহৎ নৌবাহিনী চীনের দেশটির কাছে ৩৭০টির বেশি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে।

কলকাতায় ঐতিহাসিক ট্রামের বিদায়

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কলকাতার সড়ক থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। কলকাতায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ প্রথমবার ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালানো হয়। শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়া ঘাট পর্যন্ত ওই ট্রাম চলে।

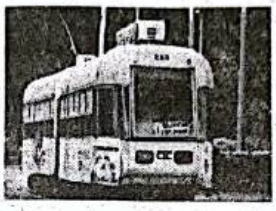

পরে 'কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানি লিমিটেড' গঠন করা হয়। এ কোম্পানির নিবন্ধন ছিল লন্ডনে। পরে ১৯০২ সালে কলকাতায় প্রথমবার চালু করা হয় বৈদ্যুতিক ট্রাম। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামের ১৫০ বছর পূর্তি উৎসব হয়।

■ **ট্রাম :** ট্রাম একপ্রকার পৌর রেল পরিবহণ ব্যবস্থা। ট্রাম সাধারণত কোনো শহরের রাস্তার উপর বিছানো ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলাচল করে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এটি 'স্ট্রিটকার নামে পরিচিত। বিশ্বের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রাম ছিল সোয়ানসি এবং মাম্বলস রেলওয়ের যা যুক্তরাজ্যের ওয়েলসে অবস্থিত।

বাংলা : ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি

৩ অক্টোবর ২০২৪ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বাংলা ভাষাকে Classical Language বা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেয়। এই দিন বাংলাসহ আরও পাঁচটি ভাষাকে ভারতের ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অন্য চারটি ভাষা হলো মারাঠি, পালি, অসমিয়া ও প্রাকৃত ভাষা। এর আগে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পায় তামিল, সংস্কৃত, তেলেগু, কন্নড়, মালায়লাম ও ওড়িশা ভাষা। ভারতে ধ্রুপদী ভাষার প্রথম স্বীকৃতি পায় তামিল ভাষা। ভারতে কোনো ভাষা ধ্রুপদী স্বীকৃতি পেলে সেই ভাষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ধ্রুপদী ভাষার জন্য জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষার প্রচার ও প্রসারে চেয়ার তৈরি করা হয়। ধ্রুপদী ভাষায় কাজের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হয়। মূলত, ধ্রুপদী ভাষা বলতে বোঝায় যা অত্যন্ত প্রাচীন, সমৃদ্ধ সাহিত্যের অধিকারী এবং স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে।

■ **ধ্রুপদী ভাষা স্বীকৃতির মানদণ্ড :** ভারতে ধ্রুপদী ভাষা ঘোষণার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে সাহিত্য একাডেমি ভাষা বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি তৈরি করে। তারা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোনো ভাষা ধ্রুপদী কি না, সেই সংক্রান্ত সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয়। মানদণ্ডগুলো হলো— সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রাচীনতম লিখিত নথির বয়স কমপক্ষে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বছরের পুরানো হতে হবে • সংশ্লিষ্ট ভাষায় রচিত সু-প্রাচীন সাহিত্য ও লিখিত নথিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে, ওই একই ভাষায় কথা বলা গোষ্ঠীর বহু প্রজন্মের ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হতে হবে • এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রাচীনত্ব স্বীকার করার জন্য সুপ্রাচীন শিলালিপি বা অন্য কোনো ধাতব আধারের উপর খোদাই করা তথ্যাবলি প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে • সংশ্লিষ্ট ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য তার বর্তমান রূপ থেকে পৃথক হতে পারে বা তার পরবর্তী রূপ কিংবা তার শাখাগুলোর থেকেও বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

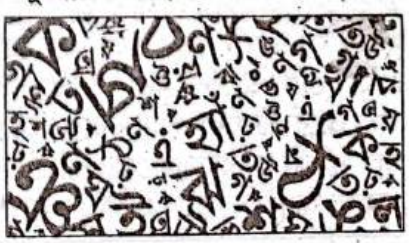

অগাস্টাস সিজারের নামানুসারে ইংরেজি আগস্ট মাসের নামকরণ করা হয়

CamScanner

দৃশ্যপট | মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

৫ নভেম্বর ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ৬০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে চার বছরের জন্য নতুন নেতা পাবে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশটি। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেন নাকি বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসই হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে চলছে জোর আলোচনা।

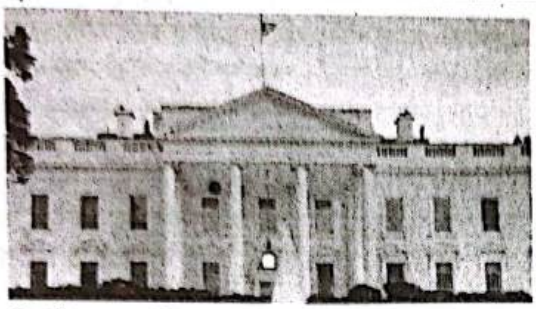

নির্বাচনের দিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর পরপর। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম ৬৯ বছর নির্বাচনের জন্য কোনো আলাদা দিন নির্দিষ্ট ছিল না। অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের পছন্দসই দিনে ভোটগ্রহণের আয়োজন করত। কিন্তু এর ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এ বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে ১৮৪৫ সাল থেকে নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যারা ভোট দিতে পারেন

নাগরিক পরিচয়পত্রে ১৮ বছর বা এর বেশি বয়সি মার্কিন নাগরিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। এ ছাড়া কারাবন্দিদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও অঙ্গরাজ্যগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন আইন রয়েছে। ভোটের দিন কোনো সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় না। ভোটাররা সাধারণত নির্বাচনের দিন কোনো ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রতিককালে বিকল্প পন্থায় যেমন: ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সংখ্যা বাড়ছে।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর যোগ্যতা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে হলে তাকে অবশ্যই তিনটি প্রাথমিক শর্ত বা তিনটি প্রাথমিক যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রথমত, জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ১৪ বছর বসবাসের প্রমাণ থাকতে হবে। তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স ৩৫ বছর হতে হবে। উপর্যুক্ত তিনটি যোগ্যতা থাকলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের একটি ফরম পূরণ করে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার আবেদন করা যাবে এবং প্রচার কমিটির জন্য আরেকটি ফরম পূরণ করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ভোট ব্যালটে নাম ওঠানো। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করা হবে।

প্রার্থী বাছাই

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া দুই পদ্ধতিতে হয়। এ দুই পদ্ধতি হলো প্রাইমারি ও ককাস। দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সরাসরি ভোটে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়াকে প্রাইমারি বলে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ নির্বাচনের মতোই একজন প্রার্থী বিজয়ী হন। অন্যদিকে, ককাস শব্দের অর্থ বৈঠক, সাক্ষাৎ বা জড়ো হওয়া। ককাসের দিন নির্দিষ্ট দলের ভোটার ও সমর্থকরা তাদের প্রিসিংক্টের একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হন। প্রিসিংক্ট হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলোর সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর। এছাড়া দলীয় কনভেনশনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চূড়ান্ত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ডেলিগেট ঠিক হয়। দলীয় মনোনয়ন পেতে হলে একজন প্রার্থীর অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাতে ডেলিগেট ভোট জিততে হবে।

রাজনৈতিক দল

১৮৫২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টি অথবা ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে। ডেমোক্রেটরা সাধারণত উচ্চ কর সমর্থন করেন, যাতে করে সরকারি কাজকর্ম সচল থাকে। আর রিপাবলিকানরা সাধারণত কম করের পক্ষে এবং সরকারের আকার ছোট রাখার পক্ষে। দুটি দলই মোটামুটি মধ্যপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু ছোট ছোট রাজনৈতিক দল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— লিবার্টারিয়ান, কনস্টিটিউশন, সোশ্যালিস্ট অথবা গ্রিনপার্টি। এছাড়া কেউ ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারেন।

যেভাবে নির্বাচিত হন

নাগরিকদের সরাসরি ভোটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না; বরং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি হলো পরোক্ষ। প্রথমে জনগণ ভোট দিয়ে ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য— ব্যালট পেপারে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের নাম লেখা থাকে। আর একেক অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর নাম উল্লেখ থাকতেও পারে, নাও পারে। জনগণ কোনো নির্দিষ্ট প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ হলো ঐ প্রার্থীর দলের নির্বাচকমণ্ডলী মনোনীত করা। পরবর্তী সময়ে সেই নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়ে জনগণের পছন্দের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচন করেন। নির্বাচকমণ্ডলী চাইলে দলের বাইরে গিয়ে বিরোধী দলের

প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য বরাদ্দ ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা সেই অঙ্গরাজ্যে জনপ্রতিনিধি ও সিনেটরের সংখ্যার সমান থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা ৫৩৮টি। এর মধ্যে শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতেই রয়েছে সর্বাধিক ৫৫টি। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে গেলে একজন প্রার্থীকে অবশ্যই ন্যূনতম ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হবে। সাধারণত জনসংখ্যার ওপর ইলেকটোরের সংখ্যা নির্ভর করে। নিয়ম হলো, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যা যেমনই হোক, ন্যূনতম তিন পয়েন্ট দিতেই হবে। এরপর জনসংখ্যা অনুযায়ী এ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় প্রতি ১০ বছর পরপর।

ইলেকটোরাল ২৭০ ভোট না পেলে

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজে জয় না পেলে মার্কিন সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধির হাতে থাকে একটি করে ভোট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে একজন প্রার্থীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গরাজ্যে জিততে হবে। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট বাছাই করে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ বা সিনেট। সিনেটরদের হাতেও থাকে একটি করে ভোট। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৮০৪ সালের পর কোনো প্রার্থী ইলেকটোরাল কলেজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ঘটনা একবারই ঘটে। ১৮২৪ সালে ইলেকটোরাল ভোটগুলো চারজন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এককভাবে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে সফল হননি। এদের মধ্যে ডেমোক্রেট প্রার্থী অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের পক্ষে ছিল সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট। পপুলার ভোটও তিনি বেশি পান। কিন্তু চতুর্থ স্থানে ছিলেন হেনরি ক্লে। তিনি আবার ছিলেন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার। এ হেনরি ক্লে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জন কুইন্সি অ্যাডামসকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে হাউসকে প্রভাবিত করেন। অবশেষে অ্যাডামসই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সংখ্যাতত্ত্বে মার্কিন নির্বাচন

০১	যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।
০২	প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ নির্বাচিত হতে পারবেন না।
০৪	প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বছর। চার মেয়াদে নির্বাচিত একমাত্র প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
১৩	যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় স্টেটের সংখ্যা ছিল ১৩টি।
১৯	সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।
২০	সংবিধানের ২০তম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের দিন নির্ধারণ করা হয়।
২৫	প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হতে হলে প্রার্থীকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হয়।
৩৫	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর।
৪২	৪২ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হন থিওডোর রুজভেল্ট।
৪৩	৪৩ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত কনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হন জন এফ কেনেডি।
৪৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত ৪৫ জন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ২ মেয়াদে (২২তম এবং ২৪তম) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
৪৬	জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট।
৫০	মোট অঙ্গরাজ্য ৫০টি।
৫৫	ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে সর্বোচ্চ ৫৫টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে।
৭৮	৭৮ বছর বয়সে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জো বাইডেন।
১০০	মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা।
২৭০	কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়ী হতে হলে ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হয়।
৪৩৫	মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা।
৫৩৮	মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল ভোট।

কে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে : ডোনাল্ড ট্রাম্প না কমলা হ্যারিস

- জন্ম : ১৪ জুন ১৯৪৬; কুইন্স, নিউইয়র্ক
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক (পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)
- পেশা : আবাসন ব্যবসায়ী, টেলিভিশন প্রযোজক ও রাজনীতিক
- রাজনৈতিক দল : রিপাবলিকান পার্টি
- দেশটির সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

- জন্ম : ২০ অক্টোবর ১৯৬৪; ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক (হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়)
- পেশা : আইনজীবী
- রাজনৈতিক দল : ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
- ক্যালিফোর্নিয়ার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি জেনারেল
- প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং প্রথম কোনো ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট। এছাড়া অভিবাসীর সন্তান থেকেও প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট
- তার বাবা জ্যামাইকান এবং মা ভারতীয় বংশোদ্ভূত

জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে ইংরেজি জুলাই মাসের নামকরণ করা হয়

মহাকাশ-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

বৃহস্পতির চাঁদে পানির অস্তিত্ব

বৃহস্পতির চাঁদে পানির সন্ধানে ১৪ অক্টোবর ২০২৪ মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' মহাকাশযান পাঠায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেখানে গোপন সমুদ্র রয়েছে। স্পেসএক্সের ফ্যালকন রকেট বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপার দিকে পাড়ি দেয়। সাড়ে পাঁচ বছর পর মহাকাশযানটি সেখানে পৌঁছাতে পারবে। এ অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'ইউরোপা ক্লিপার'। মহাকাশযানে সংযুক্ত যন্ত্রগুলো ইউরোপার পৃষ্ঠের নিচের পরিবেশ, সেখানকার রাসায়নিক ও ভূতাত্ত্বিক গঠন যাচাই করে দেখবে। এ মিশন ভবিষ্যতের মিশনগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে। উৎক্ষেপণের পর ক্লিপার মহাকাশযান প্রায় ছয় বছর একটানা মহাকাশে ভ্রমণ করবে এবং ২০৩০ সালের এপ্রিলে এটি ইউরোপার কক্ষপথে পৌঁছাবে।

ঘুমাচ্ছে চন্দ্রযান-৩

২৩ আগস্ট ২০২৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে 'সফট ল্যান্ডিং' করে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ISRO) তৈরি চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। চাঁদের প্রাচীনতম গর্তগুলোর মধ্যে একটিতে নামে ভারতের চন্দ্রযান-৩। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চাঁদের মাটিতে রোভারটি ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠায়। পরে চাঁদে সূর্য ডুবে গেলে চন্দ্রযান-৩ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এখনো চাঁদের মাটিতেই পড়ে রয়েছে ওই ল্যান্ডার ও রোভার। 'ঘুমিয়ে' পড়ার আগে রোভারের ক্যামেরায় চাঁদের অদেখা অংশের নানা ছবি উঠেছে।

৮০,০০০ বছর পর দেখা যাবে যে ধূমকেতু

বিশ্ব ২০২৪ সালের অক্টোবরে বিরল এক মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। এ মাসে রাতের আকাশে দেখা গেছে একটি ধূমকেতু, যেটি কিনা শেষবার দেখা যায় নিয়ান্ডারথালদের সময়। ধূমকেতুটি ২০২৩ সালে চীনের সুচিনশান মানমন্দির এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাটলাস টেলিস্কোপের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়। তাই এর নামকরণ করা হয় সুচিনশান-অ্যাটলাস (সি/২০২৩ এ৩)। ১২ অক্টোবর ২০২৪ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে এটি। পুনরায় এ ধূমকেতু দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আরও ৮০,০০০ বছর।

ইতিহাস গড়ল স্টারশিপ রকেট

ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের তৈরি রকেট স্টারশিপ সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর সেটির নিম্নাংশ সফলভাবে লঞ্চপ্যাডে ফিরে আসে। ১৩ অক্টোবর ২০২৪ টেক্সাসের বোকাচিকা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রকেটটি উৎক্ষেপণ করে। এটি আকাশে উড়ে যাওয়ার পর এক পর্যায়ে এর স্টারশিপ রকেটটি আলাদা হয়ে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে পড়ে। আর সুপার হেভি বুস্টারটি ফিরে আসে স্পেস এক্সের সেই টাওয়ারে যেখান থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবার এ ঘটনা ঘটে। বিশ্বে যত রকেট প্রস্তুত হয়, সবগুলোই 'একবার ব্যবহারযোগ্য'। ইলন মাস্কের বারবার ব্যবহারযোগ্য রকেট বড় একটি মাইলফলক।

ইলন মাস্কের নতুন প্রযুক্তি

'সাইবারক্যাব' নামে নিজেদের তৈরি প্রথম রোবোট্যাক্সি (রোবট ট্যাক্সি) ও রোবোভ্যান উন্মোচন করে মার্কিন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা। ১০ অক্টোবর ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাইবার ক্যাবের পাশাপাশি রোবোভ্যানের আদিরূপ বা প্রোটোটাইপ উন্মোচন করেন টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) এবং মালিক ইলন মাস্ক। স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সক্ষম রোবোট্যাক্সি গুলোকে ট্যাক্সি হিসেবে ভাড়া করা যাবে। ২০২৬ সালের প্রথম দিকে সাইবারক্যাব উৎপাদন শুরু হবে।

চীনা স্যাটেলাইটে AI প্রযুক্তি

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পূর্ব চীনের শানতোং প্রদেশের হাইয়াং শহরের কাছে ভাসমান একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি স্মার্ট ড্রাগন-৩ ক্যারিয়ার রকেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্যাটেলাইটটি তার AI লার্জ মডেল সংক্রান্ত ১৩টি পরীক্ষা চালায়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও তাপমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এ স্যাটেলাইট। কক্ষপথে AI বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্যাটেলাইটের মহাকাশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং মহাকাশে অপারেশন চলাকালীন হাইপারফরম্যান্স পেলোডের কম্পিউটিং শক্তির পরীক্ষাও হয় এ মিশনে।

AI দিয়ে মানব মস্তিষ্কের মানচিত্র

Artificial Intelligenc (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে বিস্তারিত বা পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ও গুগল। ২০১৪ সালে ইপিলেপ্সি সার্জারির সময় এক রোগীর মস্তিষ্ক থেকে সরানো সেরিব্রাল করটেক্সের এক ঘন মিলিমিটার অংশের ওপর ভিত্তি করে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। এক দশক ধরে জীববিজ্ঞানী ও মেশিন-লার্নিং বিশেষজ্ঞদের একটি দল মস্তিষ্কের এ ছোট টিস্যুর নমুনাটি বিশ্লেষণ করে। এ অংশ প্রায় ৫৭,০০০ কোষ ও ১৫ কোটি সিন্যাপসিস ধারণ করে। তাদের এ আবিষ্কার মস্তিষ্কের সংযোগ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত অতীত ও বর্তমান

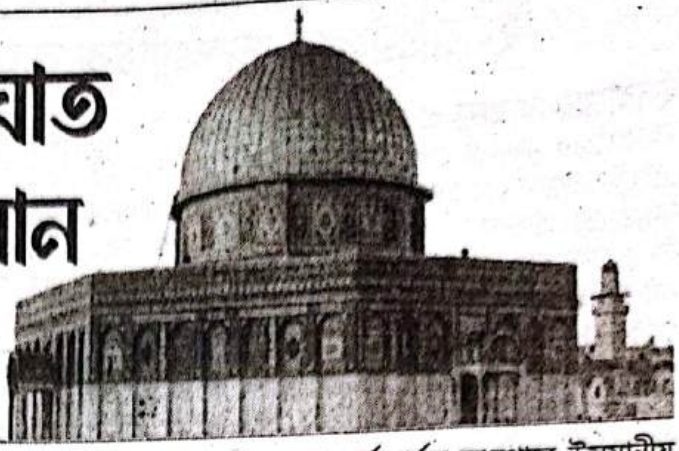

মধ্যপ্রাচ্য

'প্রাচ্য' হলো বিশেষণ পদ। প্রাচ্য শব্দটি প্রাচী থেকে এসেছে। প্রাচী + ষ্ণ = প্রাচ্য। প্রাচ্য মানে পূর্ব আর পাশ্চাত্য মানে পশ্চিমাকে বোঝায়। মধ্যপ্রাচ্য হলো একটি অঞ্চল যা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, আরব উপদ্বীপ এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলকে MENA (Middle East and North Africa) বলা হয়।

নামকরণ

মধ্যপ্রাচ্য শব্দটি ১৯০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসবিদ অ্যালফ্রেড থায়ের মাহান কর্তৃক আবিষ্কৃত। উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসনাধীন থাকা অবস্থায় এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় আনুগত্য ও বন্ধনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তিনি এ অঞ্চলের নাম দেন মধ্যপ্রাচ্য। একদিকে ইউরোপ অন্যদিকে ভারতবর্ষ এর মাঝখানে মধ্যবর্তী অঞ্চল বিবেচনায় এ নামকরণ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বলকান এবং উসমানীয় সাম্রাজ্য বোঝাতে ইংরেজিতে 'নিকট প্রাচ্য' ব্যবহার করা হতো এবং তখন 'মধ্যপ্রাচ্য' বলতে ককেশাস, পারস্য ও আরব ভূমি এবং কখনো আফগানিস্তান, ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলকে উল্লেখ করা হতো।

ইতিহাস

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এক সময় রোমান, বাইজানটাইন, অটোমানসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতকে বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্য পুরো পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল দখল করে যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের অনেকাংশই ছিল। ৩য়-৭ম খ্রিষ্টাব্দে পুরো মধ্যপ্রাচ্য শাসন করে বাইজেন্টাইন ও পারস্যের সাসনীয়রা। ৭ম শতাব্দী থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম নতুন শক্তি হিসেবে জেগে উঠে। ১৬ শতকের শুরুর দিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অংশ উসমানীয় ও ইরানিয়ান সাফাভিদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে শাসিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয়দের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারের একটি গোপন চুক্তি (পিকট-সাইকস চুক্তি) অনুসারে তাদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ভাগ করে নেয়। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামসহ বেশ কয়েকটি প্রধান ধর্মের উৎপত্তিস্থল হলো মধ্যপ্রাচ্য। আরবরা এ অঞ্চলের প্রধান আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী। তাদের পরে রয়েছে যথাক্রমে তুর্কি, পারস্যিক, কুর্দি, আজারি, কিবতী, ইহুদি, অ্যাসিরীয়, ইরাকি তুর্কমেন, ইয়াজিদি ও গ্রিক সাইপ্রিয়টরা।

ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুত্ব

বিভিন্ন কারণে মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এর প্রধান কারণ এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান। সাধারণভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মধ্যপ্রাচ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুয়েজ খাল খননের পর এ এলাকার ভৌগোলিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হয়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল আবিষ্কার এ এলাকার গুরুত্ব শতগুণ বৃদ্ধি করে। তেল ক্ষেত্রসমূহের বেশিরভাগ পাইপলাইনই পারস্য উপসাগরীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত এলাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হয়। শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো কল-কারখানার জন্য নিয়মিতভাবে তেল সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নিজেদের স্বার্থে তারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তাদের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পায়। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর অস্ত্র বিক্রির একটা বিশাল বাজার। এছাড়াও সমুদ্র পথে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য গুরুত্বপূর্ণ।

Fact File

ইংরেজি নাম : Middle East ♦ দেশসমূহ : সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, মিসর, সাইপ্রাস, জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, তুরস্ক ♦ রাজতন্ত্রের দেশ : সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জর্ডান ♦ মোট আয়তন : ৮০ লক্ষ বর্গ কি.মি. (প্রায়) ♦ মোট জনসংখ্যা : ৫০ কোটি (প্রায়) ♦ আয়তনে ➢ বৃহত্তম : সৌদি আরব • ক্ষুদ্রতম : বাহরাইন ♦ জনসংখ্যায় ➢ বৃহত্তম : মিসর • ক্ষুদ্রতম : বাহরাইন।

ইউরোপের বিখ্যাত পর্বত আল্পস ইতালি ও ফ্রান্স সীমান্তে অবস্থিত

CamScanner

ইসরায়েলের সাম্প্রতিক আগ্রাসন ও গণহত্যা

ইসরায়েলের জন্ম ও সংঘাত

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মাঝখানে ছোট্ট একটি দেশ ইসরায়েল। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সফল বাস্তবায়ন হয় ১৯৪৮ সালে। তারপর থেকেই মূলত সংকটের সূত্রপাত হয়। ৪ মে ১৯৪৮ ফিলিস্তিন ছেড়ে যায় ব্রিটেন, অন্যদিকে ইহুদিরা ঘোষণা করে নিজস্ব রাষ্ট্র ইসরায়েলের। তখন থেকেই ইসরায়েল রাষ্ট্র শুধু টিকেই থাকেনি, বরং তাদের পরিধি আরও বাড়িয়েছে। গত ৭৫ বছরে ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে একদিকে যেমন শক্তিশালী হয়েছে, অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোর মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' চুক্তি হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, যা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের প্রভাবকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এর বিপরীতে আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর হামলা এবং গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা চালিয়ে নিরীহ ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করছে ইসরায়েল। এছাড়া প্রতিবেশি সকল দেশের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশটি।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ

রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন সময় ইসরায়েল বিনা কারণে শত শত গাজাবাসীকে হত্যা করে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ৭ অক্টোবর ২০২৩ হামাস অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড নামে ইসরায়েলে হামলা চালায়। এতে ইসরায়েলের বহু নাগরিক হতাহত ও বন্দি হয়। এ হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (IDF) অপারেশন আয়রন সোর্ডস নামে গাজায় আক্রমণ করে। তারপর থেকে ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। এতে ৪২,০০০ এর বেশি গাজার অধিবাসী নিহত ও প্রায় সকলেই বাস্তুচ্যুত হয়। এটি ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং ১৯৭৩ আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের পর এই অঞ্চলে সবচেয়ে বিস্তৃত যুদ্ধ।

♦ **গণহত্যার এক বছর :** ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর সে দিনই গাজায় গণহত্যা শুরু করে ইসরায়েল। গাজার আয়তন প্রায় ৩৬৫ বর্গ কিমি। ছোট্ট এ ভূখণ্ডে এক বছরব্যাপী গণহত্যায় গাজার প্রায় ৪২,০০০ বেশি মানুষ হত্যা করে ইহুদীরা। ২৩ লাখ জনসংখ্যার প্রায় ৯০% কে বাস্তুচ্যুত করে। ৬০% বেশি কৃষি জমি বোমা ফেলে নষ্ট করা হয়। ৮২৫টি মসজিদ আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। ২টি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়। ১১৪টি হাসপাতাল বা ক্লিনিক অকার্যকর করে ইসলায়েলি বাহিনী।

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

এতদিন ইরান মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রক্সি গ্রুপগুলো দিয়ে ইসরায়েলকে মোকাবেলা করে আসছিল। ১ এপ্রিল ২০২৪ দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে ইসরায়েলি বিমান হামলার মাধ্যমে ১৬ জনকে হত্যা করা হয়। এ হামলার জবাবে ১৩-১৪ এপ্রিল ২০২৪ ইরান অপারেশন ট্রু প্রমিজ নামে ইসরায়েল এবং ইসরায়েল দখলকৃত গোলান মালভূমির ওপর আক্রমণ করে। এতে ইরান প্রায় ১৭০টি ড্রোন এবং ১২০টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। তারপর ইসরায়েলি হামলায় বৈরুতে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ ও তেহরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ইরান ১ অক্টোবর ২০২৪ ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল যুদ্ধ

২০২৩ সালে শুরু হওয়া হামাস ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেবাননের সশস্ত্র গ্রুপ হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে হামলা চালায়। তারপর থেকে সীমিত আকারে চলতে থাকে হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল যুদ্ধ। ১৭ -১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হিজবুল্লাহ দ্বারা ব্যবহৃত হাজার হাজার হ্যান্ডহেল্ড পেজার একযোগে লেবানন এবং সিরিয়ায় বিস্ফোরিত হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ 'অপারেশন নর্দান অ্যারোস' নামে লেবাননে স্থল হামলা শুরু করে দখলদার ইসরায়েল। শান্তিরক্ষীদের ঘাঁটিতে দফায় দফায় ইসরায়েলি হামলায় পাঁচ শান্তিরক্ষী আহত হন।

সিরিয়ায় ইসরায়েলের হামলা

এক দশকের বেশি সময় ধরে সিরিয়ায় আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। ২০১১ সালে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সেখানে হামলা চালাতে শুরু করে। ২০১৭ সাল থেকে সেখানে হিজবুল্লাহ ও ইরানের সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলা বৃদ্ধি করে। ১ এপ্রিল ২০২৪ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। এ হামলায় কয়েক সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সিরিয়ার মধ্যাঞ্চলে একাধিক সামরিক স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে অন্তত ১৬ জন নিহত হন।

হিজবুল্লাহ

'হিজবুল্লাহ' আরবি শব্দ, যার অর্থ 'আল্লাহর দল'। এটি একটি শিয়া ইসলামি রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন। ইসরায়েল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল দখল করলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করার জন্য ১৯৮২ সালে হিজবুল্লাহ গঠিত হয়। 'ওপেন লেটার' নামে একটি প্রকাশনার মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার কথা জানায় হিজবুল্লাহ। লেবাননের গৃহযুদ্ধের সময় দেশটির দক্ষিণাঞ্চল নিজেদের দখলে নেয় হিজবুল্লাহ। ১৯৯২ সালে দেশটির জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয় সংগঠনটি। জিহাদ কাউন্সিল নামে সামরিক এবং লয়ালটি টু দ্য রেসিস্ট্যান্স ব্লক নামে রাজনৈতিক শাখা রয়েছে সংগঠনটির। ইরানের ইসলামিক রেভ্যুল্যুশনারি গার্ডস কোরের (IRGC) মাধ্যমেই এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৯২ সাল থেকেই দেশটির জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে আসছে সংগঠনটি। বর্তমানে লেবাননের প্রথম সারির রাজনৈতিক দল হিসেবে এদের বিবেচনা করা হয়। ২০০৬ সালে একবার ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। ওই সময় সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে হিজবুল্লাহ। ৩৪ দিন ধরে চলে এ হামলা। একে বলা হয় 'জুলাই যুদ্ধ'। বর্তমানে হিজবুল্লাহর প্রায় ১ লাখ যোদ্ধা রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সক্রিয় শক্তি

■ ইরান ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী

আঞ্চলিক আধিপত্য বজায় রাখতে ইরান অনানুষ্ঠানিক সামরিক জোট হিসেবে পরিচিত 'এক্সিস অব রেজিসট্যান্স' বা প্রতিরোধ অক্ষকে ব্যবহার করে। এক্সিস অব রেজিসট্যান্সে রয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ; ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের শিয়া সশস্ত্রগোষ্ঠী; ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের হামাস ও ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এ সকল গোষ্ঠী ইরানের কাছ থেকে 'সামরিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত সমর্থন' পেয়ে থাকে।

■ সৌদি আরবের নেতৃত্বে ব্লক

আরব লীগের মতো ২২ দেশের আঞ্চলিক সংস্থার একচ্ছত্র নেতা সৌদি আরব। ২০১৭ সালে সৌদি আরব, বাহরাইন, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন এবং লিবিয়া কাতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। ২০২১ সালে কাতারের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একটি বৈশ্বিক জোট গঠনের ঘোষণা দেয় সৌদি আরব।

■ মধ্যস্থতার ভূমিকা

কাতার ব্যাপক ধনী দেশ হলেও আয়তনে বেশ ছোট। এ কারণেই নিজের সুরক্ষায় দেশটিকে একাধিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জোটের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। যাতে করে তার কূটনৈতিক অবস্থান এবং মর্যাদা সমুন্নত থাকে। বর্তমানে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে কাতার। বহু বছর ধরে উপসাগরীয় ধনী এ রাষ্ট্রটি ইসরায়েল ও ইরানের মতো রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায়ও কাজ করেছে। এছাড়াও মিসর বিভিন্ন সময় হামাস ও ইসরায়েলের সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুদ্ধবিরতিতে ভূমিকা নেয়।

ইসমাইল হানিয়া

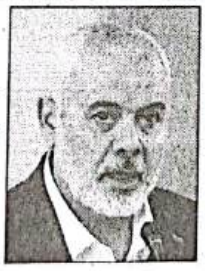

(১৯৬২ বা ৬৩-৩১ জুলাই ২০২৪)

ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদ, হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান। তরুণ বয়সে গাজা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের ছাত্র শাখার সদস্য ছিলেন ইসমাইল হানিয়া। ১৯৮৭ সালে হামাসের প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগঠনটিতে যোগ দেন তিনি। ৩১ জুলাই ২০২৪ ইরান সফরে গেলে সেখানেই গুপ্ত হত্যায় নিহত হন ইসমাইল হানিয়া। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে ইরান।

হাসান নাসরুল্লাহ

(৩১ আগস্ট ১৯৬০-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের একজন সাঈয়েদ হাসান নাসরুল্লাহ। ১৯৯২ সালে হিজবুল্লাহর তৎকালীন প্রধান আব্বাস আল-মুসাভি ইসরায়েলি হেলিকপ্টার হামলায় নিহত হওয়ায় তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে গোষ্ঠীটির প্রধান নিযুক্ত হন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৈরুতের শহরতলিতে বিমান হামলা চালালে হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হন। একই হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভ্যুল্যুশনারি গার্ড কোরের (IRGC) কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্বাস নীল ফরৌশন নিহত হন।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার

(২৯ অক্টোবর ১৯৬২-১৬ অক্টোবর ২০২৪)

ইয়াহিয়া ইবরাহিম হাসান সিনওয়ার ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদ এবং হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান। ইয়াহিয়া আস-সিনওয়ার হামাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয়। ৩১ জুলাই ২০২৩ ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যু হলে ৭ আগস্ট ২০২৪ তাকে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় তিনি নিহত হন।

'ল্যান্ড অব মার্বেল' বলা হয় ইতালিকে

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

মোট বিজয়ী : ১১ জন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান ➢ পুরুষ ১০ ও নারী ১। পুরস্কার ➢ প্রত্যেক বিভাগের নোবেলজ
পাবেন একটি মেডেল, একটি সনদপত্র এবং ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা (বাংলাদেশি টাকায় ১২ কোটি
লাখ)। যেসব বিভাগে একাধিক নোবেলজয়ী থাকবেন, তাদের মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা বণ্টন ক
দেওয়া হবে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে আগামী ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিবসে

বিষয়	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	দেশ	অবদান	ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান
চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শরীরতত্ত্ব	ভিক্টর অ্যামব্রোস গ্যারি রাভকুন	যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণে	ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট
পদার্থবিজ্ঞান	জন জে হপফিল্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভবপর করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স
	জিওফ্রে ই হিন্টন	কানাডা		
রসায়ন	ডেভিড বেকার	যুক্তরাষ্ট্র	কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স
	ডেমিস হাসাবিস জন এম জাম্পার	যুক্তরাজ্য	প্রোটিনের গঠনে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য	
সাহিত্য	হান ক্যাং	দ. কোরিয়া	তীক্ষ্ণ কাব্যিক গদ্যের জন্য যা ঐতিহাসিক আঘাতের মুখোমুখি হয়ে মানবজীবনের ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে	সুইডিশ একাডেমি
শান্তি	নিহন হিদানকিও	জাপান	পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব অর্জনের প্রচেষ্টায়	নরওয়েজিয়ান নোবেল ক
অর্থনীতি	ড্যারন আসেমোগলু সাইমন জনসন জেমস রবিনসন	যুক্তরাষ্ট্র	বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য নিয়ে গবেষণার জন্য	দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়ে

ইতালির মানচি দেখতে বুট জুতার মতো

চিকিৎসাবিজ্ঞান

ঘোষণা : ৭ অক্টোবর ২০২৪

Victor Ambros
♦ Born : 1 December 1953, Hanover, NH, USA
♦ UMass Chan Medical School, Worcester, MA, USA

Gary Ruvkun
♦ Born : 1952, Berkeley, CA, USA
♦ Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA; Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Prize share : 1/2 each person

Prize motivation: for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation

২০২৪ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শারীরতত্ত্বে নোবেল পান দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। মাইক্রোআরএনএ (microRNA) আবিষ্কার ও ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার জন্য তারা এ পুরস্কার পান। বহুকোষী প্রাণীর দেহে কীভাবে জিন নিয়ন্ত্রণ হয়, সে বিষয়ক ধারণা বদলে দেয় তাদের এ গবেষণা। তারা ১৯৮০ এর দশকে বিভিন্ন কোষ নিয়ে *C. elegans* নামে মাত্র ১ মি.মি. গোলকৃমি নিয়ে গবেষণা করেন। অ্যামব্রোস ও রাভকুন গোলকৃমির লিন-৪ (lin-4) ও লিন-১৪ (lin-14) জিন দুটি নিয়ে কাজ করেন। এই লিন-৪ জিনটি লিন-১৪-এর কাজে বাধা দেয়। পরে ভিক্টর অ্যামব্রোস লিন-৪ জিন নিয়ে আরও কাজ করতে গিয়ে দেখতে পান, এটি থেকে তৈরি হয় একটি ক্ষুদ্র আরএনএ। পরে এটিকে বলা হবে মাইক্রোআরএনএ। অন্যদিকে গ্যারি রাভকুন লিন-১৪ জিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেন, লিন-১৪ জিন থেকে লিন-৪ জিন মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি থামাতে পারে না। বরং লিন-৪-এর প্রভাব পড়ে আরও পরে গিয়ে। আর লিন-১৪ জিনের একটা বিশেষ অংশের উপস্থিতি থাকলেই শুধু লিন-৪ জিন লিন-১৪-এর কাজ থামাতে পারে।

২০০০ সালে রাভকুনের গবেষণা দল লেট-৭ (let-7) নামে নতুন একটি মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার করেন। আগে আবিষ্কৃত দুটি জিন শুধু ওই গোলকৃমিতে পাওয়া গেলেও লেট-৭ তেমনটা নয়। এ মাইক্রোআরএনএ (আর একে কোড করা জিন) প্রাণের অভিযোজনের ধারায় ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি বছর ধরে 'সংরক্ষিত'—প্রাণিজগতের সব জায়গায়ই এটি পাওয়া যায়। এই আবিষ্কার নতুন করে মাইক্রোআরএনএ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে। ছোট্ট এক গোলকৃমি থেকে অ্যামব্রোস আর রাভকুনের মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ছিল অপ্রত্যাশিত, কিন্তু যুগান্তকারী।

পদার্থবিজ্ঞান

ঘোষণা : ৮ অক্টোবর ২০২৪

John J. Hopfield
♦ Born : 15 July 1933, Chicago, IL, USA
♦ Princeton University, Princeton, NJ, USA

Geoffrey E. Hinton
♦ Born: 6 December 1947, London, United Kingdom
♦ University of Toronto, Toronto, Canada

Prize share : 1/2 each person

Prize motivation: for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.

২০২৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান মার্কিন বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড ও কানাডিয়ান বিজ্ঞানী জিওফ্রে ই হিন্টন। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাদের গবেষণা মেশিন লার্নিং ও AI, তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তারা এ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা শুরু করেন সেই ১৯৮০-এর দশকে। জে হপফিল্ড এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি বা কাঠামো বানিয়েছেন, যা তথ্য জমা করে রাখার পাশাপাশি পুনরায় রিকনস্ট্রাক্টও (পুনর্গঠন) করতে পারে। একে এখন বলা হচ্ছে 'হপফিল্ড নেটওয়ার্ক'। এটি তৈরির পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলো কাজে লাগান জে হপফিল্ড। এ নেটওয়ার্কটি জন হপফিল্ড পদার্থবিজ্ঞানের স্পিন-ব্যবস্থার শক্তি দশার আদলে তৈরি করেন। অন্যদিকে, কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিওফ্রে হিন্টন এ হপফিল্ড নেওয়ার্ক ব্যবহার করে নতুন একধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। এ নেটওয়ার্ককে বলা হয় 'বোলজম্যান মেশিন'। এর ভিত্তি হপফিল্ড নেটওয়ার্ক হলেও কাজের পদ্ধতি ভিন্ন। বোলজম্যান মেশিন ডেটা বা তথ্যের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও ছাঁচ (প্যাটার্ন) আলাদা করা শিখতে পারে। এ কাজে হিন্টন ব্যবহার করেন পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যা বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিকস। একই ধরনের অনেক উপাদান দিয়ে তৈরি কোনো সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, তা নিয়েই পদার্থবিজ্ঞানের এ শাখার আলোচনা।

ইতালি ইউরোপের সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ দেশ

র সা য় ন

ঘোষণা : ৯ অক্টোবর ২০২৪

Demis Hassabis ♦ Born : 27 July 1976, London, United Kingdom ♦ Google DeepMind, London, United Kingdom ♦ Prize share: 1/4

John M. Jumper ♦ Born : 1985, Little Rock, AR, USA ♦ Google Deep Mind, London, United Kingdom ♦ Prize share: 1/4

Prize motivation : for protein structure prediction.

David Baker ♦ Born : 1962, Seattle, WA, USA ♦ University of Washington, Seattle, WA, USA; Howard Hughes Medical Institute, USA ♦ Prize share: 1/2

Prize motivation: for computational protein

রসায়নে নোবেল প্রাপ্তদের মধ্যে কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার এবং প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেমিস হাসাবিস ও মার্কিন বিজ্ঞানী জন এম জাম্পার। তাদের এ কাজ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গঠন ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অধ্যাপক বেকার সেই ২০০৩ সালে অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলে রদবদল ঘটিয়ে নতুন ধরনের প্রোটিন তৈরি করেন। এককালে মানুষ ভাবত, প্রকৃতিতে নেই, এ রকম প্রোটিন বানানো সম্ভব নয়। ডেভিড বেকার সেই ধারণা ভেঙে ফেলেন। দ্বিতীয় গবেষণাটি হলো, প্রোটিনের গঠন অনুমান। প্রোটিনের অ্যামিনো এসিডগুলো দীর্ঘ এক স্ট্রিং বা সুতোর মতো গঠনে যুক্ত হয়ে ত্রিমাতৃক একধরনের কাঠামো তৈরি করে। ২০২০ সালে হাসাবিস এবং জাম্পার আলফাফোল্ড২ নামের একটি AI মডেল তৈরি করেন। ইতিমধ্যেই ১৯০টি দেশের ২০ লাখের বেশি মানুষ আলফাফোল্ড২ মডেল ব্যবহার করেছেন। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের মতো সমস্যা আরও ভালোভাবে বোঝা বা প্লাস্টিককে ভেঙে ফেলতে পারে, এমন এনজাইমের ছবি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এ মডেল।

প্রোটিন : প্রোটিন হলো অ্যামাইনো অ্যাসিডের দীর্ঘ শৃঙ্খল। ২০ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলের ধরনের ওপর প্রোটিনের চরিত্র এবং কার্যকারিতা নির্ভর করে।

সা হি ত্য

ঘোষণা : ১০ অক্টোবর ২০২৪

Han Kang ♦ Born : 27 November 1970, Gwangju, South Korea ♦ Residence at th time of the award : Seoul, South Korea ♦ Language : Korean ♦ Prize share: 1/1

Prize motivation : for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life

হান ক্যাং কোরিয়ান ঔপন্যাসিক হান সিউং-ওনের মেয়ে। তিনি ২৭ নভেম্বর ১৯৭০ গোয়াংজুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়োনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তার ভাই হান ডং রিমও একজন লেখক। এ পর্যন্ত তার ৮টি উপন্যাস, ৫টি উপন্যাসিকা, ১টি কাব্যগ্রন্থ ও ২টি প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে Fruit of my Women (২০০০) এবং Fire Salamander (২০১২); Black Deer (১৯৯৮), Your Cold Hands (২০০২), The Vegetarian (২০০৭) এবং We don't Part (২০২১); কবিতার বই (২০১৩); প্রবন্ধ Love and the Things Surrounding Love (২০০৩), A Song to Sing Calmly (২০০৭)। ২০১৭ সালে তিনি রচনা করেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'The White Book'।

উল্লেখ্য, এবারের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' ২০১৬ সালে দ্যা ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পরিচিতি পান এ সাহিত্যিক। তার রচিত 'বেবি বুদ্ধ' ও 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' নিয়ে তৈরি হয় সিনেমা।

তথ্যকণিকা

- হান ক্যাং এশিয়ার প্রথম, দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় সাহিত্যে বিশ্বে ১৮তম নারী এবং ১২১ত সাহিত্যিক হিসেবে নোবেল পান। দক্ষিণ কোরিয়া প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ২০০০ সালে সাবেক প্রেসিডে কিম দায়ে-জং শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
- সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ফরাসি কবি প্রাবন্ধিক সুলি প্রুদোম; প্রথম মহিলা : সেলমা লেগারলফ

উপন্যাসের মূলথিম : উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র ইয়

হাই নামের একজন নারী যিনি খা গ্রহণের নিয়ম মেনে চলতে অস্বীক করেন এবং নিজের খাদ্যাভ্যা আমূল পরিবর্তন আনেন য পরিণতি হয় খুব হিংসাত্মক। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কোরী অনুবাদক ডেবোরা স্মিথ এ বাংলায় অনুবাদ করেন নীলিমা রশীদ তৌহিদ উপন্যাসটি প্রায় ১৩টি ভাষায় অনূদিত হয়।

সিসিলি দ্বীপটি ইতালিতে অবস্থিত

অর্থনীতি

ঘোষণা : ১৪ অক্টোবর ২০২৪

Daron Acemoglu
Born : 3 September 1967, Turkey ♦ Professor at Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA

James A. Robinson
Born : 1960 ♦ Professor at University of Chicago, Chicago, IL, USA

Simon Johnson
Born : 16 January 1963 ♦ Professor at Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA

Prize share : 1/3 each person

Prize motivation : for studies of how institutions are formed and affect prosperity

বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধিতে এত বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান— এ বিষয়ে ২০২৪ সালের নোবেল বিজয়ীরা নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। তারা দেখিয়েছেন— এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার ব্যাপক পার্থক্য। ইউরোপীয় উপনিবেশিক দেশগুলোর প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে ড্যারন আসেমোগলু, সাইমন জনসন এবং জেমস রবিনসন প্রতিষ্ঠান ও সমৃদ্ধির মধ্যকার সম্পর্ক বের করতে সক্ষম হন। তাদের তাত্ত্বিক উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করেছে, কেন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের সমৃদ্ধিতে পরিবর্তন আনতে পারে। একইসঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য নিয়ে গবেষণার জন্য তারা এই পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে নতুন ধারণা এনে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এই পুরস্কার পান।

অর্থনীতির নোবেল : ১৯৬৮ সালে সুইডিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিক্সব্যাংক তাদের ৩০০ বছর পূর্তিতে আলফ্রেড নোবেলের স্মৃতিকে স্মরণ করে অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯৬৯ সালে এটিকে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের আনুষ্ঠানিক নাম The Sveriges Riksbank Prize.

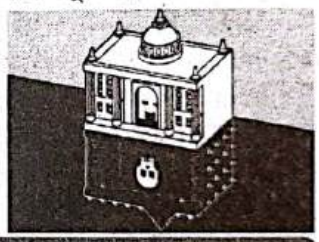

শান্তি

ঘোষণা : ১১ অক্টোবর ২০২৪

Nihon Hidankyo (Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers) ♦ Founded : 1956 ♦ Residence at the time of the award: Tokyo, Japan ♦ Prize share : 1/1

Prize motivation : for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again

নিহন হিদানকিও

১০ আগস্ট ১৯৫৬ জাপানে পারমাণবিক বোমার শিকার ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা, যার লক্ষ্য ঐসব ব্যক্তির প্রতি সাহায্য করতে জাপান সরকারকে চাপ দেওয়া এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বা নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে বিশ্বের সরকারগুলোর কাছে তদবির করা। নিহন হিদানকিওর সদরদপ্তর শিবাদাইমন, মিনাতো, টোকিওতে অবস্থিত। জাপানে পরমাণু বোমা হামলায় জীবিতদের নিয়ে গড়ে ওঠা পরমাণু অস্ত্রবিরোধী সংগঠন নিহন হিদানকিও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমার আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে সোচ্চার তৃণমূল সংগঠনটি স্থানীয়ভাবে 'হিবাকুশা' নামেও পরিচিত।

নোবেল বিজয়ী আপডেট

ক্যাটাগরি	পুরস্কার	একক	যৌথ	ত্রয়ী	মোট বিজয়ী
পদার্থ	১১৮	৪৭	৩৩	৩৮	২২৭
রসায়ন	১১৬	৬৩	২৫	২৮	১৯৭
চিকিৎসা	১১৫	৪০	৩৬	৩৯	২২৯
সাহিত্য	১১৭	১১৩	৪	–	১২১
শান্তি	১০৫	৭১	৩১	৩	১১১+৩১*
অর্থনীতি	৫৬	২৬	২০	১০	৯৬
মোট	৬২৭	৩৬০	১৪৯	১১৮	১,০১২

* ২৮টি সংস্থা ৩১ বার নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

ইতালির সিসিলি দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ১৬৯৩ সালে

খেলাধুলা

ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপ

আয়োজন : দশম ‖ আয়োজক : আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা (FIFA) ‖ সময়কাল : ১৪ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর ২০২৪ ‖ স্বাগতিক : উজবেকিস্তান ‖ ভেন্যু : ৩ শহরের ৩টি (আন্দেজান ইউনিভার্সাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বুখারা ইউনিভার্সাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও হোমো আরিসা) ‖ অংশগ্রহণকারী দল : ২৪টি ‖ মোট ম্যাচ : ৫২টি ‖ মোট গোল : ৩৬২টি ‖ চ্যাম্পিয়ন : ব্রাজিল (ষষ্ঠবার) ‖ রানার্সআপ : আর্জেন্টিনা ‖ সর্বোচ্চ গোলদাতা : মার্সেল (ব্রাজিল); ১০টি ‖ সেরা খেলোয়াড় : দিয়াগো (ব্রাজিল) ‖ সেরা গোলরক্ষক : উইলিয়ান (ব্রাজিল) ‖ ফেয়ার প্লে ট্রফি : পর্তুগাল।

গ্লোবাল টি-২০তে রংপুর রাইডার্স

২৬ নভেম্বর-৭ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত গায়ানায় গ্লোবাল সুপার লিগ অনুষ্ঠিত হবে । পাঁচ দেশের পাঁচটি দল নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য এ টুর্নামেন্টের অনুমতি দেয় ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি রাখা হয় এক মিলিয়ন ডলার। টুর্নামেন্টে সর্বমোট ১১টি ম্যাচ হবে। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ গায়ানায় আন্তর্জাতিক টি-২০ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (BPL) ফ্রাঞ্চাইজি রংপুর রাইডার্স। ৭ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) পরিচালক পর্ষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি চ্যাম্পিয়নদের সাথে গ্লোবাল টি-২০ আসরে অংশ নেবে বাংলাদেশের রংপুর রাইডার্স।

Caribbean Premier League

আয়োজন : ১২তম ‖ আয়োজক : ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট লিগ লিমিটেড ‖ সময়কাল : ২৯ আগস্ট-৬ অক্টোবর ২০২৪ ‖ স্বাগতিক : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ‖ ভেন্যু : ৭টি ‖ ধরন : টি-২০ ‖ অংশগ্রহণকারী দল : ৬টি ‖ মোট ম্যাচ : ৩৪টি ‖ চ্যাম্পিয়ন : সেন্ট লুসিয়া কিংস (প্রথমবার) ‖ রানার্সআপ : গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে ‖ সর্বোচ্চ রান : নিকোলাস পুরান (ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স); ৫০৪ রান ‖ সর্বোচ্চ উইকেট : নুর আহমেদ (সেন্ট লুসিয়া কিংস); ২২টি ‖ ম্যান অব দ্য সিরিজ : নুর আহমেদ (সেন্ট লুসিয়া কিংস)।

দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার

দেশের ফিদে মাস্টার থেকে আন্তর্জাতিক মাস্টার হন নারায়ণগঞ্জের মনন রেজা। আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার পথে মনন ভেঙেছে গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদের রেকর্ড।

১৫ বছর ৫ মাসে তিনি আন্তর্জাতিক মাস্টার (IM) হন। আর মনন রেজা আন্তর্জাতিক মাস্টার হন ১৪ বছর ৩ মাস বয়সে। সে হিসেবে মননই দেশের সবচেয়ে কম বয়সি আন্তর্জাতিক মাস্টার। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠানরত ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে গ্র্যান্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় নিজের তৃতীয় ও শেষ আন্তর্জাতিক নর্মটি হয় তার। উল্লেখ্য, (FIDE) উপাধি হলো আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন (FIDE) কর্তৃক দাবাড়ুদের দক্ষতা ও কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক উপাধি। প্রধান FIDE উপাধিগুলো হলো গ্রান্ড মাস্টার (GM), আন্তর্জাতিক মাস্টার (IM), ফিদে মাস্টার (FM) এবং ক্যান্ডিডেট মাস্টার (CM)। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাঁচজন গ্রান্ড মাস্টার (GM) এবং মননকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মাস্টারের (IM) সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ জনে।

সর্বাধিক রান এখন মুশফিকের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের জার্সিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক এখন মুশফিকুর রহিম। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চেন্নাইয়ে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে রানের খাতা খুলতেই এ মাইলফলক স্পর্শ করেন মিস্টার ডিপেন্ডেবল। ছাড়িয়ে যান তিন ফরম্যাট মিলিয়ে তামিম ইকবালের করা ১৫,১৯২ রানের রেকর্ড। বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত ৯২ টেস্টে ৫,৯৬১ রান, ২৭১ ওয়ানডেতে ৭,৭৯২ রান অন্যদিকে টি-২০তে ১০২ ম্যাচে করেন ১,৫০০ রান। সবমিলিয়ে মুশফিকের রান ১৫,২৫৩।

মাহমুদউল্লাহর বিদায়

১২ অক্টোবর ২০২৪ অলরাউন্ডার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ জাতীয় দলের টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেখা যাবে না তাকে। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে অভিষেক হয় মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের।

টেস্ট	ম্যাচ	ইনিংস	রান	সর্বোচ্চ	৫০
	১৪১	১৩০	২৪৪৩	৬৪*	৮টি

টি-২০	ম্যাচ	ইনিংস	বল	রান	উইকেট
	১৪১	৮০	৯৫০	১,১৩৫	৪১

ইতালির সক্রিয় তিনটি আগ্নেয়গিরি— ইতস্টনা, স্ট্রমবোলি ও ভিসুভিয়াস

কামিন্দুর বিশ্ব রেকর্ড

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নিউজিল্যান্ডের সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে শ্রীলংকার কামিন্দু মেন্ডিস টানা পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস খেলার বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এরফলে পেছনে ফেলেন পাকিস্তানের সৌদ শাকিলকে। এছাড়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৮২ রান করে নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারে ১,০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন শ্রীলংকার কামিন্দু মেন্ডিস। এখন যৌথভাবে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম ১,০০০ রানের মাইলফলক ছোঁয়া ক্রিকেটার ব্রাডম্যান ও কামিন্দু মেন্ডিস।

মুমিনুলের ১৩তম শতক

সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভারত সফরে টেস্ট সিরিজে কানপুর টেস্টের চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে নিজের টেস্ট ক্যারিয়ার ১৩তম সেঞ্চুরি তুলে নেন মুমিনুল হক। ইনিংসের ৬৬তম ওভারে অশ্বিনকে চার মেরে ১৭৩ বলে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান। ১৯৮৪ সালের পর কানপুরে এটি সফরকারী কোনো ব্যাটসম্যানের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। এর আগে ২০০৪ সালে এ ভেন্যুতে সেঞ্চুরি পান দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্ড্র হল। আর ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি করেন মুমিনুল। তার আগে ২০১৭ সালে ভারতের মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম।

নবম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ

সময় : ৩-২০ অক্টোবর ২০২৪ ‖ স্থান : সংযুক্ত আবর আমিরাত ‖ ভেন্যু : দুবাই ও শারজা ‖ অংশগ্রহণকারী দল : ১০ ‖ ম্যাচ : ২৩টি ‖ চ্যাম্পিয়ন : নিউজিল্যান্ড (প্রথমবার) ‖ রানার্সআপ : সাউথ আফ্রিকা ‖ সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ উইকেট : এমিলিয়া কের (নিউজিল্যান্ড); ১৫ ‖ সর্বোচ্চ রান : লরা ওলভারাত (অস্ট্রেলিয়া); ২২৩।
প্রাইজমানি (টাকায়) : মোট : ৯৫ কোটি ৯ লাখ ‖ চ্যাম্পিয়ন : ২৮ কোটি ‖ রানার্সআপ : ১৪ কোটি।
– ২০১৪ সালে বাংলাদেশের নারী বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু হয়। পরের চার বিশ্বকাপে ১৬ ম্যাচ খেলে একটাও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এবারই প্রথম স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পায় বাংলাদেশ নারী দল।

রোনালদোর ১০০

বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি অনুসারীর মাইলফলক স্পর্শ করেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী কিংবদন্তি পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিছু দিন পূর্বেই ৯০০ গোলের কীর্তি গড়েন রোনালদো। রোনালদোর পোস্টে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর লোগো দেখে বোঝা যায়, বর্তমানে তিনি ছয়টি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুসারী ইনস্টাগ্রামে ৬৩.৯০ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮%।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ

আয়োজন : নবম ‖ আয়োজক : দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশন (SAFF) ‖ সময়কাল : ২০-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ‖ স্বাগতিক : ভুটান ‖ ভেন্যু : ১টি— চাংলিমিথাং স্টেডিয়াম, থিম্পু ‖ অংশগ্রহণকারী দল : ৭টি ‖ মোট ম্যাচ : ১২টি ‖ মোট গোল : ৪৪টি ‖ চ্যাম্পিয়ন : ভারত (ষষ্ঠ বার) ‖ রানার্সআপ : বাংলাদেশ ‖ সর্বোচ্চ গোলদাতা : সুজন দাংগোল (নেপাল); ৪টি ‖ সেরা খেলোয়াড় : আরবাশ মোহাম্মদ (ভারত) ‖ সেরা গোলরক্ষক : আহিবাম সুরুজ সিং (ভারত) ‖ ফেয়ার প্লে ট্রফি : ভুটান।

নরওয়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা

নরওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে রেকর্ড গড়েন তারকা ফুটবলার আর্লিং হলান্ড। ১০ অক্টোবর ২০২৪ উয়েফা নেশন্স লিগে অসলোতে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে নরওয়ের ৩-০ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করে হলান্ড ভাঙেন ৮৭ বছরের পুরানো রেকর্ড। জাতীয় দলের হয়ে ম্যানসিটি তারকার গোল ৩৪টি। ১৯২৮-১৯৩৭ সালের মধ্যে নরওয়ের হয়ে খেলা ৪৫ ম্যাচে ইয়োর্গেন করেন ৩৩ গোল। হলান্ড সেই রেকর্ড ভেঙে দেন ৩৬ ম্যাচে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় গ্রিজমানের

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার আঁতোয়ান গ্রিজমান। ফ্রান্সের হয়ে টানা দুই বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা এ ফুটবলার ২০১৮ সালে ছুঁয়ে দেখেন স্বর্ণখচিত বিশ্বকাপ ট্রফি। দেশের হয়ে ১৩৭ ম্যাচে ৪৪ গোল করেন তিনি। ২০১৪ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকেই একাদশে নিয়মিত মুখ ছিলেন তিনি। এদিকে ক্লাব পর্যায়ে ২০০৯ সালে রিয়াল সোসিয়েদাদের জার্সিতে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু হয় গ্রিজমানের।

বিদায় রাফায়েল নাদাল

অভিষেক : ২০০১ ‖ গ্র্যান্ডস্লাম : ২২ ‖ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন : ২০০৯, ২০২২ ‖ ফ্রেঞ্চ ওপেন : ২০০৫-২০১৪, ২০১৭-২০২০ ও ২০২২ ‖ উইম্বলডন : ২০০৮, ২০১০ ‖ ইউএস ওপেন : ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯ ‖ অলিম্পিক স্বর্ণ : ২০০৯ (সিঙ্গেল), ২০১৯ (ডাবল) ‖ ডেভিস কাপ : ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৯।
– ক্যারিয়ারে ২২টি গ্র্যান্ডস্লাম জিতেন রাফায়েল নাদাল। যার ১৪টি এসেছে ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে। রোলা গাঁরোয় সবচেয়ে বেশি শিরোপাজয়ী টেনিস তারাকা তিনি। যার প্রথমটি ২০০৫ সালে ও সর্বশেষ ২০২২ সালে।

শ্বেতপত্র কী ও কেন

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য ২৮ আগস্ট ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় একটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

শ্বেতপত্র

শ্বেতপত্র (White Paper) হলো কোনো বিশেষ বিষয়ে জনগণ বা পার্লামেন্টকে অবহিত করার জন্য সরকারি বিবরণী। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ওয়েবসাইট অনুসারে, সরকারের দ্বারা প্রকাশিত কোনো নীতিগত নথি যেখানে সংসদীয় প্রস্তাবনা থাকে সেগুলোই শ্বেতপত্র। অর্থনীতি ও বিনিয়োগ বিষয়ক জ্ঞানকোষ Investopedia থেকে জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের রিপোর্টে প্রচ্ছদ থাকতো নীল রঙের। যদি রিপোর্টের বিষয়বস্তু সরকারের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ হতো নীল প্রচ্ছদ বাদ দিয়ে সাদা প্রচ্ছদেই সেগুলো প্রকাশ করা হতো। সেই রিপোর্টগুলোকে বলা হতো শ্বেতপত্র। শ্বেতপত্র কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপক তথ্যমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী চালচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করে, যা সরকার বা নীতিনির্ধারকদের তথ্যনির্ভর নীতি প্রণয়ন বা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। কোনো নীতি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে শ্বেতপত্র সরকার কর্তৃক জারি করা হয়ে থাকে অথবা নীতি সংক্রান্ত কোনো কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেও শ্বেতপত্র জারি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন আইন অথবা কোনো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার পূর্বেও শ্বেতপত্র জারি করা হয়।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৯২১-২২ সালে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন উপনিবেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ছিলেন উইনস্টন চার্চিল। এ সময়কালের মধ্যে তার নির্দেশনায় Palestine: Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organisation নামে একটি দলিল প্রকাশ করে যুক্তরাজ্য সরকার। ৩ জুন ১৯২২ প্রকাশিত নয়টি ছোট ছোট নথি-সংবলিত এ দলিলটি Churchill White Paper (চার্চিলের শ্বেতপত্র) বা ফিলিস্তিন বিষয়ক ব্রিটিশ শ্বেতপত্র নামেও পরিচিতি পায়। চার্চিলের শ্বেতপত্র বেলফোর ঘোষণাকে সমর্থন দেয়। বলা হয়ে থাকে, এখান থেকেই White Paper বা শ্বেতপত্র নামকরণটির বিস্তার ঘটে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার গুরুত্বপূর্ণ শ্বেতপত্রের মধ্যে যথাক্রমে রয়েছে পূর্ণ কর্মসংস্থান (১৯৪৫) এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শ্বেতপত্র (১৯৬৪)। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও ইউরোপীয় কমিশনে এ প্রথা অনুসৃত হয়। ১৯৬৮ সালে জনপ্রশাসন সংস্কার সম্পর্কিত ফুলটন কমিটির প্রতিবেদনে 'স্বচ্ছ সরকার' প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে এ প্রথার অধিকতর প্রচলন দেখা যায়।

বাংলাদেশে শ্বেতপত্র

বাংলাদেশে শ্বেতপত্র প্রকাশের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। পূর্বের শ্বেতপত্র প্রকাশের প্রথা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিল। এ প্রথা কোনো প্রস্তাবিত নীতি বা জনস্বার্থ সম্পর্কিত সমস্যার সাথে যুক্ত নয়। বরং কোনো রাজনৈতিক দলের সরকার পরিচালনার পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক শাসক দলের কু-কীর্তির দলিল হিসেবে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ১ অক্টোবর ২০০১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠনের পর ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি ও অনিয়মের ওপর দুই খণ্ডে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে। তাতে আওয়ামী লীগ সরকারের আগের মেয়াদের বিভিন্ন অসঙ্গতির কথা তুলে ধরে।

অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি

বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৪ অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে প্রধান করে সরকার ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। ২৯ আগস্ট ২০২৪ যা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। এরপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কমিটির অন্যান্য সদস্যগণকে মনোনীত করেন।

কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয়াবলি

- বর্ণিত শ্বেতপত্রে দেশের বিদ্যমান অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র থাকার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ, SDG'র বাস্তবায়ন এবং LDC থেকে উত্তরণে করণীয় বিষয়ে প্রতিফলন থাকবে।
- কমিটির সদস্যগণ অবৈতনিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটির দপ্তর পরিকল্পনা কমিশন কমপ্লেক্সে স্থাপিত হবে।
- পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
- সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কমিটির চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।
- কমিটি আগামী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করবে।

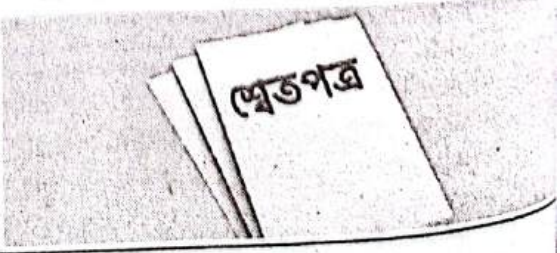

পলিথিন
পরিবেশের নিঃশব্দ ঘাতক

১ মার্চ ২০০২ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আইন করে বিষাক্ত পলিথিন উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। আইনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ২০ বছর ধরে বেড়েই চলেছে পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার। ২০০২ সালের পর ফের ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে সুপারশপে এবং ১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে দেশের কাঁচাবাজারে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

পলিইথিলিন যা জনপ্রিয়ভাবে পলিথিন নামে পরিচিত হলেও আসলে এটি এক ধরনের পলিমার। পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইথিন থেকে প্রাপ্ত পলিমারকে পলিইথিলিন (Polyethylene) বা পলিথিন (Polythene) বলে। পলিথিনের রাসায়নিক সংকেত $(C_2H_4)_n$।

আবিষ্কার

জার্মান রসায়নবিদ হান্স ফন পেখমান ডায়াজোমিথেন অনুসন্ধানের সময় ১৮৯৮ সালে দুর্ঘটনাক্রমে পলিথিন তৈরি করেন। যাকে পলিমিথাইলিন $(CH_2)_n$ বলে অভিহিত করা হয়। এরপর ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ রাসায়নিক কোম্পানি Imperial Chemical Industries (ICI)-এর এরিক ফসেট ও রেজিনাল্ড গিবসন কর্তৃক শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত পলিথিন আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৫ সালে আরেক ICI রসায়নবিদ মাইকেল পেরিন পলিথিনের জন্য পুনরুৎপাদনযোগ্য উচ্চ-চাপ সংশ্লেষণে বিকশিত করেন, যা ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া শিল্প নিম্ন-ঘনত্বের পলিথিন উৎপাদনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। তারপর বিভিন্নভাবে রিফাইন করে ১৯৪৪ সালে বাণিজ্যিকভাবে এ পলিথিনের ব্যবহার শুরু হয়। ১০ জুলাই ১৯৬২ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম হাতলযুক্ত পলিথিন ব্যাগের পেটেন্টের আবেদন করা হয়। সেই থেকে বিশ্বজুড়ে মানুষের হাতে হাতে দেখা যায় এই ব্যাগ। ১৯৮২ সালে সবুজে ঘেরা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পলিথিনের উৎপাদন শুরু হয়।

পলিথিনের ক্ষতিকর দিক

পলিথিন দীর্ঘস্থায়ী, ক্ষয় নাই বরং ভেঙে গিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক নামের ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হয়, এ মাইক্রোপ্লাস্টিক বাতাসের সঙ্গে মিশে শ্বাসের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে, যা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। পলিথিন ব্যাগ অবাধ ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুজনিত রোগ, ক্যান্সার, কিডনি ড্যামেজসহ জটিল রোগে ভুগছে মানব জাতি। পলিথিন মাটিতে মিশে যেতে সময় লাগে ২০০ থেকে ৪০০ বছর। পলিথিন ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলা হয় এসব পলিথিন ব্যাগ। ম্যানহোল, নালা, খাল, নদীতে পড়ে থাকা ব্যাগগুলো বৃষ্টি হলে বিপত্তি ঘটায়। পানি নামার পথ রুদ্ধ হয়ে দেখা দেয় জলাবদ্ধতার সমস্যা।

বাংলাদেশে পলিথিন রুখতে আইন

পলিথিনের ভয়াবহ কালো থাবা থেকে রক্ষা পেতে ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫' সংশোধন করে পলিথিন উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। এরপর পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ৬(ক) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার ১ জানুয়ারি ২০০২ ঢাকা শহরে এবং ১ মার্চ ২০০২ থেকে সারা দেশে পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় সাময়িকভাবে বিস্কুট চানাচুরসহ বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, সিমেন্ট, সার শিল্পসহ মোট ১৪টি পণ্যে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে। তবে ১০০ মাইক্রোনের কম পুরুত্বের পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে না। আইনের ১৫(১) এর ৪(ক) ধারা অনুযায়ী উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণের জন্য অপরাধীদের সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এরপর সরকার পলিথিনের বদলে পাটের ব্যবহারের জন্য ৩ অক্টোবর ২০১০ জাতীয় সংসদে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' পাস করে। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ আইনটি কার্যকর করা হয়। আইনের বলা হয়, যদি কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ পলিথিনসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি বা বাজারজাত করে তা হলে ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা, এমনকি উভয় দণ্ড হতে পারে। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রথমে ছয়টি পণ্য; অর্থাৎ ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনি সংরক্ষণ, সরবরাহ ও মোড়কীকরণে পাটের বস্তা বাধ্যতামূলক করা হয়। ২১ জানুয়ারি ২০১৭ এ তালিকায় আরও যুক্ত হয় মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনে, আলু, আটা, ময়দা ও তুষ-খুদ। ৬ আগস্ট ২০১৮ পোল্ট্রি ও ফিশ ফিডের মোড়কীকরণে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে ১৯টি পণ্যের মোড়ক হিসেবে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭২ দেশ পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

সোনালী ব্যাগ

২০১৬ সালে বিজ্ঞানী মোবারক আহমদ খান পাটের সূক্ষ্ম সেলুলোজ দিয়ে পরিবেশবান্ধব ও উচ্চ পচনশীল পাতলা এবং টেকসই ব্যাগ আবিষ্কার করেন। এটির নামকরণ করা হয় সোনালী ব্যাগ নামে। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে চালু হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থায় আনুপাতিক পদ্ধতি

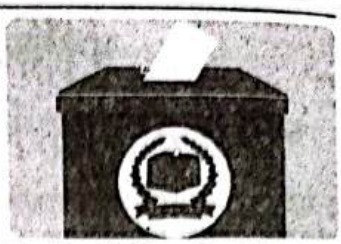

৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বড় অংশ বিদ্যমান পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবর্তে ভোটের আনুপাতিক হারে বা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে মতামত দেয়।

নির্বাচনি ব্যবস্থা

নির্বাচনি ব্যবস্থা হলো সাংবিধানিক নিয়ম অনুসরণ করে জনগণের মতামত জানার ব্যবস্থা। ভোট একটি দেশের জনগণের অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার। এর মাধ্যমে জনগণ কোনো ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আসার জন্য নির্বাচিত করে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত নির্বাচনি ব্যবস্থায় গরিষ্ঠতামূলক শাসন, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার উপস্থিতি দেখা যায়। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাকে গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন রাজনৈতিক-গণতন্ত্রের একটি আবশ্যিক পূর্ব শর্ত।

নির্বাচন পদ্ধতি

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানত দুই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। যার একটি First Preference Plurality (FPP) বা First Past The Post (FPTP) যা আসনভিত্তিক নির্বাচন। এ পদ্ধতিতে একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। FPTP পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সময়ের মধ্যে দলগুলো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। অন্যটি সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি যা Proportional Representation (PR) নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয় না অর্থাৎ আনুপাতিক পদ্ধতির ভোটে ব্যালটে প্রার্থী থাকবেন না। ভোটাররা দলীয় প্রতীকে ভোট দেবেন। একটি দল যে পরিমাণ ভোট পাবে, সেই অনুপাতে সংসদে দলটির প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দল মোট ভোটের ৪০% ভোট পায়, তবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুযায়ী তা সংসদে দলটি ৪০% আসন বরাদ্দ পাবে। বিশ্বের ১৭০টি দেশের মধ্যে ৯১টি দেশে আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত। অনেক দেশে এ দুটির বিকল্প হিসেবে সমন্বিত পদ্ধতিও চালু রয়েছে। সমন্বিত পদ্ধতিতে কিছু আসনে আনুপাতিক ও কিছু আসনে আসনভিত্তিক নির্বাচন হয়।

বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। যার মধ্যে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন একক নির্বাচনি এলাকার সংসদীয় আসন থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। আর নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি জন নির্বাচিত হন ৩০০ সংসদ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় সংসদীয় আসনভিত্তিক অর্থাৎ First Past The Post হিসেবে পরিচিত।

নির্বাচন পদ্ধতির বৈশ্বিক উদাহরণ

■ সমন্বিত পদ্ধতি : জার্মানি

জার্মানির আইনসভা নির্বাচনে প্রতি ভোটার একটি নয়, দুটি ভোট দেন। একটি নিজস্ব কেন্দ্রের পছন্দমত প্রার্থীর জন্য, দ্বিতীয়টি কোনো দলের জন্য। এক্ষেত্রে একজন ভোটার এক দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে অন্য কোনো দলকেও সরাসরি ভোট দিতে পারে। দেশটির নিম্নকক্ষ বুন্দেসট্যাগের সদস্য বা আসন ৫৯৮টি, এর মধ্যে ২৯৯ জন প্রার্থীকে ভোটাররা সরাসরি ভোট দেন। বাকি সদস্যরা পরোক্ষ ভোটে, মানে দ্বিতীয় ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত বা মনোনীত হন। এ দ্বিতীয় ভোট গণনার পর প্রত্যেক দলের মধ্যে আনুপাতিক হারে আসন ভাগ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভোটের কমপক্ষে ৫% না পেলে কোনো দল সংসদের নিম্নকক্ষ বুন্দেসট্যাগে স্থান পায় না।

■ আনুপাতিক পদ্ধতি : শ্রীলংকা

শ্রীলংকার পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা ২২৫টি। এর মধ্যে দেশকে ১৯৬ আসনে ভাগ করে আনুপাতিক পদ্ধতিতে প্রার্থীভিত্তিক সরাসরি ভোট হয়। এ ১৯৬ টি আসন দেশটির ৯টি প্রদেশকে ২২টি নির্বাচনি জেলায় ভাগ করে বণ্টিত হয় দু'ভাবে। প্রতিটি প্রদেশকে দেওয়া হয় ৪টি করে আসন (৩৬টি), আর প্রদেশগুলোর ভেতরে থাকা নির্বাচনি জেলাগুলোকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেওয়া হয় বাকি ১৬০ আসন। এর বাইরে পার্লামেন্টের বাকি ২৯টি আসন রাখা হয় জাতীয়ভিত্তিক আসন হিসেবে। সেগুলো রাজনৈতিক দলগুলো পায় পূর্বোক্ত ১৯৬ আসনে তাদের প্রাপ্ত ভোটের অংশ অনুযায়ী। রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোটের আগেই জাতীয় আসনের প্রার্থীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক নামের তালিকা দিতে হয়। তবে পরে সেই তালিকায় নতুন নামও দেওয়া যায়। কোনো নির্বাচনি জেলায় কোনো দল ৫%-এর কম ভোট পেলে তাদের আসন বণ্টনের বাইরে রাখা হয়। যে দল বা প্রতীক একটা নির্বাচনি জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, তাদের সেই জেলার কোটা থেকে একটা আসন দিয়ে দেওয়া হয় 'বোনাস' হিসেবে।

বেনিটো মুসোলিনি ইতালির প্রেডাপ্পিতে জন্মগ্রহণ করেন ২৯ জুলাই ১৮৮৩

টেকসই উন্নয়নে সামাজিক ব্যবসা

দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক শব্দ। পৃথিবী সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সকল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে দারিদ্র্য ছিল, আছে এবং থাকবে। আধুনিক বিশ্বে যে সকল হাতে গোনা কিছু অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক কিংবা শিল্পপতি আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নানান মত ও তত্ত্বের ভিত্তিতে কাজ করে সফলতা অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের কৃতি সন্তান শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন অভিযাত্রা শুরু করেন। তার এ ভাবনা আলোচিত হয় বিশ্বজুড়ে।

সামাজিক ব্যবসা

সামাজিক ব্যবসা বা Social Business এমন ধরনের ব্যবসা, যেখান থেকে উদ্যোক্তারা বা বিনিয়োগকারীরা মুনাফার অর্থ নিজেরা গ্রহণ করেন না। ব্যবসা সম্প্রসারণে কিংবা নতুন ব্যবসায় মুনাফার টাকা পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। এ সামাজিক ব্যবসায় অন্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ধারণাটির প্রবক্তা

বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে দুটি তত্ত্ব দীর্ঘদিন যাবত প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। নানা কারণে এখন আর সমাজতন্ত্র আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নেই। কিন্তু সারা বিশ্বজুড়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে পুঁজিবাদ বিরাজ করছে। সেই পুঁজিবাদও আজ নানা কারণে সংকট ও প্রশ্নের সম্মুখীন। বিশ্বের ধনবাদী দেশগুলো এখন আর সনাতন পুঁজিবাদে সন্তুষ্ট নয়। তাদের অনেকে মনে করেন পুঁজিবাদের একটা সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এরকম বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ঋণের উদ্ভাবক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন তার 'সামাজিক ব্যবসা' তত্ত্ব। যার মূল লক্ষ্য মুনাফার পরিবর্তে মানবকল্যাণ। ২০০৭ সালে 'সামাজিক ব্যবসা' ধারণাটি প্রবর্তন করেন। এ ব্যবসায় বিনিয়োগকারী একটা সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করবেন, কিন্তু সেই ব্যবসা থেকে বিনিয়োগকারী কোনো ধরনের মুনাফা গ্রহণ করবেন না। শুধু বিনিয়োগের অর্থ তুলে নিতে পারবেন। মুনাফার অর্থ দিয়ে নতুন কোনো সামাজিক ব্যবসা শুরু করতে পারেন অথবা বর্তমান ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে পারবেন। অর্থাৎ, বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির যে উন্মাদনা দেখা যায় তার বাইরে ব্যবসাকে সামাজিক কল্যাণের জন্য নিয়ে আসাই সামাজিক ব্যবসার মূলকথা।

মূলনীতি

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরমের সম্মেলনে তিনি সামাজিক ব্যবসার ৭টি মূলনীতি ঘোষণা করেন। সামাজিক ব্যবসার ৭টি মূলনীতি হলো—

- দারিদ্র্য বিমোচনসহ এক বা একাধিক বিষয় যেমন— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত খাতে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত মুনাফাবিহীন কল্যাণকর ব্যবসা এটি।
- সকলের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করাই এ ব্যবসার লক্ষ্য।
- সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থই ফেরত পাবে, এর বাহিরে কোনো প্রকার লভ্যাংশ নিতে পারবেন না।
- বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নেওয়ার পর বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা কোম্পানির সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হবে।
- এ ব্যবসা হবে পরিবেশবান্ধব।
- এখানে যারা কাজ করবেন তারা ভালো কাজের পরিবেশ ও চলমান বাজার অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাবেন।
- সামাজিক ব্যবসা হবে আনন্দের সাথে ব্যবসা।

সামাজিক ব্যবসা দিবস

সামাজিক ব্যবসা দিবস একটি বার্ষিক আয়োজন যেখানে সামাজিক ব্যবসার নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তারা পৃথিবীর জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণে তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরস্পরের সাথে বিনিময় করতে সমবেত হন। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্ম ২৮ জুন ১৯৪০। ২৮ জুন ২০১০ থেকে তারিখটি সামাজিক ব্যবসা দিবস বা Social Business Day হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিনটি পালন করার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে ইউনূস সেন্টার। বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইউনূস। এটি দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে কাজ করে।

সামাজিক ব্যবসা সম্মেলন

'বৈশ্বিক সামাজিক ব্যবসা সম্মেলন' সামাজিক ব্যবসা বিষয়ক পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম বার্ষিক আয়োজনের একটি, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ, সমর্থক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ব্যবসার ভূমিকার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। ২৭-২৮ জুন ২০২৪ ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ১৪তম সামাজিক ব্যবসা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বিখ্যাত শিল্পী ডোনাটোলা ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন ১৩৮৬ সালে

SDG

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

শেষ পর্ব

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) গৃহীত হয়। যাতে ১৭টি অভীষ্ট রয়েছে। SDG'র ধারাবাহিক আয়োজনের শেষ পর্বে রয়েছে অভীষ্ট ১৬ ও ১৭-এর বিস্তারিত আলোচনা।

১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন; সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকলস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।

১৬.১ সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা।

১৬.২ শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।

১৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রবর্ধন এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা।

১৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো।

১৬.৫ সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

১৬.৬ সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ।

১৬.৭ সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.৮ বৈশ্বিক শাসন-পরিচালন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা।

১৬.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান।

১৬.১০ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করাসহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা প্রদান।

১৬.ক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধসহ সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবিলার সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

১৬.খ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন আইন ও নীতিমালার প্রবর্ধন ও প্রয়োগ।

১৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

অর্থায়ন

১৭.১ আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা।

১৭.২ উন্নত দেশকর্তৃক প্রতিশ্রুত উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্থূল জাতীয় আয়ের (GNI) ০.৭% এবং স্বল্পোন্নত দেশের জন্য GNI-এর ০.১৫%-০.২০% সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ODA) প্রদানের লক্ষ্য অর্জন।

১৭.৩ বহুবিধ উৎস হতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ আহরণ।

১৭.৫ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

প্রযুক্তি

১৭.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ে এবং এ সংশ্লিষ্ট অভিগম্যতার ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

১৭.৮ ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালু।

বাণিজ্য

১৭.১১ বৈশ্বিক রপ্তানিতে ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ দ্বিগুণ বৃদ্ধিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

বহুঅংশীভিত্তিক অংশীদারত্ব

১৭.১৬ সকল দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানকল্পে বহু অংশীভিত্তিক অংশীদারতার মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ আহরণ ও বণ্টন সম্পূরণের দ্বারা টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব বৃদ্ধি।

১৭.১৭ অংশীদারতার অভিজ্ঞতা ও সংস্থান কৌশলের ওপর ভিত্তি করে কার্যকর সরকারি, সরকারি-বেসরকারি ও সুশীল সমাজের অংশীদারত্ব প্রবর্ধন ও উৎসাহ প্রদান।

উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা

১৭.১৯ ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সম্পূরক হিসেবে টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপে বিদ্যমান উদ্যোগের উন্নতি সাধন এবং পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান।

[স্থান সংকুলানের অভাবে সকল ধারা উল্লেখ করা হয়নি।]

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে জানার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের টেকনিক। তাই এবারের পর্বে রয়েছে— বিশ্বের যে সকল সংস্থার সদর দপ্তর নেই এবং যে সংস্থার সদর দপ্তর পরিবর্তন করা হয়েছে।

সদর দপ্তর নেই

যে সকল আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর থাকে তখন তার প্রধান নির্বাহী থাকেন। প্রধান নির্বাহী পদবি হতে পারে প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, মহাপরিচালক প্রভৃতি। সংস্থার সনদ অনুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ তিনি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। অন্যদিকে যদি প্রধান নির্বাহী না থাকে তাহলে সদর দপ্তর থাকে না।

♦ যে সকল সংস্থার সদর দপ্তর নেই

- Non-Aligned Movement (NAM)
- Group-20
- BRICS
- Group-7
- Group-77
- Asia Pacific Network of Science Technology Centres (ASPAC)
- Asian Region Forum (ARF)

১. 'ব্রিকস'-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক প্রিটোরিয়া গ সেন্টপিটার্সবার্গ
গ সাংহাই ঘ নয়াদিল্লি
[Note : সদর দপ্তর নেই]

২. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ২০১৯]
ক বান্দুং খ জেদ্দা গ রিয়াদ ঘ ভিয়েনা
[Note : সদর দপ্তর নেই]

৩. নিচের কোন সংস্থাটির স্থায়ী সদর দপ্তর নেই? [৪০তম বিসিএস]
ক NATO খ NAM
গ EU ঘ ASEAN

৪. জি২০-এর সদর দপ্তর কোথায়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক ২০২৪]
ক সদর দপ্তর নেই খ ভিয়েনা
গ ভারত ঘ অস্ট্রিয়া

বিভিন্ন সংস্থার পরিবর্তিত সদর দপ্তর

১. প্রতিষ্ঠাকালীন আরব লীগের সদর দপ্তর কোথায় ছিল? [PSC'র সহকারী পরিচালক ১৯৯৪]
ক তিউনিস খ কায়রো
গ রাবাত ঘ দামেস্ক

২. আরব লীগের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [১৫তম বিসিএস]
ক তিউনিস, তিউনিশিয়া
খ কায়রো, মিসর
গ রাবাত, মরক্কো
ঘ জেদ্দা, সৌদি আরব

৩. অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর কোথায়? [২৭তম বিসিএস]
ক নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র খ নাইরোবি, কেনিয়া
গ লন্ডন, যুক্তরাজ্য ঘ হেগ, নেদারল্যান্ড

৪. সর্বপ্রথম কোথায় ওপেকের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়? [৩৯তম বিসিএস]
ক জেনেভা খ ভিয়েনা গ জেদ্দা ঘ বাগদাদ

৫. ইন্টারপোলের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]
ক লন্ডন খ লিঁও
গ রোম ঘ প্যারিস

সংস্থা	পূর্বের স্থান	বর্তমান স্থান
North Atlantic Treaty Organisatin (NATO)	প্যারিস, ফ্রান্স	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
আরব লীগ	তিউনিস, তিউনিসিয়া	কায়রো, মিসর
অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	নাইরোবি, কেনিয়া
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	অস্ট্রিয়া, ভিয়েনা
ইন্টারপোল	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	লিঁও, ফ্রান্স
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO)	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা (WMO)	লুজান, সুইজারল্যান্ড	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)	কলম্বো, শ্রীলংকা	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৫ এপ্রিল ১৪৫২

তথ্যকোষে রূপক কথা

রাজনীতি ও অর্থনীতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা শব্দপুঞ্জ ব্যবহৃত হয়। সে শব্দগুলোর বিভিন্ন পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। বর্তমানে আলোচিত কিছু শব্দ নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

ট্রাভেল ডকুমেন্ট (TD)

Travel Document হলো একটি ভ্রমণ নথি বা পরিচয়পত্র যা কোনো দেশের সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক ইস্যু করা হয়। রাষ্ট্রহীন বিবেচিত কোনো আশ্রয় প্রার্থীকে এ ডকুমেন্ট দেওয়া হয়। ট্রাভেল ডকুমেন্টের অন্য নাম আইডেন্টিটি সার্টিফিকেট।

ওজেম্পিক

Ozempic সেমাগ্লুটাইডের ব্র্যান্ড নাম এবং এটি একটি অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধ যা 'গ্লুকাগন-লাইক পেপটাইড-১ রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট' নামক ওষুধের শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত। Ozempic একটি স্ব-ইনজেকশনযোগ্য কলম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন ব্যক্তিদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাসের চিকিৎসায় সাহায্য করে যারা প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

রেইনবো নেশন

Rainbow nation শব্দটি ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর বর্ণবাদ-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রকাশ করার জন্য আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর দ্বারা প্রচলন হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা তার কার্যকালের প্রথম মাসে এ বাক্যাংশটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যখন তিনি ঘোষণা দেন: আমাদের প্রত্যেকেই এ সুন্দর দেশের মাটির সাথে প্রিটোরিয়ার বিখ্যাত জ্যাকারান্ডা গাছ এবং বুশভেল্ডের মিমোসা গাছের মতোই নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। যা নিজের এবং বিশ্বের সাথে শান্তিতে একটি রংধনু জাতি হিসেবে পরিচিত।

শ্বেতহস্তী

শ্বেতহস্তী শব্দটি মিয়ানমার, থাইল্যান্ড (সিয়াম), লাওস ও কম্বোডিয়ায় দক্ষিণপূর্ব এশীয় রাজাদের সংরক্ষিত পবিত্র সাদা হাতি থেকে উদ্ভূত। থাইল্যান্ড ও বার্মায় সাদা হাতি রাখা হলো রাজার ন্যায়বিচার ও ক্ষমতার প্রতীক। বর্তমানে শ্বেতহস্তী বলতে বোঝায় এমন সম্পত্তি বা প্রকল্প যার খরচ, বিশেষ করে রক্ষণাবেক্ষণ, এটির প্রয়োজনীয়তা ও লাভের অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি।

উইন্ডো শপিং

Window Shopping বলা হয় যেখানে একজন ভোক্তা কেনার অভিপ্রায় ছাড়াই পণ্য পরীক্ষা করে। ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, উইন্ডো শপিং একটি বিনোদন হতে পারে বা একটি পণ্যের বিকাশ, ব্র্যান্ডের পার্থক্য বা বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে তথ্য পেতে ব্যবহার করা হয়।

Oligarchy

ইংরেজি Oligarchy শব্দটি গ্রিক শব্দ অলিগোস অর্থ 'সামান্য' এবং আর্খো অর্থ 'শাসনের জন্য' থেকে এসেছে। Oligarchy বলতে ক্ষমতার একটি কাঠামোকে বোঝায় যেখানে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। বংশমর্যাদা, সম্পদ, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা অথবা ব্যবসা, ধর্মীয় এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে এ সকল লোক নির্ধারিত হয়। এ সকল অধ্বল বা রাজ্য অতি সামান্য কিছু ব্যক্তি বা পরিবার কর্তৃক শাসিত হয় যারা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

ক্রলিং পেগ

Crawling peg হলো দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি মুদ্রার বিনিময় হারকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামা করার অনুমতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা-ডলারের যে বিনিময় হার পদ্ধতি ঠিক করে তাই হলো 'ক্রলিং পেগ'।

ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড

যে কোনো নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর নির্দিষ্ট একটি সময়কালকে ত্রুটি দায়িত্বকাল Defect Liability Period (DLP) বলা হয়, যার মধ্যে ঠিকাদার যে কোনো ত্রুটি মেরামতের জন্য দায়ী থাকে। এ সময়কাল সাধারণত প্রকল্প ক্লায়েন্টের কাছে হস্তান্তর করার পর থেকে শুরু হয় এবং চুক্তি উপর ভিত্তি করে সাধারণত ৬ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়

Broad Money

সংকীর্ণ অর্থ এবং ব্যাংকের মেয়াদি আমানতের সমষ্টি হলো বিস্তৃত অর্থ বা বিস্তৃত মুদ্রা। অর্থাৎ $M_2 = M_1 + T$ যেখানে, M_2 = বিস্তৃত মুদ্রা, $M_1 = C + D$ এবং T = তফসিল ব্যাংকের মেয়াদি আমানত।

Narrow Money

জনগণের হাতের নগদ অর্থ এবং ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টি হলো সংকীর্ণ মুদ্রা। সংকীর্ণ মুদ্রাকে প্রকাশ করা হয়: $M_1 = C + D$ যেখানে, M_1 = সংকীর্ণ মুদ্রা, C = জনগণের হাতের নগদ অর্থ এবং D = বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত।

এক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স

Axis of Resistance হলো মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর একটি নেটওয়ার্ক। যার দ্বারা গঠিত ইরান মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের প্রভাব মোকাবিলায় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে ব্যবহার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ গোষ্ঠীগুলোর বেশিরভাগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে।

ইতালির দ্বীপ সেন্ট এলবাতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে নির্বাসন দেওয়া হয় ১৮১৪ সালে

কমনওয়েলথ

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়া রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় কমনওয়েলথ। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ এ সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা।

প্রতিষ্ঠা

উনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেধে উঠলে ১৮৮৭ সাল থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন উপনিবেশের সরকার প্রধানদের সাথে ইম্পেরিয়াল কনফারেন্স নামে এক বৈঠক শুরু হয়। ১৯২৩ সালের কনফারেন্সে বিভিন্ন অঞ্চল বা ডোমিনিয়নকে ব্রিটিশ রাজ্যের নামে আলাদাভাবে চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯ নভেম্বর ১৯২৬ বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস ধারণা গৃহীত হয়। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ওয়েস্টমিনিস্টার সংবিধির মাধ্যমে উপনিবেশগুলোকে পূর্ণ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আইরিশ ফ্রি স্টেট (বর্তমান আয়ারল্যান্ড), নিউজিল্যান্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড (বর্তমানে কানাডার অন্তর্ভুক্ত), দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাজ্যের সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস' গঠিত হয়। ২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ প্রধানমন্ত্রীদের চতুর্থ সম্মেলনে লন্ডন ঘোষণার মাধ্যমে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দিয়ে আধুনিক কমনওয়েলথ গঠিত হয় আর নামকরণ করা হয় The Commonwealth।

Commonwealth Realm

১৯৩১ সালে ওয়েস্টমিনিস্টার সংবিধির মাধ্যমে কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ব্রিটিশ রাজা বা রানিকে মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা করা হয়, যা ব্রিটিশ Commonwealth Realm নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৯ সালে লন্ডন ঘোষণার মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশের প্রধান হিসেবে ব্রিটিশ রাজা বা রানির প্রতি আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশে থাকা যুক্তরাজ্যসহ ১৫টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমানে ব্রিটিশ রাজা বা রানি। দেশগুলো ব্রিটিশ রাজা বা রানিকে আনুষ্ঠানিকভাবেই তাদের রাজা বা রানি হিসেবে সম্মান করে। ব্রিটিশ রাজা বা রানি এসব দেশে একজন গভর্নর জেনারেলকে নিয়োগ দেন, যারা Commonwealth Realm ভুক্ত দেশগুলোতে রাজা বা রানির প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৫টি দেশ হলো— যুক্তরাজ্য, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, অস্ট্রেলিয়া, বাহামাস, বেলিজ, কানাডা, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রানাডাইন্স, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং টুভ্যালু।

সচিবালয়

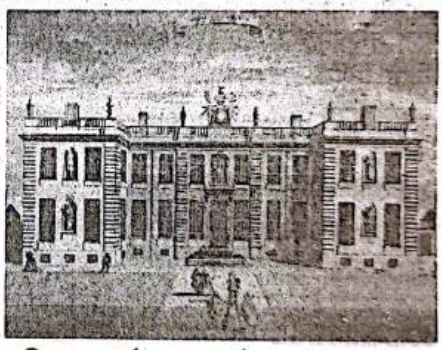

১৯৬৫ সালের পূর্বে কমনওয়েলথের কোনো সচিবালয় ছিল না। ২৫ জুন ১৯৬৫ লন্ডনের মার্লবোরো হাউসে কমনওয়েলথ সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ অক্টোবর ১৯৭৬ কমনওয়েলথ সচিবালয় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মর্যাদা লাভ করে।

কমনওয়েলথ সনদ

কমনওয়েলথ সনদ (Commonwealth Charter) মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষার একটি দলিল। ২০১২ সালের পূর্বে কমনওয়েলথের কোনো গঠনতান্ত্রিক কাঠামো ছিল না। ২৮-৩০ অক্টোবর ২০১১ অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের ২২তম সম্মেলনে সনদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। এরপর ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ কমনওয়েলথ সনদ গৃহীত হয়। ১১ মার্চ ২০১৩ কমনওয়েলথ দিবসে লন্ডনের মার্লবোরো হাউসে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ আনুষ্ঠানিকভাবে সনদে স্বাক্ষর করেন। সনদে মোট ১৬টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

১৬টি অনুচ্ছেদ

(১) গণতন্ত্র (২) মানবাধিকার (৩) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা (৪) সহনশীলতা, সম্মান এবং বোঝাপড়া (৫) মত প্রকাশের স্বাধীনতা (৬) ক্ষমতা পৃথকীকরণ (৭) আইনের শাসন (৮) সুশাসন (৯) টেকসই উন্নয়ন (১০) পরিবেশ সুরক্ষা (১১) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান (১২) লিঙ্গ সমতা (১৩) কমনওয়েলথের তরুণদের গুরুত্ব (১৪) ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া (১৫) দুর্বল রাজ্যগুলির প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া ও (১৬) নাগরিক সমাজের ভূমিকা।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই ইতালির পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৪

CamScanner

কমনওয়েলথের প্রধান

২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ কমনওয়েলথের প্রধান পদটি সৃষ্টি করা হয়। রাজা ষষ্ঠ জর্জ কমনওয়েলথের প্রথম প্রধান (নেতা) ছিলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ষষ্ঠ জর্জ মারা যাওয়ার পর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করার সূত্রে কমনওয়েলথ জোটেরও প্রধান হন। সর্বশেষ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাজা তৃতীয় চার্লস ৫৬টি স্বাধীন দেশের জোট কমনওয়েলথের নতুন প্রধান হন ।

ষষ্ঠ জর্জ দ্বিতীয় এলিজাবেথ তৃতীয় চার্লস

হাইকমিশন

রাষ্ট্রদূত একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবিশেষ, যিনি কোনো নির্দিষ্ট দেশের সরকারের পক্ষ থেকে অন্য কোনো স্বাধীন দেশ, সরকার কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কূটনৈতিক কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। কিন্তু ব্রিটিশকর্তৃক শাসিত যেসকল দেশ কমনওয়েলথের সদস্য তারা যখন একে অপর দেশে দূতাবাস স্থাপন করে তাকে হাইকমিশন বলে (High Commission)। আর দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতরা 'হাইকমিশনার' নামে পরিচিত।

CPA COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION

কমনওয়েলথভুক্ত দেশের আইনসভার সংগঠন Commonwealth Parliamentary Association (CPA)। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় CPA সেসব দেশের সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টব্যক্তিদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ১৮ জুলাই ১৯১১ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে CPA এর নাম ছিল Empire Parliamentary Association। ১৯৪৯ সালে বর্তমান নামকরণ করা হয়। CPA-তে কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মিলিয়ে মোট ১৮০টি আইনসভার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ CPA'র সদস্যপদ লাভ করে। CPA'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির প্রধান চেয়ারপারসন। চেয়ারপারসনের মেয়াদকাল তিন বছর। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে CPA'র নির্বাহী কমিটির ২১তম চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথের মূল রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যুক্তরাজ্যের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষত, বিবিসি, লন্ডন টাইমস, দ্য সান, গার্ডিয়ান, মিরর পত্রিকা স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের জন্য ব্যাপক সাহায্য করে। ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করে। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনীতিতে সরকার বিরোধীদলের দাঙ্গাপূর্ণ সম্পর্ক অবসানে বিভিন্ন সময় কমনওয়েলথ মহাসচিব মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন।

জানা-অজানায় কমনওয়েলথ

- ২০১২ সালের আগে কমনওয়েলথে কোনো সংবিধান ছিল না।
- বর্তমানে কমনওয়েলথভুক্ত ১৪টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃত।
- বিশ্বের চারভাগের একভাগ ভূমি কমনওয়েলথভুক্ত।
- বিশ্বজুড়ে— ছয়টি মহাদেশের প্রায় ২৪০ কোটি মানুষের অন্তর্ভুক্তি।
- জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের চতুর্থ বৃহত্তম রাষ্ট্র।
- কমনওয়েলথের দুটি দেশ ন্যাটোর সদস্য— কানাডা ও যুক্তরাজ্য।
- কমনওয়েলথের দুটি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য— সাইপ্রাস ও মাল্টা।
- গ্যাবন ও নাইজেরিয়া একইসাথে ওপেক এবং কমনওয়েলথ-এর সদস্য।
- কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় ১ মার্চ ১৯৬৬।
- কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় ২০১২ সালে।
- কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশন (CSC) যাত্রা শুরু করে ১৯৫৯ সালে।
- কমনওয়েলথ গেমস প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৬-২৩ আগস্ট ১৯৩০ (হ্যামিল্টন, কানাডা)।
- ৬৩তম Commonwealth Parliamentary Conference (CPC) অনুষ্ঠিত হয় ১-৮ নভেম্বর ২০১৭ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- কমনওয়েলথের বৃহত্তম দেশ ➤ আয়তনে কানাডা • জনসংখ্যায় : ভারত।
- কমনওয়েলথের ক্ষুদ্রতম দেশ ➤ আয়তনে নাউরু • জনসংখ্যায় : টুভ্যালু।
- উপনিবেশ হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য নয় বাহরাইন, ইরাক, মিসর, জর্ডান, কুয়েত, মিয়ানমার, কাতার, সুদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন।

সম্মেলন

সদস্য-দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলি আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রতি দুই বছর অন্তর কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১-১৬ মে ১৯৪৪ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন সম্মেলনের শিরোনাম ছিল Commonwealth Prime Minister's Conference (CPMC)। ১৯৭১ সালে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের নামকরণ করা হয় কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন (Commonwealth Heads of Government Meeting- CHOGM)। ১৪-২২ জানুয়ারি ১৯৭১ সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথের সরকার প্রধান পর্যায়ের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন (CHOGM) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত কমনওয়েলথের সকল সভা লন্ডনেই অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু পরে সরকার প্রধানদের সভা ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাদেশভিত্তিক সদস্য দেশসমূহ

- **আফ্রিকা ➤ ২১**— ক্যামেরুন, বতসোয়ানা, রুয়ান্ডা, ঘানা, গাম্বিয়া, কেনিয়া, লেসোথো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসওয়াতিনি, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, মালাবি, মরিশাস, সিচেলেস, গ্যাবন ও টোগো।
- **উত্তর আমেরিকা ➤ ১২**— কানাডা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামাস, বার্বাডোস, ডোমিনিকা গ্রানাডা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া ও বেলিজ।
- **এশিয়া ➤ ৮**— বাংলাদেশ, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ভারত, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ।
- **দক্ষিণ আমেরিকা ➤ ১**— গায়ানা।
- **ওশেনিয়া ➤ ১১**— অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, ভানুয়াতু, নাউরু, নিউজিল্যান্ড ও টুভ্যালু।
- **ইউরোপ ➤ ৩**— যুক্তরাজ্য, সাইপ্রাস ও মাল্টা।

Fact File

নাম : The Commonwealth ♦ পূর্বনাম : British Commonwealth of Nations ♦ প্রতিষ্ঠা : ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ ♦ আধুনিক কমনওয়েলথ হিসেবে আত্মপ্রকাশ : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ ♦ সদর দপ্তর : লন্ডন, যুক্তরাজ্য ♦ বর্তমান প্রধান : রাজা তৃতীয় চার্লস ♦ নির্বাহী প্রধান : মহাসচিব • মেয়াদকাল : ৪ বছর • প্রথম মহাসচিব : আরনল্ড স্মিথ, কানাডা (১ জুলাই ১৯৬৫-৩০ জুন ১৯৭৫) • বর্তমান ও প্রথম নারী মহাসচিব : প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য (১ এপ্রিল ২০১৬–বর্তমান) ♦ কমনওয়েলথ দিবস : প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার ♦ সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতের পদবি : হাইকমিশনার ♦ বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৫৬টি • সর্বশেষ সদস্য দেশ : টোগো (২৫ জুন ২০২২) • বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ : ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ (৩২তম) ♦ শীর্ষ সম্মেলন ➤ প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের : প্রথম ১-১৬ মে ১৯৪৪ (লন্ডন, যুক্তরাজ্য) • শেষ ৭-১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ (লন্ডন, যুক্তরাজ্য) | সরকার প্রধানদের শীর্ষ পর্যায়ের : প্রথম ১৪-২২ জানুয়ারি ১৯৭১ (সিঙ্গাপুর) • শেষ ২১-২৫ অক্টোবর ২০২৪ (আপিয়া, সামোয়া) ♦ সদস্যপদ প্রত্যাহার বা ত্যাগকারী দেশ : ২টি (আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে)।

পরীক্ষার প্রশ্নে কমনওয়েলথ

১. কমনওয়েলথ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [ঢাবি 'গার্হস্থ্য অর্থনীতি' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ⓐ ১৯৪৬ ⓑ ১৯৪৮ ⓒ ১৯৫২ ⓓ ১৯৬৫
[Note : ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১]

২. 'কমনওয়েলথ'-এর সদর দপ্তর কোথায়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১২]
ⓐ প্যারিস ⓑ পার্থ ⓒ ম্যানিলা ⓓ লন্ডন

৩. কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট যে অট্টালিকায় অবস্থিত তার নাম কী? [২২তম বিসিএস]
ⓐ মার্লবোরো হাউজ ⓑ হোয়াইট হাউজ
ⓒ বাকিংহাম প্রাসাদ ⓓ দি চেকার্স

৪. কমনওয়েলথের প্রধান কে? [জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ২০০৯]
ⓐ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ⓑ ইংল্যান্ডের রানি/রাজা
ⓒ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ⓓ জাতিসংঘের মহাসচিব

৫. কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা— [১৭তম বিসিএস]
ⓐ ৪৮ ⓑ ৫০ ⓒ ৫২ ⓓ ৫৬

৬. একমাত্র কোন দেশ একইসাথে ওপেক এবং কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত? [ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০১৬-১৭]
ⓐ নরওয়ে ⓑ নাইজেরিয়া
ⓒ ওমান ⓓ সৌদি আরব
[Note : বর্তমানে একই সাথে ওপেক ও কমনওয়েলথের সদস্য দেশ দুটি— গ্যাবন ও নাইজেরিয়া।]

৭. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের কততম সদস্য? [জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ২০১২]
ⓐ ৩০তম ⓑ ৩২তম ⓒ ৩৪তম ⓓ ৩৬তম

৮. নিচের কোন কমনওয়েলথ রাষ্ট্রটি ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ ছিল না? [NSI-এর ফিল্ড অফিসার ২০১৯]
ⓐ দক্ষিণ আফ্রিকা ⓑ মালয়েশিয়া
ⓒ অস্ট্রেলিয়া ⓓ মোজাম্বিক

৯. কমনওয়েলথের কোন দেশটি যুক্তরাজ্যের রাজা ও রানিকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করে? [১৪তম বিসিএস]
ⓐ অস্ট্রেলিয়া ⓑ কানাডা
ⓒ সাইপ্রাস ⓓ মরিসাস

উত্তর

১.	Note
২.	ⓓ
৩.	ⓐ
৪.	ⓑ
৫.	ⓓ
৬.	ⓑ
৭.	ⓑ
৮.	ⓓ
৯.	ⓐ

CamScanner

প্রবন্ধ | বৈষম্যরোধে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতার পর থেকে সবক্ষেত্রে একটি বৈষম্য সৃষ্টি হয়। নাগরিকের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা রক্ষায় এবং বৈষম্যহীন ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ নির্মাণে সকল প্রকার বৈষম্য ও সামাজিক অনিয়ম-অবিচার এবং অসাম্য দূর করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় গ্রহণ করার শপথ নিয়ে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী রাষ্ট্র সংস্কার। ছাত্র-জনতার আন্দোলন ২০২৪ এ সকল অচলায়তন ভেঙে বৈষম্য দূরীকরণে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস কর্তৃক রাষ্ট্র সংস্কারের ঘোষণা নতুন করে আশা বাঁধছে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মনে।

'বৈষম্য' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ discrimire থেকে এসেছে যার অর্থ বিচ্ছিন্ন করা, পার্থক্য করা। বৈষম্য বলতে আমরা বুঝি নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন লোকেরা নির্দিষ্ট গুণহীন বা কম গুণসম্পন্ন লোকদের নিচু করে দেখা কিংবা যথাযথ কর্মদক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাকেই বৈষম্য বলে। অন্যদিকে, পূর্বে যা ছিল তার নব্য প্রায়োগিক বাস্তব সম্মত পরিমার্জনই হলো সংস্কার। সংস্কারের বাংলা অর্থ মেরামত বা সঠিক করা।

ধারণা

ম্যাগনাকার্টা হলো রাষ্ট্র সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ১৫ জুন ১২১৫ স্বৈরাচারী ব্রিটিশ রাজা জন সামন্তদের চাপে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার প্রধান শর্ত স্থানীয় প্রতিনিধিদের অনুমতি ছাড়া রাজা নাগরিকের স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

পটভূমি

সীমিত স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নাগরিকের প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের দাবি আসে। ১৯০৯, ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারত নামে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার করা হয়। পাকিস্তানি শাসনামলে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৪, সংবিধান প্রণয়ন ১৯৫৬, শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬২, ছয় দফা ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন কেন্দ্র করে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্র সংস্কার বা রাষ্ট্র মেরামত অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বারবার উঠে আসছে তাহলো 'রাষ্ট্র সংস্কার'। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সংস্কার হলো— সাংবিধানিক সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনকালীন প্রশাসনের আইনি সংস্কার, বাজেট, ব্যাংক, শেয়ার বাজারসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো এবং সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাঠামোরও সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়া বৈষম্যরোধে সকল ক্ষেত্রে সমতা প্রয়োজন।

■ **মানবাধিকার :** ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয় 'সকলেই যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী' (অনুচ্ছেদ ৭)। ১৯৬৫-এ (অনুচ্ছেদ ২) সকল প্রকারের বর্ণবৈষম্যে নির্মূলের আন্তর্জাতিক কনভেনশন উল্লেখ করে যে 'জাতিগত, ধর্মীয় ও জাতীয় ঘৃণা সমস্ত প্রকাশ এবং অনুশীলনকে' জাতিসংঘের সনদ এবং সর্বজনীন ঘোষণার লঙ্ঘন হিসেবে নিন্দা করে একটি প্রস্তা গৃহীত হয়। মানবাধিকার রক্ষায় 'জাতিগত, ধর্মীয় এবং জাতী বিদ্বেষের সমস্ত প্রকাশ রোধ করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার' আহ্বান জানানো হয়।

■ **সবার জন্য সমান-সুযোগ নিশ্চিত করা :** বাংলাদেশ সংবিধানে ১৯(২) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা রয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজি ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদে মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এ প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনে উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' এ অবস্থায় রাষ্ট্রের সিংহভ সম্পদ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর হাতে তুলে দিয়ে তাদের নি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিকৌশল বাংলাদেশের সংবিধান কিছুতে অনুমোদন করে না।

■ **নারী-পুরুষের সমতা :** বাংলাদেশের সংবিধানে নারীকে সমান অধিকার নিশ্চিত করা হলেও সামাজিক, অর্থনৈতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে এখনও তারা তাদের মৌলি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংবিধানের ১০নং অনুচ্ছে অনুযায়ী জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্র নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অথচ বাস্ত বৈষম্য দূর করে, সমান কর্মসংস্থানের সুযোগের ধারণ বাংলাদেশে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

■ **ধর্মীয় সম্প্রীতি :** বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে হয়, (১) শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তি রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না। এবং (২) রা জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাক বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী সাংবিধা বিধান রয়েছে যা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে যেকোনো ধর বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি কার্যবি জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য স অধিকার প্রদান করে যেকোনো ধরনের বৈষম্য বা সহিংস বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

ভার্জিলকে রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়

■ **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা :** বৈষম্যহীন মূল্যবোধ প্রচারের জন্য গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমগুলো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরতে পারে কর্তৃপক্ষের কাছে, এবং তথ্য ও ভাবনা বিনিময়ের প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত করা হলে, এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জায়গাটি ভেঙে পড়ে ফলে নেওয়া হতে থাকে দুর্বল সব সিদ্ধান্ত।

■ **রাজনৈতিক ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা হলো গণতন্ত্র এবং সুশাসন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে জনগণের সমন্বয়হীনতার অভাব এককেন্দ্রিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশের রাজনৈতিক চালচিত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে, এই জটিল পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে দেশের আপামর জনতাকে সম্পৃক্ত করে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কার করে পরিশুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

■ **আইন ও বিচার বিভাগ :** বিচার বিভাগ সুষ্ঠু স্বাধীনভাবে বিচার কার্যপরিচালনা করবে, কিন্তু স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা বলা হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে দেশের বিচারবিভাগকে রাজনীতির বলয় থেকে বের করা যায় নি। ফলে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে আইনজীবী নিয়োগসহ ইত্যাদিতে বৈষম্য, পক্ষপাতিত্বের তারতম্য দেখা যায়। এই চিরায়ত রীতি থেকে আমাদের উত্তরণ করে অন্যান্য বিষয়ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এখন গুরুত্বপূর্ণ।

■ **প্রশাসনিক ব্যবস্থা :** স্বাধীনতার পর উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ যে প্রশাসন ব্যবস্থা লাভ করেছে তা ছিল মূলত উপনিবেশিক ধাঁচের। প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়া সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বাড়ানো সম্ভব না। এ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তরালে দুর্নীতি মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দুর্নীতি বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। দেশের প্রায় প্রতিটি স্তরে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অপব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে, যা প্রশাসনের দক্ষতা ও স্বচ্ছতাকে ব্যাহত করছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে স্বচ্ছতার অভাব ও অর্থের অপচয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রশাসন ব্যবস্থাকে সংস্কারের জন্য ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

■ **শিক্ষাখাত :** শিক্ষা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষাখাতে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলেও কার্যকরী শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হচ্ছে। দেশে শিক্ষার একটি বড় সমস্যা হলো, দেশের সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষাক্রম চাপিয়ে দেওয়া, মাধ্যমিকে বিভাজন নিয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া, কারিগরি তথা কর্মমুখী শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব না দেওয়া এবং বিভিন্ন বিভাজন থাকা। বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ বজায় রেখে অতি দ্রুত শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

বৈশ্বিক রাষ্ট্র সংস্কারের উদাহরণ

বৈষম্যরোধে যে সকল দেশ সংস্কার করে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করেছে এমন কিছু রাষ্ট্রের উদাহরণ— দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ (নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড) রুয়ান্ডা ও যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কার চালিয়েছে, তবে মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্যের ভিত্তিতে একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা।

বৈষম্য দূরীকরণে করণীয়

- প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ করতে একটি শক্তিশালী সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
- সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির আরও বিস্তৃত ব্যবহার করতে হবে।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা।
- অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।
- মানবাধিকার রক্ষা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনীর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।
- বহির্বিশ্ব থেকে আসা চাপ বা উসকানির মোকাবিলায় কৌশলী কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারকে আরও উদার হতে হবে, যাতে সঠিক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে।
- মত প্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত করে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলো শক্তিশালী করা।

ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ব্যাপক আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। এ ব্যাপারে এখন প্রায় সবাই একমত যে বাংলাদেশকে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় সংস্কার করা অপরিহার্য। শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চেয়েছে রাষ্ট্র সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন। তারা আর কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার বা একনায়কতন্ত্র দেখতে চায় না। শিক্ষার্থীদের এ প্রত্যাশার সঙ্গে এদেশের সাধারণ মানুষও কণ্ঠ মিলিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে আশাবাদ।

ভার্জিল *The Iliad* মহাকাব্য রচনা করেন

Feature

Middle East Conflagration Solution & Peace

After decades of misguided US and Western policies, the region now faces several separate but connected conflicts. Now we see genocide in Gaza and Israel and Hezbollah are at war. Iran involved in multiple conflicts including direct confrontation with Israel. Now the dangers of all out conflict between Israel and Iran lurks in the corner.

The Roots and Realities

Since the mid-20th century, the Middle East has been a hotspot of volatility. The undercurrent in all these conflicts was the escalating tensions between the United States and Iran. The following is the background on all the conflicts.

Colonial Legacy : The Middle East crisis, especially the Israel-Arab conflict, has deep roots in the region's colonial past. Following the collapse of the Ottoman Empire after World War I, European colonial powers— primarily Britain and France— divided the Middle East into new nation-states under the Sykes-Picot Agreement of 1916. The Balfour Declaration (1917) further exacerbated tensions by supporting the establishment of a 'national home for the Jewish people' in Palestine. This legacy of colonialism is deeply intertwined with the territorial disputes between Israel and its Arab neighbors, particularly the Palestinians.

Israel's Occupation : For half a century, Israel's occupation of the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip has resulted in numerous Arab-Israel conflict in the region. Since the occupation first began in June 1967, Israel's ruthless policies of land confiscation, illegal settlement and dispossession, coupled with rampant discrimination, have inflicted immense suffering on Palestinians, depriving them of their basic rights and speed up the emergence of Hamas and Hezbollah. As a direct consequence of occupation the region saw many violent conflicts.

Hezbollah in northern frontline : Israel's invasion of Lebanon in 1982 forced thousands of PLO fighters to flee to other countries. Its ongoing occupation sparked fury among Lebanon's Shiites and the creation of Hezbollah, a militia armed, trained, and aided by Iran. Israili confrontation with Hezbollah and Hamas resulted in many conflicts in the Middle East.

Israel – Hamas conflict : With the PLO sidelined after Israel's invasion of Lebanon in 1982, tensions between the Palestinians and Israel deepened in the occupied territories of Gaza and the West Bank. Amid disputes among the Palestinians, Hamas seized control of Gaza while Fatah led the West Bank government. Hostility between Israel and Hamas flared into conflicts in 2008, 2012, 2014, 2018, 2021, 2022 and 2023. On 7 October 2023, Hamas launched cross-border raids in the deadliest attack on Jews since the Holocaust.

Israel – Iran : Since 1985, Iran and Israel have been engaged in an ongoing proxy conflict that has greatly affected the geopolitics of the Middle East, and has included direct military confrontations between Iranian Axis of Resistance and Israel. Overall, the Iran-Israel proxy conflict is a complex and ongoing conflict that has had a significant impact on the political and security dynamics of the Middle East.

Iran – United States : The US seeks to maintain its hegemony in the Middle East. By contrast, Iran aspires to be the dominant power in the region. This power politics between the two giants has always been an undercurrent issue in all the conflicts in middle east.

Houthi Wars in Yemen : Yemeni Civil War has been part of a complex and prolonged conflict that involves local, regional, and international actors. The roots of the conflict trace back decades, but the current phase began in 2014 after Houthi insurgents seized capital Sanaa. The prolonged civil war deprived many in the impoverished region of their basic rights. In October 2023, the Houthis started attack on commercial shipping in the Red Sea in solidarity with Hamas.

CamScanner

Iran – Saudi Arabia : The rivalry between Iran and Saudi Arabia is not merely about religious differences but about broader geopolitical dominance in the Middle East. Both nations aspire to be the leading power in the region, with influence over key strategic waterways (like the Strait of Hormuz), energy markets, and political movements. Their competition has shaped the outcomes of several conflicts, exacerbated sectarian divides, and influenced the foreign policies of global powers. In March 2023, there have been moments of potential de-escalation when Iran and Saudi Arabia announced a Chinese-brokered deal to restore relations after decades of enmity and a formal cutting of ties in 2016.

External Influences

- **United States :** The US has played a dominant role in the Middle East since the end of World War II. Its role driven by interest resulted in destrablization in the region. The U.S. also maintains a strong alliance with Israel, providing military aid and political support and always disregard Palestinian cause in favor of Israel.
- **Russia :** Russia has reasserted itself as a key player in the region, particularly through its military intervention in Syria. Russia's involvement often counters US and Western interests, adding another layer of complexity to the region's conflicts.
- **European Countries :** European powers, particularly France and the UK, maintain historical ties to the region from the colonial era. While European nations are often involved diplomatically, they have also contributed to conflicts through arms sales, particularly to countries involved in the Yemen war.

Path to Peace in the Middle East

Achieving lasting peace in the Middle East requires a comprehensive approach that addresses not only the root causes of conflicts but also promotes co-operation, understanding, and sustainable development. The initiatives include as following.

- **UN Mediation and Peacekeeping :** For sustainable peace, the UN must engage in proactive diplomacy, including setting up peace conferences with key stakeholders (Iran, Israel, Saudi Arabia, Egypt, etc.). The UN's Security Council must move past geopolitical deadlocks and prioritize humanitarian needs.
- **End of occupation :** Israel must end its brutal occupation of Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, which it has maintained since 1967. The world must recognize that ending Israel's illegal occupation is a prerequisite to stopping the recurrent conflict in the region.
- **Regional Dialogue :** Establishing direct channels for dialogue between regional powers like Iran, Saudi Arabia, Turkey, and Israel is essential. A platform where rival powers can negotiate over their interests is critical to reducing proxy warfare. Initiatives like the Abraham Accords, which normalized relations between Israel and some Arab states, demonstrate the possibility of diplomacy.
- **Ceasefires and Disarmament :** International organizations should encourage temporary ceasefires as a stepping stone to longer-term disarmament. Negotiated reductions of arms in conflict zones like Yemen, Gaza, and Lebanon could help de-escalate tensions.
- **Diplomatic Recalibration :** The United States, while maintaining its strategic interests, needs to adopt a more balanced approach that doesn't alienate Arab and Muslim countries by appearing overtly one-sided in favor of Israel. It should also encourage multilateral diplomacy involving regional powers to mediate conflicts.

The path to peace in the Middle East is complex but not unattainable. A multi-dimensional approach that includes international mediation, grassroots engagement, education, and alignment with sustainable development goals is essential. International organizations like the UN must continue their peacekeeping and diplomatic efforts. Education and cultural exchange can promote tolerance and understanding, helping to reduce long-standing prejudices. This holistic approach is necessary for building a future where stability and peace can flourish in the region.

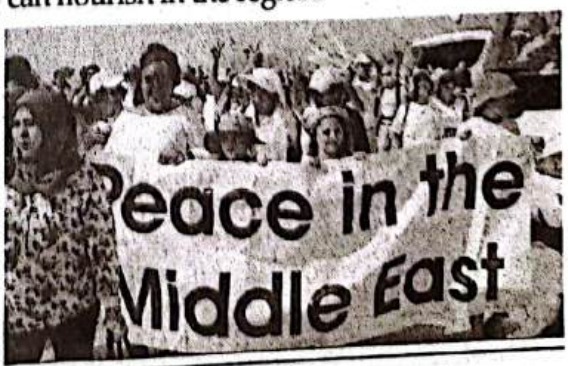

ইতালির রোমের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্বাধীন দেশ ভ্যাটিকান সিটি

Short Notes

Reset Button

The reset button is a hardware or software mechanism that allows you to restore a device or system to its original state or restart it in case of malfunction or freeze. In a political context, the term 'Reset Button' is often used to describe a deliberate and significant effort to improve or redefine relations between two countries, institutions, or political entities. The idea is to 'reset' the relationship to a more positive or constructive state after a period of tension, misunderstanding, or conflict, much like pressing a reset button on a device to restore it to its original or functional state. This can include new negotiations, treaties, or co-operation agreements. For instance, in 2009, US Secretary of State Hillary Clinton presented Russian Foreign Minister Sergey Lavrov with a literal 'reset button' to symbolize a new phase in US-Russia relations after years of strain. Chief Adviser Professor Muhammad Yunus spoke about pressing the reset button. By the remark the chief adviser was advocating for a fresh start from the corrupt politics that have undermined Bangladesh's key institutions. Pressing reset button is a high profile symbolic acts aimed at showing commitment to mending or transforming political, economic or diplomatic landscape.

Asymmetric warfare

Asymmetric warfare refers to conflicts where opposing forces are significantly mismatched in terms of military power, resources, or strategies. Typically, one side has a traditional, organized military, while the other employs unconventional tactics, such as guerrilla warfare, terrorism, or cyberattacks. The goal of the weaker side is to exploit the vulnerabilities of the stronger opponent, often using methods that avoid direct confrontation. The concept of asymmetric warfare can be traced back to ancient times, but one of its early modern examples is the American Revolutionary War (1775–1783), where American colonial forces used guerrilla tactics to fight the more powerful British military. Another notable instance is the Vietnam War (1955–1975), where the Viet Cong and North Vietnamese Army used guerrilla tactics and the terrain to outmaneuver the technologically superior US forces. In an asymmetric warfare smaller or weaker forces rely on ambushes, sabotage, hit-and-run tactics, and insurgency rather than conventional battle. Asymmetric forces often exploit difficult terrain (jungles, mountains, urban areas) to neutralize the technological advantages of a superior military. Fighting in Gaza between the Israeli army and the armed faction of Hamas is a textbook example of modern asymmetric warfare.

Sound pollution

Noise pollution, unwanted or excessive sound that can have deleterious effects on human health, wildlife, and environmental quality. Noise pollution is commonly generated inside many industrial facilities and some other workplaces, but it also comes from highway, railway, and airplane traffic and from outdoor construction activities. A report by United Nations Environment Programme (UNEP) on noise pollution stated that the average noise frequency in Dhaka is currently 119 decibels which is more than twice the tolerable standard. Noise is more than a mere nuisance. In addition to causing hearing loss, excessive noise exposure can raise blood pressure and pulse rates, cause irritability, anxiety and mental fatigue, and interfere with sleep, recreation and personal communication. Noise pollution control is therefore important in the workplace and in the community. For reducing noise pollution many places restrict honking in certain areas, introduce sound proof systems or restrict loud speaker. 29 September 2024 'Silent Zone' initiative was launched in Dhaka airport area to curb noise pollution. The three-kilometre area around Hazrat Shahjalal International Airport was declared a 'Silent Zone' to make the area horn-free.

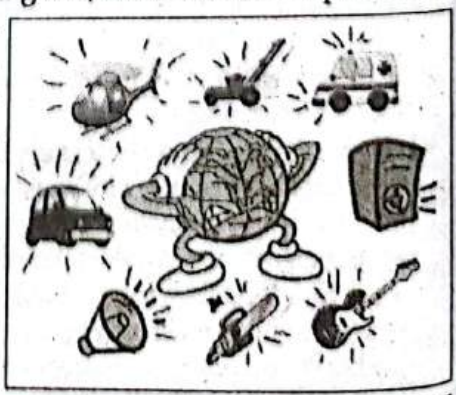

সাম্প্রতিক চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

পদ : ট্রাফিক হেলপার ‖ পরীক্ষা : ৪ অক্টোবর ২০২৪

১. 'Come to light' means—
ক in danger খ into light
গ to publish ঘ valid

২. Which one is correct spelling?
ক Adultaretion খ Adalturetion
গ Adulteration ঘ Adeltarution

৩. All the books have been sold. There —left.
ক is none খ are not any
গ is not any ঘ are none

৪. Truth এর Adjective কোনটি?
ক True খ Truism
গ Truly ঘ None of them

৫. The Padma abounds — hilsha Fish.
ক of খ in
গ on ঘ with

৬. অনুবাদ করুন: 'টাকায় টাকা আনে'।
ক Money produces money
খ Money begets money
গ Money grows money
ঘ Money births money

৭. What is the correct active form of—'It has to be done by me.'
ক I will do it. খ I must have done it.
গ I have to do it. ঘ I do it.

৮. Which of the words can be used as both masculine and feminine?
ক Spouse খ Gander
গ Actor ঘ Spinster

৯. The word 'sibling' means—
ক A brother খ A sister
গ A brother or sister ঘ A brother and a sister

১০. Either he or his friends— done it.
ক have খ has
গ are ঘ is

১১. English— across the world.
ক speaks খ is spoken
গ is speaking ঘ has been spoken

১২. The girl— her mother.
ক take after খ takes after
গ took up ঘ took after

১৩. Smoking is detrimental— health.
ক to খ with
গ for ঘ after

১৪. Which is the collective noun?
ক flower খ water
গ enemy ঘ army

১৫. She needs— heir to her property.
ক an খ the
গ a ঘ no article

১৬. Hazardous is opposite to —
ক Risky খ Critical
গ Danger ঘ Safe

১৭. Excess means—
ক Exploit খ Continuous
গ Surplus ঘ Durable

১৮. He complained that the food tasted—
ক worse খ worst
গ badly ঘ bad

১৯. Do you enjoy teaching? The underlined word is—
ক A gerund খ A participle
গ A noun ঘ An adjective

২০. A 'decade' is same as—
ক Hundred years খ Thirty years
গ Twenty years ঘ Ten years

২১. একজন কর্মচারীর বেতন ২০% বৃদ্ধির পর সাপ্তাহিক ১৮০ টাকা পেল। এর আগে সাপ্তাহিক বেতন কত ছিল?
ক ১৮০ টাকা খ ১৫০ টাকা
গ ১৬০ টাকা ঘ ১৯০ টাকা

২২. $a + b = 7$ এবং $a^2 + b^2 = 25$ হলে নিচের কোনটি ab এর মান হবে?
ক ৬ খ কোনোটিই নয়
গ ১০ ঘ ১২

২৩. একটি কাজ ১০ জন ৬ দিনে করতে পারে, ৩ জন কত দিনে কাজটি করতে পারবে?
ক ২০ দিন খ ১০ দিন
গ ২৫ দিন ঘ ১৫ দিন

২৪. একটি দ্রব্য ১৭০ টাকায় বিক্রি করলে ১৫% ক্ষতি হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?
ক ১৮০ টাকা খ ১৯০ টাকা
গ ২০০ টাকা ঘ ১২০ টাকা

উত্তর

১.	গ
২.	গ
৩.	ঘ
৪.	ক
৫.	ঘ
৬.	খ
৭.	গ
৮.	ক
৯.	গ
১০.	ক
১১.	খ
১২.	খ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	ক
১৬.	ঘ
১৭.	গ
১৮.	ঘ
১৯.	ক
২০.	ঘ
২১.	খ
২২.	ঘ
২৩.	ক
২৪.	গ

ভ্যাটিকান শব্দের অর্থ পর্বতের ওপরের শহর

CamScanner

২৫. ৮, ১৩, ২১, ৩৪— ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?
ক ৪৪ খ ৫৫
গ ৬৬ ঘ ৭৭

২৬. ১ কাঠা = কত শতক?
ক ১.৬৫ শতক খ ১.৭৫ শতক
গ ১.৫৫ শতক ঘ ১.৮৫ শতক

২৭. ১৫, ২০, ২৫ এর ল.সা.গু. কত?
ক ১৫০ খ ২৫০
গ ২০০ ঘ ৩০০

২৮. একটি ত্রিভুজাকার ভূমির দৈর্ঘ্য ৬ মিটার ও উচ্চতা ৪ মিটার। ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?
ক ১৬ বর্গ মিটার খ ২৪ বর্গ মিটার
গ ১২ বর্গ মিটার ঘ ৪৮ বর্গ মিটার

২৯. সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সংলগ্ন কোণ দুইটির প্রত্যেকটি কী কোণ?
ক সূক্ষ্মকোণ খ স্থূলকোণ
গ সমকোণ ঘ সরলকোণ

৩০. ৩ : ৫ এর দ্বিগুণানুপাত কত?
ক ৬:১০ খ ৬:২৫
গ ৯:২৫ ঘ ৯:১০

৩১. ১০ টাকায় ১২টি করে কমলা ক্রয় করে ১০ টাকায় ৬টি করে কমলা বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
ক ২৫% লাভ খ ৫০% লাভ
গ ৫০% ক্ষতি ঘ ২৫% ক্ষতি

৩২. ২৩০০৫ সংখ্যাটিতে ৩ এর স্থানীয় মান কোনটি?
ক ৩০০ খ ৩০০৫
গ ৩০ ঘ ৩০০০

৩৩. b এর ৩ গুণের সাথে ৭ যোগ করলে যোগফল ৩৭ হয়, b এর মান কত?
ক ৪০ খ ৩০
গ ১০ ঘ ২০

৩৪. ৮ কেজি চালের দাম ১৬৮ টাকা, ৫ কেজি চালের দাম কত?
ক ১০৫ টাকা খ ১১০ টাকা
গ ১২০ টাকা ঘ ১১৫ টাকা

৩৫. কোনটি Input ডিভাইস নয়?
ক Mouse খ Keyboard
গ Monitor ঘ Microphone

৩৬. WiFi-এর পূর্ণরূপ কী?
ক Wireless Firewall খ Wireless Fider
গ Wireless Firefox ঘ Wireless Fidelity

৩৭. নিচের কোনটি Browser Software?
ক WORD খ PUBLISHER
গ EDGE ঘ AVRO

৩৮. WiFi Network-এ সংযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিভাইসটির সংযোগ মাধ্যম কোনটি?
ক তারহীন সংযোগ খ অপটিক্যাল ফাইবার
গ তামার তার ঘ উপরের সবকটি

৩৯. VIRUS এর পূর্ণরূপ কী?
ক Various Information Resources Under Stolen
খ Various Information resources Under Siege
গ Vital Information Resources Under Siege
ঘ Vital Information resources Under Stolen

৪০. Computer-এর ভাষা কী?
ক হেক্সাডেসিমেল খ অক্টাল
গ দশমিক ঘ বাইনারি

৪১. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক ব্যাতীত খ ব্যতিত
গ ব্যতীত ঘ ব্যাতিত

৪২. 'যার কোনো উপায় নেই'-এককথায় প্রকাশ কী?
ক অনুপায় খ নাচার
গ অনন্যোপায় ঘ নিরুপায়

৪৩. 'উগ্র' শব্দের বিপরীতার্থক কোনটি?
ক সৌম্য খ চপল
গ বিজ্ঞ ঘ মেজাজ

৪৪. নামাজ, রোজা কোন দেশি শব্দ?
ক ফারসি খ উর্দু
গ আরবি ঘ তুর্কি

৪৫. 'অভাবগ্রস্থ লোক'-কোন বাগ্‌ধারা দিয়ে বোঝানো হয়েছে?
ক ছা পোষা খ আমড়া কাঠের ঢেঁকি
গ উপোসি ছারপোকা ঘ উড়নচণ্ডী

৪৬. 'তেপান্তর' কোন সমাস?
ক অব্যয়ীভাব খ দ্বিগু
গ তৎপুরুষ ঘ কর্মধারয়

৪৭. 'পাগলে কি না বলে'-বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় ৭মী খ করণে ৭মী
গ অপাদানে ৭মী ঘ কর্মে ৭মী

৪৮. 'পৃথিবী'-এর সমার্থক শব্দ নয়—
ক বসুন্ধরা খ অবনি
গ ধরণি ঘ যামিনী

৪৯. 'রক্তকরবী' নাটকটি কার রচনা?
ক সৈয়দ শামসুল হক খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ কায়কোবাদ ঘ গিরিশচন্দ্র রায়

৫০. 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি—
ক ক্ষুধ+ঋত খ ক্ষুধা+আর্ত
গ ক্ষুধা+ঋত ঘ ক্ষুধ+আর্ত

৫১. বাংলা সাহিত্যে কোনটি মহাকাব্য?
ক দেবদাস খ মেঘনাদবধ
গ গীতাঞ্জলি ঘ মহাপালক

উত্তর
২৫. খ
২৬. ক
২৭. ঘ
২৮. গ
২৯. ক
৩০. গ
৩১. খ
৩২. ঘ
৩৩. গ
৩৪. ক
৩৫. গ
৩৬. ঘ
৩৭. গ
৩৮. ক
৩৯. গ
৪০. ঘ
৪১. গ
৪২. ঘ
৪৩. ক
৪৪. ক
৪৫. গ
৪৬. খ
৪৭. ক
৪৮. ঘ
৪৯. খ
৫০. গ
৫১. খ

৫২. নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ?
ক দ্বীপ খ ছুটি
গ মেঘ ঘ কাব্য

৫৩. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ কবে?
ক ১১ শ্রাবণ খ ১১ কার্তিক
গ ১১ জ্যৈষ্ঠ ঘ ১১ ভাদ্র

৫৪. 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'—কার লেখা?
ক কালীপ্রসন্ন ঘোষ খ বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ জীবনানন্দ দাশ

৫৫. Forgery শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?
ক বাজেয়াপ্ত খ পূর্বাভাস
গ তছরুপ ঘ জালিয়াতি

৫৬. 'আমি আছি, ভয় কেন মা করো'—কোন ধরনের উক্তি?
ক পরোক্ষ খ প্রশ্নবোধক
গ প্রত্যক্ষ ঘ পুনরুক্ত

৫৭. নিচের কোন দুটি তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি?
ক চ, ছ খ ড়, ঢ়
গ প, ফ ঘ ব, ভ

৫৮. 'বিষাদ-সিন্ধু' একটি—
ক ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস খ আত্মজীবনী
গ গবেষণাগ্রন্থ ঘ ধর্মবিষয়ক

৫৯. কোনটি একবচনের উদাহরণ?
ক মানুষ মরণশীল খ লোকে বলে
গ বনে বাঘ থাকে ঘ শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন

৬০. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলা হয়?
ক বর্ণ খ পদ
গ শব্দ ঘ ধাতু

৬১. সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয় কার উদ্যোগে?
ক লর্ড কর্নওয়ালিস খ রাজা রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ লর্ড বেন্টিং

৬২. বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল?
ক পূর্ব বাংলা ও বিহার খ পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা
গ পূর্ববঙ্গ ও আসাম ঘ পূর্ব বঙ্গ

৬৩. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পৃক্ত ছিলেন—
ক তেভাগা আন্দোলন খ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ
গ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ঘ সত্যাগ্রহ আন্দোলন

৬৪. শূন্য মাধ্যমে নিচের ৩টি বস্তু একসাথে ছেড়ে দিলে কোনটি আগে মাটিতে পড়বে?
ক পাথর খ সবকটি একসঙ্গে
গ কাঠ ঘ পালক

৬৫. 'ডুরান্ড লাইন' কোন কোন দেশের বিভক্তি রেখা?
ক পাকিস্তান-আফগানিস্তান খ ভারত-নেপাল
গ চীন-তিব্বত ঘ ভারত-চীন

৬৬. 'রটার্ডাম' কোন দেশের সমুদ্র বন্দর?
ক ইংল্যান্ড খ বেলজিয়াম
গ নেদারল্যান্ডস ঘ জার্মানি

৬৭. কোনটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ নয়?
ক ভানুয়াতু খ পালাও
গ ফিজি ঘ মালদ্বীপ

৬৮. বাংলাদেশ মসলা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক বগুড়া খ দিনাজপুর
গ ঈশ্বরদী ঘ পাকশী

৬৯. কোনটি রবি ফসল নয়?
ক গম খ মুলা
গ টমেটো ঘ কচু

৭০. আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড—
ক BDT খ BTBT
গ BDTK ঘ BTK

৭১. The term 'Secondary Market' is commonly used as—
ক Factory Market খ Garments market
গ Stock market ঘ Labor Market

৭২. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কততম অধিবেশনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভাষণ প্রদান করেন?
ক ৭২তম খ ৭৫তম
গ ৭৮তম ঘ ৭৯তম

৭৩. TCB -এর পূর্ণরূপ কী?
ক Tea Corporation Board
খ Trade Commission Bangladesh
গ Tea Commission of Bangladesh
ঘ Trading Corporation of Bangladesh

৭৪. কবে থেকে দেশের সকল সুপারশপে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়?
ক ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ ১ অক্টোবর ২০২৪ ঘ ২ অক্টোবর ২০২৪

৭৫. সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্রটি কোথায় অবস্থিত?
ক বঙ্গোপসাগর খ কুমিল্লা
গ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘ সিলেট

৭৬. বাংলাদেশ কোন সাল থেকে GSP পাচ্ছে?
ক ১৯৭৮ খ ১৯৭৬
গ ১৯৭৭ ঘ ১৯৭৯

৭৭. শ্রীলংকার তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
ক রামিনি অমরসুরিয়া খ অর্জুনা অমরসুলিয়া
গ হরিনি অমরসুরিয়া ঘ চামিনি অমরসুরিয়া

৭৮. বিমানের প্রতীক 'বলাকা' এর ডিজাইনার কে?
ক নিতুন কুণ্ডু খ হাশেম খান
গ কামরুল হাসান ঘ মর্তুজা বশির

৭৯. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কয়টি?
ক ৪টি খ ১টি
গ ২টি ঘ ৩টি

৮০. বহুরূপী মৌল কোনটি?
ক সোডিয়াম খ অ্যালুমিনিয়াম
গ কার্বন ঘ ক্যালসিয়াম

উত্তর
৫২. খ
৫৩. গ
৫৪. ঘ
৫৫. ঘ
৫৬. গ
৫৭. খ
৫৮. ক
৫৯. ঘ
৬০. ক
৬১. খ
৬২. গ
৬৩. গ
৬৪. খ
৬৫. ক
৬৬. গ
৬৭. ঘ
৬৮. ক
৬৯. ঘ
৭০. ক
৭১. গ
৭২. ঘ
৭৩. ঘ
৭৪. গ
৭৫. ক
৭৬. খ
৭৭. গ
৭৮. গ
৭৯. ঘ
৮০. গ

ভ্যাটিকানের সরকারি নাম Vatican City State

CamScanner

South Bangla Agriculture and Commerce Bank PLC

Post : Trainee Junior Officer | Date : 28 September 2024

Section A : English

Q. (1-4) : Each sentence has 4 underlined words or phrases. The 4 underlined parts of the sentence are marked a. b. c. and d. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct.

1. ⓐ The pineapple a fruit
ⓑ grow in tropical climates
ⓒ throughout the world
ⓓ is native to parts of South America

2. The
ⓐ lion has long ⓑ been a
ⓒ symbol of strength, power
ⓓ and it is very cruel

3. All
ⓐ the scouts got theirselves
ⓑ ready for the
ⓒ long camping trip by spending their weekends living
ⓓ in the open

4. After driving
ⓐ for twenty miles, he suddenly realized
ⓑ that he has been driving
ⓒ in
ⓓ the wrong direction.

5. A remedy for all diseases.
ⓐ Panacea ⓑ Paranoma
ⓒ Oxymoron ⓓ Omnibus

6. One whose attitude is 'eat, drink and bemerry'.
ⓐ Materialistic ⓑ Cynic
ⓒ Profane ⓓ Agnostic

7. One who possesses many talents.
ⓐ Gifted ⓑ Philologist
ⓒ Misogynist ⓓ Versatile

8. A person who renounces the world and practices self-discipline in order to attain salvation.
ⓐ Devotee ⓑ Hew
ⓒ Ascetic ⓓ Sceptic

Q. (9-12) Choose the appropriate preposition to fill in the blank for the following sentences.

9. Credit Tk. 5000 — my account.
ⓐ in ⓑ with ⓒ against ⓓ to

10. Professor Sirajul Islam is a scholar — repute.
ⓐ in ⓑ by ⓒ after ⓓ of

11. He was charged — treason
ⓐ with ⓑ of ⓒ off ⓓ for

12. He persisted — misunderstanding me.
ⓐ at ⓑ on ⓒ in ⓓ about

Q. (13-15) Choose the word which is similar to the given word written in capital letters.

13. DILIGENT
ⓐ Unhappy ⓑ Fool
ⓒ Hardworking ⓓ Disappointment

14. UTILITY
ⓐ Usefulness ⓑ Benefit
ⓒ Advantage ⓓ Profitability
[Note : অপশনের সবগুলোই সঠিক উত্তর]

15. FICTION
ⓐ Tamed ⓑ Wildness
ⓒ Novel ⓓ Imaginary

Section B : Mathematics

16. If $x/y = 3/7$, then which of the following cannot be a possible value of $(y - x)$?
ⓐ 21 ⓑ 84 ⓒ 24 ⓓ None of these

17. Suha sold a watch at a gain of 5% to Subha and Shuha sold it to Aurin at a gain of 4%. If Aurin paid BDT 91 for it then the price paid by Suha is—
ⓐ 87.66 ⓑ 83.33 ⓒ 83.33 ⓓ 84.66

18. Which of the following fraction is largest?
ⓐ 17/21 ⓑ 16/23 ⓒ 5/6 ⓓ 12/15

19. If the average of 5, 9, k. and m is 12. What is the average of k+7 and m-3?
ⓐ 19 ⓑ 38 ⓒ 21 ⓓ 14

20. Afroza is 10 years younger than Firoza. If in 5 years, Firoza will be twice as old as Afroza. How old will Afroza be in 3 years?
ⓐ 12 ⓑ 7 ⓒ 10 ⓓ 8

21. If 90% of A = 30% of B and B = x% of A, then the value of x is
ⓐ 600 ⓑ 300 ⓒ 900 ⓓ 800

22. BDT 385 has been divided among D, E, F in such a way that D receives $2/9^{th}$ of what E and F together receive. In the case D's share is
ⓐ 77 ⓑ 856 ⓒ 70 ⓓ 80

23. When $5/X = 3$ and $Y/6 = 2$ then $3+Y/X+5=?$
ⓐ 9/4 ⓑ 3/11 ⓒ 9/6 ⓓ 11/3

24. In a sample of 50 people, 19 had type O blood, 22 had type A blood, 7 had type B blood and 2 had type AB blood. If a person is selected randomly, find the probability that the person has neither type A nor type O blood.
ⓐ 15/25 ⓑ 31/50 ⓒ 11/25 ⓓ 9/50

25. The areas of two spheres are in the ration 1:4. The ration of their volumes is
ⓐ 1:6 ⓑ 1:8 ⓒ 1:4 ⓓ 1:2

উত্তর

1.	ⓑ
2.	ⓓ
3.	ⓐ
4.	ⓑ
5.	ⓐ
6.	ⓐ
7.	ⓓ
8.	ⓒ
9.	ⓓ
10.	ⓑ
11.	ⓐ
12.	ⓒ
13.	ⓒ
14.	Note
15.	ⓓ
16.	ⓓ
17.	ⓑ
18.	ⓒ
19.	ⓐ
20.	ⓓ
21.	ⓑ
22.	ⓒ
23.	ⓐ
24.	ⓓ
25.	ⓑ

CamScanner

26. Kajol riding his bike at 24 km/h reaches his office 5 minute late. If he would have reached the office 4 minutes earlier than the scheduled time by traveling 25% faster, how far is his office from his house in kms?
ⓐ 36 ⓑ 24 ⓒ 40 ⓓ 18

27. M, N and P were each paid the same hourly rate to paint a building, M worked for a full day. N worked for half a day and P worked half as long as N worked. Together they earned BDT 560. How much money did N receive?
ⓐ 240 ⓑ 160 ⓒ 100 ⓓ 320

28. If the length of an edge in a cube is $3\sqrt{3}$, what is the length of the longest diagonal?
ⓐ $3\sqrt{6}$ ⓑ $2\sqrt{3}$ ⓒ 2 ⓓ 9

29. If $0 \le x \le 4$, and $y < 12$, which of the following cannot be the value of xy?
ⓐ 48 ⓑ 24 ⓒ -2 ⓓ 6

30. Which one of the following numbers can be removed from the set S = (0,2,4,5,9) without changing the average of set S?
ⓐ 5 ⓑ 9 ⓒ 4 ⓓ 2

Section C : Analytical Ability, Critical Reasoning & Intelligent Quotient

Q. (31-40) Answer the question based on the information give

31. How many meters will I be away from my home if I travel 5 meters towards north, take a right and travel 4 meters and travel 5 meters towards south?
ⓐ 5 ⓑ 4 ⓒ 10 ⓓ 14

32. A number is multiplied by 4 and then the product is divided by 100. This same result can be obtained if their original number is divided by—
ⓐ 25 ⓑ 0.25 ⓒ 2.5 ⓓ 0.04

33. In the series I, A, 9, 1, 17—, what comes next?
ⓐ E ⓑ U ⓒ T ⓓ Q

34. $0.1 + (0.1)^2 + (0.1)^2 =$
ⓐ 0.1 ⓑ .001 ⓒ 0.111 ⓓ 0.1211

35. If $a^2 + 7a < 0$, then which one of the following could be the value of a?
ⓐ -3 ⓑ 0 ⓒ 1 ⓓ 3

36. If m men can paint a house in d days, how many days will it taken m + 2 men to paint the same house?
ⓐ d + 2 ⓑ md/(m+2)
ⓒ (m+2)/md ⓓ d+m+2

37. If point P is on line AB, which of the following is always true?
ⓐ AP = BP ⓑ AP > BP
ⓒ PB > AP ⓓ AB > AP

Q. (38-40) : Read the information and answer the question. The letters A, B, C,D, E, F and G, not necessarily in that Order, Sands for seven consecutive integers from 1 to 10 (i) D is 3 less than A. (ii) B is the middle term. (iii) F is as much less than B as C is greater than D. (iv) G is greater than F.

38. The fifth integer is
ⓐ A ⓑ C ⓒ D ⓓ E

39. A is as much greater than F as which integer is less than G?
ⓐ A ⓑ B ⓒ C ⓓ D

40. The greatest possible value of C is how much greater than the smallest possible value of D?
ⓐ 3 ⓑ 4 ⓒ 5 ⓓ 6

Section D : General Knowledge

41. Which one of the following ecosystems covers the largest area of the earth's surface?
ⓐ Desert ⓑ Grassland ⓒ Mountain ⓓ Marine

42. With which game is the Double Fault associated?
ⓐ Lawn tennis ⓑ Football
ⓒ Cricket ⓓ Hockey

43. Under who's leadership the Genome of Jute was invented?
ⓐ Maqsudul Alam ⓑ Mahbubul Alam
ⓒ Abed Chowdhury ⓓ Gregor Mendel

44. A company called American Ferment, started in 1888, selling health food and other medical products is a big multinational now. What is its name now?
ⓐ Rockitt Benekiser ⓑ Johnson and Johnson
ⓒ Kellogg's ⓓ Sandoz

45. Hydrogen is used instead of Helium to fill balloons for meteorology because
ⓐ of its low-density
ⓑ It is almost insoluble in water
ⓒ It is not very reactive under normal conditions
ⓓ It can be prepared easily

46. The International Date Line is the—
ⓐ Equator ⓑ 0^0 Longitude
ⓒ 88^0 East Longitude ⓓ 180^0 Longitude

47. The study which deals with secret writing is known as—
ⓐ Cryptography ⓑ Secretology
ⓒ Cytography ⓓ Crypotology

48. Electronic payment system is a (n).....
ⓐ Software ⓑ Package
ⓒ Application ⓓ Hardware

49. The fourth industrial revolution is termed as
ⓐ Industry 4.01 ⓑ Industry 4.1
ⓒ Industry 4.04 ⓓ Industry 4.4
[Note : Correct answer will be 4.0]

50. U Thant Award is given for
ⓐ Contribution to east-east understanding
ⓑ Community leadership
ⓒ Social service ⓓ Journalism
[Note : Correct answer will be 'Peace']

উত্তর	
26.	ⓓ
27.	ⓑ
28.	ⓓ
29.	ⓐ
30.	ⓒ
31.	ⓑ
32.	ⓐ
33.	ⓓ
34.	ⓒ
35.	ⓐ
36.	ⓑ
37.	ⓓ
38.	ⓑ
39.	ⓓ
40.	ⓒ
41.	ⓓ
42.	ⓐ
43.	ⓐ
44.	ⓑ
45.	ⓐ
46.	ⓓ
47.	ⓐ
48.	ⓐ
49.	Note
50.	Note

CamScanner

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

পদ : কম্পিউটার অপারেটর কাম ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট | পরীক্ষা : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

১. 'চন্দ্র' শব্দের চারটি প্রতিশব্দ লিখুন :
উত্তর : চাঁদ, হিমকর, বিধু, নিশাকর

২. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন :
ক. আপন পাঠে মন দাও = অধিকরণে ৭মী।
খ. গুরুজনে কর নতি = সম্প্রদানে ৭মী।

৩. বানান শুদ্ধ করে লিখুন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শারিরীক—	শারীরিক	নিশিথ—	নিশীথ
মনীসা—	মনীষা	গিতাঞ্জলি—	গীতাঞ্জলি

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :
ক. দ্বৈপায়ন = দ্বীপ + অয়ন, খ. রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র,
গ. দর্শক = দৃশ্ + অক, ঘ. দ্যুলোক = দিব্ + লোক।

৫. অর্থসহ বাগ্‌ধারা লিখুন :
ক. নদের চাঁদ = সুন্দর কিন্তু অপদার্থ
খ. রাবণের চিতা = চির অশান্তি
গ. ফপর দালালি = অতিরিক্ত চালবাজি
ঘ. সাক্ষী গোপাল = নিষ্ক্রিয় দর্শক

৬. এককথায় প্রকাশ করুন :
ক. জ্বলজ্বল করছে যা— জাজ্বল্যমান
খ. উপকারীর অপকার করে যে— কৃতঘ্ন
গ. কণ্ঠ পর্যন্ত— আকণ্ঠ
ঘ. পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান— সুবর্ণজয়ন্তী

৭. রচয়িতার নাম লিখুন :
গীতাঞ্জলি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি— আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

৮. বিপরীত শব্দ লিখুন :
উৎকর্ষ— অপকর্ষ, সজীব— নির্জীব, মুখর— মৌন

৯. Right use of article :
a. Father is in..... lawn.—the
b. What..... nice fell—a
c. He is.....one eyed man.—a
d. May day is..... international holiday of the working class.—an
e. He is..... engineer.—an

১০. Translate into English :
ক. দুর্নীতি উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে—Corruption hinders/prevents the developments.
খ. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ— Too much courtesy, too much craft.
গ. তিনদিন যাবৎ মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে— It has been raining cats and dogs for three days.
ঘ. আমার বন্ধু নাই বললেই চলে— I have a few friends.
ঙ. খালি কলসি বাজে বেশি— Empty vessels sound much.

১১. Write the meaning and make sentence with the following Idioms and phrases.
a. Red handed (হাতে নাতে)— The thief was caught red handed.
b. In a body (একত্রে)— We should work in a body.
c. Red letter day (স্মরণীয় দিন)— The 16th December is our red letter day.
d. Nip in the bud (অঙ্কুরে বিনষ্ট)— All his hopes have nip-ped in the bud.
e. Bad blood (শত্রুতা)— There is no bad blood between them.

১২. Fill in the blanks with preposition:
a. There was dust—the floor.— on
b. He got—his car.— into
c. Poverty has no bar—honesty.— of/to
d. The teacher prevented the students—joining the procession.— from
e. She takes pride—her beauty?— in

১৩. Transform the sentence :
a. Nobody believes a liar. (Interrogative)— Who believes a liar?
b. We should love our country. (Imperative) — Let us love our country,
c. Shut the door. (Passive)— Let the door be shut.
d. I am not as brave as he. (Comparative) — He is braver than I.
e. He annoyed me. (Passive)— I was annoyed with him.

১৪. $x - \frac{1}{x} = 5$ হলে, $(x + \frac{1}{x})^2$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : $(x + \frac{1}{x})^2 = (x - \frac{1}{x})^2 + 4.x.\frac{1}{x}$
$= (5)^2 + 4 = 25 + 4 = 29$ (Ans.)

১৫. একটি ছাগল ৮% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। ছাগলটি আরও ৮০০ টাকা বেশি বিক্রয় করলে ৮% লাভ হতো। ছাগলটির ক্রয়মূল্য কত?
সমাধান : মনে করি, ছাগলটির ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা
৮% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য (১০০ – ৮) = ৯২ টাকা
৮% লাভে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ৮) = ১০৮ টাকা
বিক্রয়মূল্য বেশি (১০৮ – ৯২) = ১৬ টাকা
বিক্রয়মূল্য ১৬ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা
" ১ " " " " $\frac{১০০}{১৬}$ "
" ৮০০ " " " " $\frac{১০০ \times ৮০০}{১৬}$
$= ৫০০০$ টাকা
∴ ছাগলটির ক্রয়মূল্য ৫০০০ টাকা।
উত্তর : ৫০০০ টাকা।

১৬. বার্ষিক ১২% মুনাফায় কত বছরে ১০,০০০ টাকার মুনাফা ৪,৮০০ টাকা হবে?
সমাধান : ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ১২ টাকা
১ " ১ " " $\frac{১২}{১০০}$ "
১০,০০০ " ১ " " $\frac{১২ \times ১০,০০০}{১০০}$ "
= ১২০০ টাকা
১২০০ টাকা মুনাফা হয় ১ বছরে
১ " " " $\frac{১}{১২০০}$ "
∴ ৪,৮০০ " " " $\frac{৪৮০০ \times ১}{১২০০}$ = ৪ বছরে
উত্তর : ৪ বছর।

১৭. এককথায় উত্তর দিন :
ক. আসাদগেট নামের পটভূমির সাথে জড়িত কোন সন?— ১৯৬৯।
খ 'আল-আকসা' মসজিদ কোন শহরে অবস্থিত?— জেরুজালেম।
গ. 'বর্ধমান হাউজ' কোথায় অবস্থিত?— ঢাকা।
ঘ. দেশের প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর কোথায় নির্মিত হচ্ছে?— মহেশখালী, কক্সবাজার।
ঙ. 'ভেটো' শব্দের অর্থ কী?— আমি মানি না।

১৮. কম্পিউটারের চারটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখুন :
উত্তর : মনিটর, স্পিকার, প্রিন্টার, প্লটার।

১৯. কী বোর্ডের নিম্নোক্ত শর্ট কমান্ডগুলোর কাজ লিখুন:

শর্ট কমান্ড	কাজ
Ctrl + E	Center alignment text
Ctrl + F	Find
Ctrl + H	Replace text
Ctrl + N	Open new Word document
Ctrl + P	Print Word document
Ctrl + X	Cut text
Ctrl + Z	Undo
F5	Find and refresh
Ctrl + K	Open Insert Hyperlink
Ctrl + A	Select all text

২০. এককথায় উত্তর দিন :
ক. ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা কে?— মার্ক জাকারবার্গ।
খ. ১ কিলোবাইট কত বাইটের সমান?— ১০২৪ বাইট।
গ. কম্পিউটারের জনক কে?— চার্লস ব্যাবেজ।
ঘ. কী বোর্ড, মাউস কোন ধরনের ডিভাইস?— ইনপুট ডিভাইস।
ঙ. সফটওয়্যারের কোডে ত্রুটি খুজে বের করার প্রক্রিয়াটিকে কী বলা হয়?— ডিবাগিং।
চ. ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিডকে কী বলা হয়?— ব্যান্ডউইথ।
ছ. কম্পিউটারে ব্যবহৃত আইসি চিপগুলো সাধারণত কী দিয়ে তৈরি হয়?— সিলিকন।
জ. অনুবাদ প্রোগ্রাম ছাড়া কম্পিউটার কোন ভাষা সরাসরি বুঝতে পারে?— যান্ত্রিক ভাষা।

জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার

পদ : অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা প্রহরী। পরীক্ষা : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাংলা

১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :
রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র; উচ্ছেদ = উৎ + ছেদ
মহোদয় = মহা + উদয়

২. এককথায় প্রকাশ করুন :
অন্য গতি নেই যার— অনন্যগতি।
ইতিহাস জানেন যিনি— ইতিহাসবেত্তা।
উঁচু নিচু যে স্থান— বন্ধুর।

৩. সমাস বিন্যাস করুন :
দা-কুমড়া = দ্বন্দ্ব সমাস।
বই পড়া = তৎপুরুষ সমাস।
মধুমাখা = তৎপুরুষ সমাস।

ইংরেজি

১. শব্দার্থ (Word Meaning) লিখুন :
Hire— ভাড়া করা; Coral— প্রবাল
Recite— আবৃত্তি করা

২. পুনর্বিন্যাস (Re-arrange) করুন :
aalmnu— Manual; rwhteae— Weather
rthmoe— Mother

৩. বহুবচনে (Number) পরিবর্তন করুন :
Man— Men
Ox— Oxen
Mango — Mangoes

সাধারণ জ্ঞান

১. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশের নাম কী?
উত্তর : এশিয়া।

২. বাংলাদেশের বিজয় দিবস কবে?
উত্তর : ১৬ ডিসেম্বর।

৩. বাংলাদেশের জাতীয় কবির নাম কী?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম।

৪. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্কে।

৫. ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোন মশা?
উত্তর : এডিস মশা।

৬. 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি কার লেখা?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

৭. পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমির নাম কী?
উত্তর : সাহারা মরুভূমি।

BCS প্রিলিমিনারি ও অন্যান্য MCQ পরীক্ষার জন্য
Professor's MCQ Review

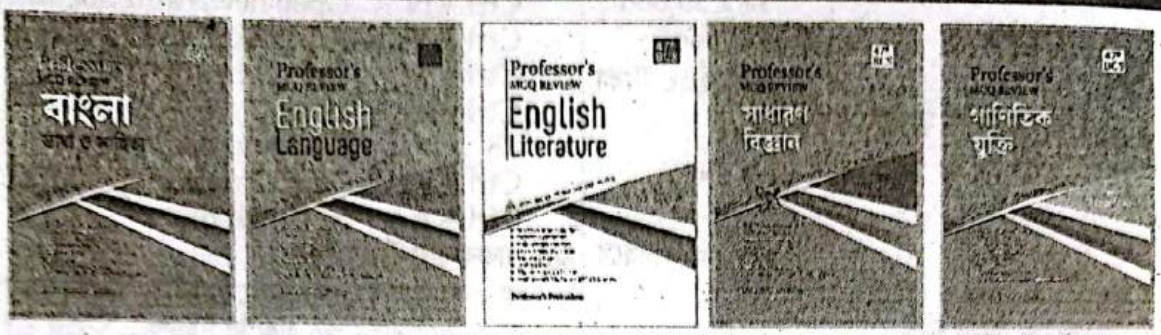

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
- English Language
- English Literature
- সাধারণ বিজ্ঞান
- গাণিতিক যুক্তি
- বাংলাদেশ বিষয়াবলি
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
- মানসিক দক্ষতা
- ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

নতুন সংস্করণের ১০টি বই

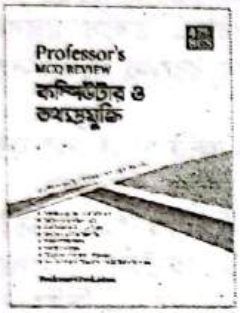

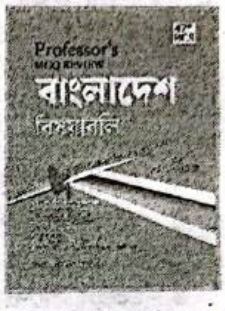

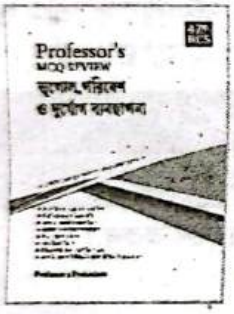

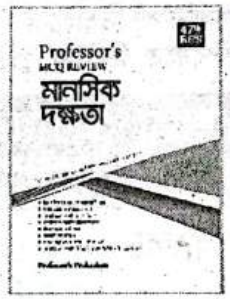

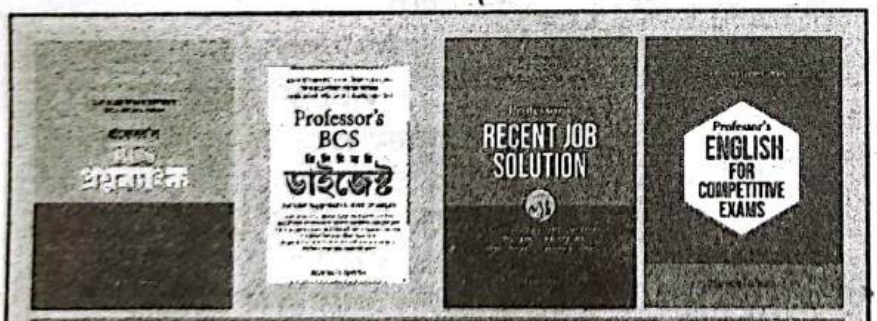

বিসিএস প্রিলিমিনারি'র দ্রুত প্রস্তুতির **বিশেষ ৪টি বই**

- BCS প্রিলিমিনারি প্রশ্নব্যাংক
- BCS প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট
- Recent Job Solution
- English For Competitive Exams

Professor's Job Solution

যেকোনো চাকরির MCQ প্রশ্ন-উত্তরের Special সংকলন

প্রফেসর'স প্রকাশন
তথ্যের পৃথিবী। উন্নত জীবন

যোগাযোগ : ৫৭১৬৫১২৯, ০১৩২৪২৫৪৬১৮

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (BCS) জন্য কয়েকটি ধাপে ক্যাডার নির্বাচন করা হয়। বিসিএসের প্রথম ধাপ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করার জন্য আপনি যদি একটু কৌশলী হন, তাহলেই প্রিলিমিনারি পাস করা অনেক সহজ হয়। ৪৭তম বিসিএস আয়োজনে বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের টিপস নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক আয়োজনের প্রথম পর্বে থাকছে বাংলা ও ইংরেজি।

বাংলা

বাংলা সাহিত্য

■ প্রাচীন যুগ

✓ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন— বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
✓ চর্যাপদের ভাষা বঙ্গকামরূপী বলে উল্লেখ করেন— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
✓ 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন— রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
✓ সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন— ভুসুকুপা।
✓ দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায় চরণটি— ৩৩ নং পদ।
✓ চর্যাপদের যে পদকর্তা 'কৃষ্ণাচার্য' নামে পরিচিত ছিলেন— কাহ্নপা।

■ মধ্য যুগ

✓ পুঁথি ও লোকসাহিত্য রচিত হয়— মধ্যযুগে।
✓ প্রাকৃতপৈঙ্গল রচিত হয়— অন্ধকার যুগে।
✓ চম্পু কাব্য হচ্ছে— গদ্য-পদ্য মিশ্রিত কাব্য।
✓ চৈতন্য যুগ যে সময়কালকে বোঝায়— ১৫০১-১৬০০।
✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মধ্যযুগকে ভাগ করেন— দুইভাগে। যথা: পাঠান আমল (১২০১-১৫৭৬ সাল) ও মোগল আমল (১৫৭৭-১৮০০ সাল)।
✓ ইজ্জতুল্লাহ বাঙ্গালী রচিত লোককাহিনি আশ্রিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান— তাজুলমূলক গুলে বকাওলি।
✓ শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে যে রস বলা হয়— মধুর রস।
✓ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন— হলায়ুধ মিশ্র।
✓ ব্রাহ্মণ্য শাসনের বদলে মুসলিম শাসন প্রচলনের মনোভাব ব্যক্ত হয়— নিরঞ্জনের রুষ্মা বা নিরঞ্জনের উষ্মা কবিতায়।
✓ খাঁটি বাংলায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
✓ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলেন — ড. বিমানবিহারী মজুমদার।
✓ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে— জয়দেবের গীতিগোবিন্দ থেকে।
✓ বসন্তরঞ্জন রায়কে বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি দেওয়া হয়— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক।
✓ চৈতন্য পরবর্তী পদাবলির রচয়িতা— দীন চণ্ডীদাস।
✓ পদাবলি রচনার স্বর্ণযুগ বলা হয়— ষোড়শ ও সপ্তদশ শতককে।
✓ বিদ্যাপতিকে কবিকণ্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন— রাজা শিবসিংহ।
✓ বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা— বিদ্যাপতি।
✓ কবিরাজ উপাধি ছিল— গোবিন্দ দাসের।
✓ কবিরাজ উপাধিটি দেন— শ্রীজীব গোস্বামী।
✓ বৈষ্ণব পদাবলি সংকলন করেন— বাবা আউল মনোহর দাস।
✓ 'শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' উক্তিটি— চণ্ডীদাসের।
✓ মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম— পদ্মপুরাণ।
✓ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি— ময়ূরভট্ট।
✓ কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি— সাবিরিদ খান ও রামপ্রসাদ সেন।
✓ রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত শ্রেষ্ঠ কাহিনির নাম— শিবকীর্তন।
✓ হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় এ উক্তিটি— চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের।
✓ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে বলা হয়— কড়চা।
✓ নবীবংশ যে কবির রচনা— সৈয়দ সুলতান।
✓ মর্সিয়া সাহিত্যের হিন্দু কবি— রাধারমন গোপ।
✓ গোরক্ষ বিজয় কাব্য যে ধর্মমতের কাহিনি নিয়ে লেখা — নাথধর্ম।
✓ বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলিম কবির নাম—শাহ মুহম্মদ সগীর।
✓ রসুলবিজয় কাব্যের রচয়িতা— শেখ চাঁদ।
✓ আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি— দৌলত কাজী।
✓ মধ্যযুগের আদি মুসলিম কবি— শাহ মুহম্মদ সগীর।
✓ লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি হলো— ছড়া।
✓ হাতেম তাই পুঁথি সাহিত্যটি রচনা করেন— সৈয়দ হামজা।
✓ পাঁচালি গানের প্রধান কবি— দাশরথি রায়।
✓ আঠারো শতকের বাংলা ভাষার কবিয়াল ছিলেন— এন্টনি ফিরিঙ্গি।

ভ্যাটিকান সিটির অন্য নাম দ্যা হলি সিটি

CamScanner

■ আধুনিক যুগ

✓ মাগন ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ— চন্দ্রাবতী।
✓ বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ— ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ।
✓ বাঙালির রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম— রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১; রচয়িতা রামরাম বসু)।
✓ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৮০১ সালে।
✓ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করেন— রামরাম বসু।
✓ প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন— চার্লস উইলকিন্স, হুগলিতে।
✓ দিল্লির বাদশা দ্বিতীয় আকবর রামমোহন রায়কে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন— ১৮৩০ সালে।
✓ রংপুর বার্তাবহ পত্রিকা প্রকাশিত হয়— ১৮৪৭ সালে।
✓ ঢাকা প্রকাশ সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক— কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
✓ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা— সংবাদ প্রভাকর।
✓ বঙ্গদূত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়— ১৮২৯ সালে।
✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস— বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।
✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস— কল্পতরু (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস— বাঁধন-হারা (১৯২৭)।
✓ তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসটি রচনা করেন— আলাউদ্দিন আল আজাদ।
✓ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়— ১৮৫২ সালে।
✓ মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয়— ১৮৬৯ সালে।
✓ আরেক ফাল্গুন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়— ১৯৬৮ সালে।
✓ ঝিলিমিলি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নাটকটি প্রকাশিত হয়— ১৯৩০ সালে।
✓ Uncle toms cabin-এর সাথে তুলনা করা হয় যে নাটককে— নীলদর্পণ।
✓ ছেঁড়া তার নাটকটি লিখেছেন— তুলসী লাহিড়ী।
✓ ডাকঘর যে ধরনের রচনা— নাটক।
✓ রোকেয়ার শেষ রচনা— নারীর অধিকার।
✓ আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ— পদ্মিনী উপাখ্যান।
✓ কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থ— চক্রবাক।
✓ বিত্ত নাই বেসাত নাই-এর রচয়িতা— আসাদ চৌধুরী।
✓ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে কাব্যগ্রন্থের কবি— শঙ্খঘোষ।
✓ সিরাজাম মুনীরা কাব্যের রচয়িতার নাম— ফররুখ আহমদ
✓ ফণীমনসা কাব্যের রচয়িতা— কাজী নজরুল ইসলাম।
✓ অনল-প্রবাহ রচনা করেন— সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য— বীরাঙ্গনা কাব্য।
✓ অবাক সূর্যোদয় কবিতাটি রচনা করেন— হাসান হাফিজুর রহমান।
✓ মানুষ কবিতাটি রচনা করেন— কাজী নজরুল ইসলাম।
✓ সোনার তরী কবিতার মূল ভাববস্তুগত বিষয়— মহাকাল ও মানুষ।
✓ শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেন— ফেরদৌসী।
✓ মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম স্বর্গ— উদ্যোগ।
✓ রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক ছোটগল্প— দেনাপাওনা।
✓ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস— আরেক ফাল্গুন (জহির রায়হানের)।
✓ একুশের স্বীকারোক্তি কবিতাটি লিখেন— শহীদ কাদরী
✓ চেতনার চোখ গল্পটি লিখেছেন— আনিস চৌধুরী।
✓ ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত প্রথম কবিতা— কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।
✓ ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়- গানটি রচয়িতা— আব্দুল লতিফ।
✓ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'ফেরি আসছে' লেখেন— রণে দাশগুপ্ত।
✓ অদ্ভুত আঁধার এক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসটি— শামসুর রাহমানের।
✓ হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস— জোছনা ও জননীর গল্প।
✓ বাতাসে লাশের গন্ধ কবিতাটির প্রেক্ষাপট— মুক্তিযুদ্ধ।
✓ আমি বীরাঙ্গনা বলছি প্রবন্ধটি লিখেছেন— ড. নীলিমা ইব্রাহিম
✓ মুক্তির সংগ্রাম গ্রন্থের লেখক— আনিসুজ্জামান।
✓ ১৯৭১ উপন্যাসের লেখক— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যা (প্রকাশিত ১৯৭২ সালে)।
✓ একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসটি— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।
✓ রমা ও রমেশ– চরিত্র— পল্লীসমাজ উপন্যাসের।
✓ হিরণবালা, ইব্রাহীম কার্দি-চরিত্রগুলো নেওয়া হয়েছে— রক্তাক্ত প্রান্তর নাটক থেকে।
✓ ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রটি লিখেছেন— ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
✓ রোহিণী, গোবিন্দ চরিত্রের অমর স্রষ্টা হলেন— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
✓ আমেনা, আক্কাস– চরিত্র দুটি— লালসালু উপন্যাসের
✓ সুরবালা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প— একরাত্রির।
✓ রামসুন্দর, নিরুপমা– চরিত্র দুটি— 'দেনাপাওনা' গল্পের
✓ জয়গুন যে উপন্যাসের চরিত্র— সূর্য-দীঘল বাড়ী।
✓ আল মাহমুদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস— উপমহাদেশ।
✓ মাইকেল মধুসূদন দত্তের ট্রাজেডি নাটক— কৃষ্ণকুমারী
✓ বিষের বাঁশী কাজী নজরুল ইসলামের— বিদ্রোহাত্ম ও জাতি জাগরণমূলক কাব্যগ্রন্থ।
✓ নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে উক্তিটি— মধ্যবর্তিনী ছোটগল্পের।
✓ বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে উক্তিটি কার— সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের।
✓ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক— সৈয়দ আলী আহসান।

✓ 'সবকটা জানালা খুলে দাও না' গানের সুরকার— আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল।
✓ আধ্যাত্মিকা উপন্যাসের লেখক— প্যারীচাঁদ মিত্র।
✓ বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়— ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে।
✓ বাংলা ভাষার প্রথম সাংকেতিক নাটক— শারদোৎসব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
✓ বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক— ভদ্রার্জুন (১৮৫২)।
✓ বেদের মেয়ে রচিত নাটকটি— পল্লীকবি জসিম উদ্‌দীনের।
✓ ঐতিহাসিক নাটক— রক্তাক্ত প্রান্তর।
✓ টিনের তলোয়ার নাটকটি রচনা করেন— উৎপল দত্ত।
✓ বাংলার জাগরণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন— কাজী আবদুল ওদুদ।
✓ মেঘনাদবধ কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ করেন— রাজনারায়ণ বসু।
✓ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে রচিত— কায়কোবাদের মহাশ্মশান (১৯০৪)।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন

✓ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন— দোহাকোষ।
✓ চর্যাপদের প্রাচীন যুগের কবি— লুইপা।
✓ চর্যাপদের টীকাকার হলেন— মুনিদত্ত।
✓ চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়— নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে।
✓ শূন্যপুরাণ রচনা করেন— রামাই পণ্ডিত।
✓ ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতবর্ষে ঘটেছিল— চিন্তাবিপ্লব।
✓ গঠনরীতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মূলত— নাট্যগীতি।
✓ শ্রীকৃষ্ণরীতিতে কাব্যের 'বড়াই' চরিত্র— রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী।
✓ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপাস্য চণ্ডী— শিবের স্ত্রী।
✓ শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে— মধুর রস বলে।
✓ জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত— বৃন্দাবন দাস।
✓ গোরক্ষ বিজয় কাব্য যে ধর্মমতের অবলম্বনে লেখা— নাথধর্ম।
✓ প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি— শাহ মুহম্মদ সগীর।
✓ ইউসুফ জুলেখা প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেন— শাহ মুহম্মদ সগীর।
✓ হপ্তপয়কর রচনা করেন— সৈয়দ আলাওল।
✓ লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা— দৌলত কাজী।
✓ মহুয়া পালাটির রচয়িতা— দ্বিজ কানাই।
✓ দোভাষী পুথি বলতে বোঝায়— কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুথি।
✓ বিদ্যাপতি মূলত— মৈথিলি ভাষার কবি।
✓ আলাওলের তোহফা যে জাতীয় রচনা— নীতিকাব্য।
✓ মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬।
✓ বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয়— উনিশ শতকে।
✓ সবুজপত্রের সম্পাদক ছিলেন— প্রমথ চৌধুরী।
✓ কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক— দীনেশরঞ্জন দাশ।
✓ সাপ্তাহিক সুধাকর-এর সম্পাদক ছিলেন— শেখ আব্দুর রহিম।
✓ দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়— ১৮৬৫ সালে।
✓ আগুন পাখি উপন্যাসের রচয়িতা— হাসান আজিজুল হক।
✓ বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম— স্বর্ণকুমারী দেবী।
✓ কীর্তনখোলা নাটকটির বিষয়— লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি।
✓ দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন হচ্ছে— বিয়ে পাগলা বুড়ো।

ব্যাকরণ

■ বানান ও বাক্যশুদ্ধি

✓ বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে— বাংলা একাডেমি।
✓ বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়— ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫।
✓ বাংলা বানানরীতি প্রথম প্রকাশ করে— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৩৬।

■ শুদ্ধ বানান

অকস্মাৎ • অগ্ন্যুৎপাত • অশ্বত্থ • অনসূয়া • অদ্যাপি • অপাঙ্‌ক্তেয় • অনুশাসন • অগ্নিবীণা • আকাঙ্ক্ষা • আয়ত্ত • আদ্যাক্ষর • আবিষ্কার • ইতঃপূর্বে • ইন্দ্রজালিক • ইদানীং • ইতোমধ্যে • ঈর্ষা • ঈষৎ • ঈপ্সা • উচ্চৈঃস্বর • উচ্ছ্বাস • উপর্যুক্ত • উর্ণনাভ • উদীচী • ঊর্মি • ঊর্ধ্ব • এতদ্ব্যতীত • এতদ্বারা • একত্র • ঐকাত্ম্য • কাঙ্ক্ষিত • কৃচ্ছ্র • কনীনিকা • কৌতূহল • কল্যাণীয়েষু • ক্ষীণজীবী • ক্ষুন্নিবৃত্তি • ক্ষুব্ধ • খ্রিষ্টীয় • খ্রিষ্টাব্দ • গার্হস্থ্য • গীতাঞ্জলি • গৃহিণী • গণনা • গোধূলি • দরিদ্র্য • দারিদ্র • দীনতা • ধ্বন্যাত্মক • নৈর্ঋত • ন্যূনতম • নিশীথিনী • প্রত্যূষ • পরিষ্কার • পুরস্কার • পাণিনি • পূর্বাহ্নে • পুরাণ • মনঃকষ্ট • মনীষী • লক্ষ্মণ • লজ্জাকর • শ্বাশত • শূন্য • শ্রদ্ধাঞ্জলি • ষাণ্মাসিক • সমীচীন • সুষুপ্ত • সংশ্রব • হীনম্মন্যতা।

■ ধ্বনি

✓ বাংলা ভাষার ক্ষুদ্রতম এককে বলে— ধ্বনি।
✓ অঘোষ 'হ' ধ্বনির বর্ণরূপ— ঃ (বিসর্গ)।
✓ সন্ধিস্বর বা সাধ্যাক্ষর বলা হয়— যৌগিক স্বরধ্বনিকে।
✓ মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি— ৩০টি।
✓ উচ্চ-মধ্য সম্মুখে উচ্চারিত হয়— এ।
✓ নিম্ন বিবৃত স্বরধ্বনি— আ।
✓ বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি— ৪টি (ই, উ, এ, ও)।
✓ 'ঋ' উচ্চারণগত দিক থেকে— হ্রস্বস্বর ধ্বনি।
✓ শব্দের প্রথমে বসে না— ঙ, ং, ঞ ধ্বনি।
✓ সত্য > সত্যি হচ্ছে— অন্ত্য স্বরাগমের উদাহরণ।
✓ অপিনিহিতির উদাহরণ — কাল — কাইল/বাক্য — বাইক্য/ আজি > আইজ।
✓ লাল > নাল, শরীর > শরীল — বিষমীভবনের উদাহরণ।

■ শব্দ

✓ বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক— শব্দ।
✓ অর্থ অনুসারে শব্দকে ভাগ করা যায়— ৩ ভাগে।
✓ স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ বলা হয়— মৌলিক শব্দকে।
✓ নদ, মা, পা, মাছ, পাখি— এগুলো মৌলিক শব্দের উদাহরণ।
✓ যৌগিক শব্দের উদাহরণ— চিকামারা, দৌহিত্র, পাঠক, মিতালি, গায়ক, নায়ক।
✓ রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ— হস্তী, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, হরিণ, পাঞ্জাবি, রাখাল, কুশল।
✓ যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ— মিষ্টান্ন, বহুব্রীহি, জলদ, দশানন, আদিত্য, পীতাম্বর।
✓ তদ্ভব শব্দের অপর নাম— খাঁটি বাংলা শব্দ।
✓ জোছনা, বিষ্টি, গিন্নি, গতর, ওষুধ— শব্দগুলো অর্ধতৎসম।
✓ হোগলা, তামাক, জারুল, হাঁড়ি, মাঠ, ঝাল— এগুলো দেশি শব্দ।
✓ খাঁটি বাংলা বা দেশি শব্দ— ডাব, লাউ, পাতিল, বাটি, বোল।
✓ কতিপয় ফারসি শব্দ— চশমা, নিশান, দরবার, দোকান, নালিশ, আমদানি, বারান্দা, হাদিস, বাদশাহ।
✓ কতিপয় তুর্কি শব্দ— বাবা, লাশ, বন্দুক, খোকা, কাঁচি।
✓ 'চুরুট' শব্দটি— তামিল ভাষার।
✓ 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দটি— জার্মান থেকে আগত।
✓ 'আসমান' শব্দটি— ফারসি শব্দ থেকে আগত।

■ বাংলা ভাষা ও লিপি

✓ বাংলা ভাষার জন্ম— বঙ্গকামরূপী ভাষা থেকে।
✓ বাংলা ভাষা বিশেষভাবে প্রভাবিত— দ্রাবিড় ও কোল অনার্য ভাষা দ্বারা।
✓ সর্বপ্রথম সাধুভাষা ব্যবহার করেন— রাজা রামমোহন রায়।
✓ পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণের নাম— ডি লিঙ্গুয়া ল্যাটিনো।
✓ বাংলা লিপির পূর্ববর্তী রূপ— কুটিল লিপি।
✓ বাংলা লিপি অক্ষর স্থায়ী রূপ পায়— পনেরো শতকে।
✓ কুটিল লিপি এসেছে— ব্রাহ্মী লিপি থেকে।
✓ পাণিনির বিখ্যাত গ্রন্থের নাম— অষ্টাধ্যায়ী।
✓ সুকুমার সেনের ব্যাকরণ সংক্রান্ত বই— বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ; ভাষার ইতিবৃত্ত।

■ সমাস

✓ **দ্বন্দ্ব সমাস**
আলোছায়া— আলো ও ছায়া • কুশীলব— কুশ ও লব • দুধে-ভাতে— দুধে ও ভাতে • লাভ-লোকসান দ্বন্দ্ব সমাসের— বিপরীতার্থক যোগে গঠিত।

✓ **কর্মধারয় সমাস**
হারামণি— হারিয়েছে যে মণি • মহাকীর্তি— মহতী যে কীর্তি • কদর্য— কু যে অর্থ • ধোয়ামোছা— আগে ধোয়া পরে মোছা।

✓ **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**
সংবাদপত্র— সংবাদযুক্ত পত্র • আয়কর— আয়ের ওপর কর • একাদশ— একের অধিক দশ

✓ **উপমান কর্মধারয় সমাস**
কদমছাঁট— কদমের মতো ছাঁট • কুসুমকোমল— কুসুমের ন্যায় কোমল।

✓ **উপমিত কর্মধারয়**
পদ্ম আঁখি— আঁখি পদ্মের ন্যায় • চাঁদবদন— বদন চাঁদের ন্যায়।

✓ **রূপক কর্মধারয়**
প্রাণপাখি— প্রাণ রূপ পাখি • ক্রোধানল— ক্রোধ রূপ অনল • সংসার সমুদ্র— সংসার রূপ সমুদ্র।

✓ **তৎপুরুষ সমাস**
যে সমাসের পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়— তৎপুরুষ সমাস।

✓ **উপপদ তৎপুরুষ**
পঙ্কজ— পঙ্কে জন্মে যা • প-চাটা— পা চাটে যে।

✓ **দ্বিগু সমাস**
সপ্তাহ— সপ্ত অহের (দিবস) সমাহার • প্রতিক্ষণে— ক্ষণে ক্ষণে • প্রতিকূল— বিরুদ্ধকূল • অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ।

✓ **নিত্য সমাস**
গ্রামান্তর— অন্য গ্রাম • লোকান্তর — অন্য লোক।

■ প্রত্যয়

✓ ক্রিয়ার যে অংশকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না— ধাতুকে।
✓ বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে— প্রাতিপদিক।
✓ নামপদের মূল অংশকে বলে— নাম প্রকৃতি।

■ কারক ও বিভক্তি

✓ **কর্মকারকের বিভিন্ন বিভক্তির উদাহরণ**
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কথায় কথায় ছলচাতুরী, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল, অর্থ অনর্থ ঘটায়— শূন্য
পুলিশে খবর দাও, বিপদে যেন করিতে পারি জয়— ৭মী।
দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে, ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো — ২য়া

✓ **করণ কারক**
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা না— ৩য়া
গানে গানে মন ভরেছে, অণুতে গঠিত হিমালয়, টাকায় কিনা হয়, নতুন ধান্যে হবে নবান্ন— ৭মী।

✓ **অপাদান কারকের উদাহরণ**
পাপ থেকে পুণ্য পৃথক, বিপদ থেকে বাঁচাও, সোমবার থেকে পরীক্ষা— ৫মী
এ মেঘে বৃষ্টি হয় না, জলে বাষ্প হয়, কুকর্মে বিরত হও— ৭মী।

✓ **অধিকরণ কারকে ৭মী**
আমরা রোজ স্কুলে যাই • এ জমিতে সোনা ফলে • পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

✓ **সম্প্রদানে ৭মী**
সৎপাত্রে কন্যা দান কর • আমায় একটু আশ্রয় দিন • গৃহহীনে গৃহ দাও।

■ বাক্য

বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক— শব্দ।

✓ **জটিল বাক্য**
যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।
যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

✓ **সরল বাক্য**
অপরাধী বলে শাস্তি তুমি পাবে।
তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ।
বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

✓ **যৌগিক বাক্য**
সত্যবাদী বলেই তাকে সকলে বিশ্বাস করে।
কিছু লোক ভিক্ষা করে, ওদের টাকা দাও।
বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।

■ সন্ধি

♦ সন্ধি আলোচিত হয়— ধ্বনিতত্ত্বে।
♦ বাংলা যে পদের সাথে সন্ধি হয় না— ক্রিয়া।
♦ বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির— অন্তর্গত।

জলোচ্ছ্বাস = জল + উচ্ছ্বাস	প্রীতি = প্রতি + ইতি
বন্যার্ত = বন্যা + ঋত	পদ্ধতি = পদ + হতি
লবণ = লো + অন	অভ্যুদয় = অভি + উদয়
ষড়ানন = ষট্ + আনন	পুরস্কার = পুরঃ + কার
শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ	গবেশ্বর = গো + ঈশ্বর
অন্যান্য = অন্য + অন্য	গবাক্ষ = গো + অক্ষ
আশ্চর্য = আ + চর্য	অহরহ = অহঃ + অহ
উত্থাপন = উৎ + স্থাপন	প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
মহাশয় = মহা + আশয়	সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি
মহর্ষি = মহা + ঋষি	উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া	ভাস্কর = ভাঃ + কর
অহর্নিশ = অহঃ + নিশ	নিষ্পাপ = নিঃ + পাপ।

■ পরিভাষা

Archetype—আদিরূপ • Annotation—টীকা • Affidavit— হলফনামা • Autobiograph—আত্মজীবনী • Biography—কড়চা • Blockade—অবরোধ • Boycott—বর্জন • Cabinet—মন্ত্রিপরিষদ • Coup—অভ্যুত্থান • Cease Fire—অস্ত্র সংবরণ • Curfew—সান্ধ্য আইন • Sanction—মঞ্জুরি • Subjudice—বিচারাধীন • Understatement—ন্যূনোক্তি • Oxymoron—বিপরীতালঙ্কার।

■ বিপরীত শব্দ

আকুঞ্চন—প্রসারণ • আরোহণ—অবরোহণ • ঋজু—বক্র • ইদানীন্তন—তদানীন্তন • কুটিল—সরল • খরিদ—বিক্রয় • গ্রহীতা—দাতা • চ্যুত—স্থিত • জঙ্গম—স্থাবর • টানা—পোড়েন • দৃঢ়—শিথিল • নিষ্কৃতি—বন্ধন • ফাঁপা—নিরেট • হিত—অহিত • অনুগ্রহ—নিগ্রহ • অর্বাচীন—প্রাচীন • অধমর্ণ—উত্তমর্ণ • উন্মীলন—নিমীলন • উদ্যম—বিরাম।

■ সমার্থক শব্দ

♦ **নদী :** তটিনী, সরিৎ, শৈবলিনী, তরঙ্গিণী, স্রোতঃস্বতী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিণী, গাঙ, মন্দাকিনী, কূলবতী, স্রোতোবহা, কল্লোলিনী, কলস্বিনী।
♦ **সমুদ্র :** সাগর, অর্ণব, জলধি, জলনিধি, উদধি, পয়োধি, পাথার, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর।
♦ **চন্দ্র :** চাঁদ, সুধাকর, শশাঙ্ক, শশধর, ইন্দু, নিশাপতি, নিশাকর, সুধাময়, শশী, বিধু, সোম, হিমাংশু।
♦ **সূর্য :** আদিত্য, তপন, দিবাকর, দিনকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, রবি, সবিতা, অর্ক, দিনেশ, কিরণমালী, বিভাকর, বিভাবসু, মিহির, আফতাব, বিবস্বান, প্রভাকর, অরুণ।
♦ **ফুল :** পুষ্প, মঞ্জরি, কুসুম, রঙ্গন, সুমন, পুষ্পক, প্রসূন।
♦ **ইচ্ছা :** অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, স্পৃহা, মনোবাসনা, অভিরুচি, এষণা, আশ, প্রবৃত্তি, মনস্কাম, সাধ, মনোরথ, ঈপ্সা, কামনা, অভীপ্সা, প্রার্থনা, চাওয়া।

■ বাগ্‌ধারা

✓ অরণ্যে রোদন = নিষ্ফল আবেদন।
✓ আগুন নিয়ে খেলা = ভয়ংকর বিপদ।
✓ আঠারো আনা = সমূহ সম্ভাবনা।
✓ আদা জল খেয়ে লাগা = প্রাণপণ চেষ্টা করা।
✓ ইলশে গুঁড়ি = গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
✓ উড়নচণ্ডী = অমিতব্যয়ী।
✓ রাশভারী = গম্ভীর প্রকৃতির।
✓ হাতের পাঁচ = শেষ সম্বল।
✓ হাড়হাভাতে = হতভাগ্য।
✓ ডুমুরের ফুল = দুর্লভ বস্তু।
✓ ঢিমে তেতালা = মন্থর।
✓ তুলসী বনের বাঘ = ভণ্ড।
✓ তীর্থের কাক = প্রতীক্ষারত।
✓ দাদ নেওয়া = প্রতিশোধ নেওয়া।
✓ ধরাকে সরা জ্ঞান করা = সকলকে তুচ্ছ ভাবা।

■ এককথায় প্রকাশ

✓ নিন্দা করার ইচ্ছা = জুগুপ্সা।
✓ যা দীপ্তি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান।
✓ পাখির ডাক = কূজন।
✓ সাদরে গ্রহণ = বরণ।
✓ হাতির গর্জন/ডাক = বৃংহণ/বৃংহিত।
✓ হরিণের চামড়া = অজিন।
✓ যা বলা হয়নি = অনুক্ত।
✓ যা সহজে পাওয়া যায় না = দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্য।
✓ একই গুরুর শিষ্য = সতীর্থ।
✓ বাঘের চামড়া = কৃত্তি।
✓ ক্ষমা করার ইচ্ছা = চিক্ষমিষা, তিতিক্ষা।
✓ ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি = ইতিহাসবেত্তা।

ভ্যাটিকান সিটি স্বাধীনতা লাভ করে ইতালির সাথে Lateran Pacts নামক চুক্তির মাধ্যমে

■ Transformation of sentence

Active : He fought a good fight.
Passive : A good fight was fought by him.
Active : He lived a pure life.
Passive : A pure life was lived by him.
Active : Do it.
Passive : Let it be done (by you).
Active : Send for the man.
Passive : Let the man be sent for (by you).
Active : We understand that he did the work.
Passive : It is understood by us that the work was done by him.
Active : They were making him a prisoner.
Passive : He was being made a prisoner by them.
Active : A brave man does his duty.
Passive : His duty is done by a brave man.
Activate : I see him come.
Passive : He is seen to come by me.

Affirmative : He belongs much money.
Negative : He doesn't belong a little money.
Affirmative : Helal has a little wealth.
Negative : Helal doesn't have much wealth.

Assertive : He was very gentle.
Interrogative : wasn't he very gentle?
Exclamatory : Alas! He has failed.
Assertive : We mourn that he has failed.
Exclamatory : Had I the wings of a bird!
Assertive : I wish I had the wings of a bird.

Simple : Working hard, the boy made a good result.
Compound : The boy worked hard and he made a good result.
Simple : Without working hard, you will not succeed in life.
Compound : Work hard or you will not succeed in life.
Compound : He came to me and I felt tired.
Complex : When he came to me, I felt tired.
Compound : The boy tried hard but could not win the match.
Complex : Though the boy tried hard, he could not win the match.
Complex : Though he was dishonest, he was set free.
Simple : In spite of his being dishonest, he was set free.
Complex : The man who is drowning catches at a straw.
Simple : A drowning man catches at a straw.

■ Word meaning

✓ In English grammar — deals with formation of sentences.— syntax.
✓ Menacing means— Alarming/threatening
✓ Amicable means— Friendly.
✓ He is so garrulous. Here 'garrulous' means — talks too much.
✓ Bucolic means— rural.
✓ Castigate means— criticize.
✓ Corroborate means— confirm or give support
✓ Erratic means— irregular.
✓ Agitate means— disturb.
✓ The synonym of the word 'Cordial' is— amiable
✓ The synonym of 'futile' is— vain/fruitless
✓ The Appropriate meaning of the word 'diversity' is— variety.
✓ The word 'indigenous' is meaning of— Native.
✓ A synonym of Pertinent' is— relevant.
✓ Find the synonym of the word 'Collapse'— debad
✓ The word 'obese' means— very fat.
✓ Meaning of the word 'rigorous' is— extremel thorough and careful.
✓ The synonym of the word 'tumult' is—composur
✓ The synonym of the word 'Tyranny' is— dictatorship.
✓ The word 'infinity' means— the state o having no end or limit.
✓ Lavatory means— a place of discharge fron the bowels.
✓ What is the meaning of 'Pragmatic'?—Practical
✓ Which is similar in meaning to the word 'Appease'?— placate.
✓ The word 'complicit' is associated with— crim
✓ Magnanimous— generous.
✓ Humiliate means— let off.
✓ 'Homogeneous' means— same kind.
✓ The word 'callous' means— indifferent.

■ Antonym

✓ Antonym of the word 'dearth' is— abundance.
✓ Frugal is the opposite of— extravagant.
✓ Honorary is opposite of— salaried.
✓ 'Supercilious' is the opposite of— affable.
✓ Opposite of 'indifference'— ardor.
✓ 'Sluggish' is the opposite of— animated.
✓ Antonym of 'inimical' is— friendly.
✓ Recalcitrant is the opposite of— compliant
✓ Antony of 'liability' is— assets.
✓ 'Repeal' is the opposite of— enact.
✓ Equity is the opposite of— bias.
✓ 'Oblige' is the opposite of— bother.
✓ Antonym of 'cynical' is— optimistic.
✓ Initiative is the opposite of— apathy.
✓ Transient is the opposite of— permanent.

■ Spelling test

Incorrect		Correct
Acivment	–	Achievement
Acclerate	–	Accelerate
Asesment	–	Assessment
Adulteraton	–	Adulteration
Aquisence	–	Acquiescence
Aclmation	–	Acclamation
Accesible	–	Accessible
Agreable	–	Agreeable
Agriculure	–	Agriculture
Ascertain	–	Ascertain
Acession	–	Accession
Acommodation	–	Accommodation
Bouqet	–	Bouquet
Bureacrat	–	Bureaucrat
Brouchure	–	Brochure
Beliveable	–	Believable
Barier	–	Barrier
Belligernt	–	Belligerent

Literature

■ The Old English Period

✓ Oldest period in English Literature—Anglo-Saxon.
✓ First long poem in English—Beowulf.
✓ Chaucer is the representative poet of—14th century.
✓ Father of English poetry—Geoffrey Chaucer.
✓ Father of Modern English Poetry—Geoffrey Chaucer.
✓ 'The Canterbury Tales' is composed by—Geoffrey Chaucer.
✓ 'The New Testament' translated by—John Wycliffe.
✓ When a speaker speaks his thoughts aloud, it is called—soliloquy.
✓ The hero or central character of a literary work is called—Protagonist.
✓ Much Ado About Nothing is written by—W. Shakespeare.

■ Renaissance

✓ 'Renaissance' signify—The revival of learning.
✓ The beginning of the Renaissance may be traced to the city of—Florence.
✓ Main feature of the Renaissance—Humanism.
✓ Elizabethan tragedy is centered on the theme of—Revenge.
✓ Shakespeare is the writer of—The Tempest.
✓ A sonnet is a lyric poem of—14 lines.
✓ William Shakespeare is the author of—King Lear.
✓ 'Twelfth Night' is—a comedy.
✓ The play 'Romeo and Juliet' was written by—William Shakespeare.
✓ 'Romeo and Juliet' is a—tragedy.
✓ The poem 'Under the Green Wood Tree' was written by—William Shakespeare.
✓ Shakespeare's swansong—The Tempest.
✓ To be or not to be, that is the question is from—Hamlet.
✓ Shakespeare's Macbeth is a—tragedy.
✓ 'Comedy of Errors' is by—William Shakespeare.
✓ 'Dr. Faustus' was written by—Christopher Marlowe.

■ The Neoclassical Period

✓ 'Elegy Written in a Country Churchyard' is written by—Thomas Gray.
✓ 'To err is human, to forgive is divine' was written by—Alexander Pope.
✓ Paradise Lost was composed by—John Milton.
✓ Gulliver's Travels was written by—Jonathan Swift.
✓ 'A Voyage of Lilliput' is written by—Jonathan Swift.
✓ The first English Dictionary was compiled by—Samuel Johnson.
✓ The famous mock-heroic poet in English literature is—Alexander Pope.
✓ The first English novel, Pamela, was written by—Samuel Richardson.
✓ 'A little learning is a dangerous thing' is a quotation from—Alexander Pope.
✓ The father of the English novel—Henry Fielding.
✓ Alexander Pope's famous work is—The Rape of the Lock.
✓ The 'Restoration period' in English literature refers to—1660.
✓ Goethe is the greatest poet of—Germany.

■ The Romantic Period

✓ 'The poet of nature' in English literature—William Wordsworth.
✓ 'The Solitary Reaper' is written by—William Wordsworth.
✓ The Romantic age in English literature began with the publication of—Preface of Lyrical Ballads.
✓ The year 1798 is famous for—Publication of lyrical ballads.
✓ Romantic Period of English literature—1798-1832.
✓ Both a poet and painter—William Blake.
✓ The author of 'Songs of Innocence and of Experience' is—William Blake.
✓ The literary work 'Kubla Khan' is—by Coleridge.
✓ 'Prometheus Unbound' was written by—Shelley.
✓ 'Ode to the West Wind' is by—Shelley.

✓ 'Poet of beauty'—John Keats.
✓ 'Ode to Autumn' was written by—Keats.
✓ Poet of sensuousness—John Keats.
✓ 'Ode on a Grecian Urn' was written by—Keats.
✓ Rebel Poet—Lord Byron.
✓ 'Don Juan' was written by—Lord Byron
✓ 'Pride and Prejudice' is a novel by—Jane Austen.
✓ Jane Austen is the writer of—Emma.
✓ 'Essays of Elia' was written by—Charles Lamb.
✓ 'Poets are unacknowledged legislators of the world'—told by—Shelley.
✓ 'Poet laureate'—William Wordsworth.
✓ 'Biographia Literaria' was written by—Coleridge.
✓ P.B. Shelley's 'Adonais' is an elegy on the death of —John Keats.

■ The Victorian Period

✓ 'David Copperfield' is a/an—novel.—Victorian.
✓ London town is found a living being in the work of —. —Charles Dickens.
✓ 'Patriotism' was written by—Sir Walter Scott.
✓ 'Ivanhoe' was written by—Sir Walter Scott.
✓ Browning was the composer of—. —Andrea Del Sarto.
✓ The poem 'The Patriot' is written by—. —Robert Browning.
✓ Browning wrote — .—Rabbi Ben Ezra.
✓ 'The Scholar Gipsy' was written by—. —Matthew Arnold.
✓ The novel 'Three Musketeers' was written by—Alexandre Dumas.
✓ 'Vanity Fair' is a novel by—. —Thackeray.
✓ The writer of 'David Copperfield' is—. —Charles Dickens.
✓ 'A Tale of Two Cities' was written by—Charles Dickens.
✓ Author of the book 'War and Peace'—Leo Tolstoy.
✓ Leo Tolstoy is a —novelist.—Russian.
✓ 'The Return of the Native' is written by—. —Thomas Hardy.
✓ 'Sherlock Holmes' was written by—. —Sir Arthur Conan Doyle.
✓ Author of 'Arabian Nights'—Sir Richard Burton.
✓ A song embodying religious and sacred emotions is called a—. Hymn.
✓ The Victorian age is named after—Queen Victoria.
✓ Tennyson's 'In Memoriam' is—. —An elegy.
✓ The poem 'Ulysses' was written by—Alfred Tennyson.
✓ Tennyson wrote—. —The Lotus-Eaters.
✓ 'The Falcon' is a comedy by—. —Alfred Tennyson.

■ The Modern & The Post Modern Periods

✓ 'Caesar and Cleopatra' is a play by—G.B. Shaw.
✓ George Bernard Shaw is —a playwright.
✓ Author of the drama 'Joan of Arc'—G.B. Shaw.
✓ 'Man and Superman' is a play by—G.B. Shaw.
✓ Bertrand Russell was a British—philosopher.
✓ Introduction to Rabindranath Tagore's 'Song Offerings' was written by—W.B. Yeats.
✓ Famous Irish poet and dramatist is—W.B. Yeats.
✓ Real name of the great American short-story writer, 'O. Henry'—William Sydney Porter.
✓ 'The Rainbow' is—a novel by D.H. Lawrence.
✓ 'Murder in the Cathedral' is written by—T.S. Eliot.
✓ Author of 'For Whom the Bell Tolls'—Ernest Hemingway.
✓ 'The Old Man and the Sea' was written by—Ernest Hemingway
✓ 'Waiting for Godot' was written by—Samuel Beckett.
✓ 'The Birthday Party' was written by—Harold Pinter.
✓ 'A Doll's House' is written by—Henrik Ibsen
✓ 'My Experiments with Truth' was written by—Mahatma Gandhi.
✓ The author of the book 'The Sense of an Ending' is —Julian Barnes.
✓ 'The Rape of Bangladesh' was written by—Anthony Mascarenhas.
✓ 'The Judgement' was written by—Kuldip Nayer.
✓ Author of 'India Wins Freedom'—Abul Kalam Azad.
✓ Victor Hugo was a—French novelist.
✓ Nissim Ezekiel is a famous poet of—India.
✓ Author of 'The End of History and the Last Man'—Francis Fukuyama.
✓ Author of 'The Time Machine'—H.G. Wells.
✓ Author of 'Uncle Tom's Cabin'—Harriet Beecher Stowe.
✓ Author of 'The God of Small Things'—Arundhati Roy.
✓ Author of 'The Spirit of Islam'—Syed Amir Ali.
✓ The play 'Candida' is by—George Bernard Shaw.
✓ 'A Passage to India' is written by—E.M. Forster
✓ 'Gerontion' is a poem by—T.S. Eliot.
✓ 'The Sun Also Rises' is a novel written by—Ernest Hemingway.
✓ Guy de Maupassant is a famous—French short story writer.
✓ 'Langston Hughes' is—American poet.
✓ 'Father of the Science Fiction'—Jules Verne.

Self Test

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১. চর্যাপদের কোন পদ পাওয়া যায়নি?
ক ২৩নং পদ খ ৪০নং পদ
গ ৪৮নং পদ ঘ ৫০নং পদ

২. বিদ্যাসুন্দর কাব্যের লেখক ছিলেন—
ক মুহাম্মদ কবীর খ সাবিরিদ খান
গ শাহ মুহম্মদ সগীর ঘ আলাওল

৩. প্রাচীন লোকগীতি, হারামণি'র সংকলক ছিলেন—
ক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন খ দীনেশচন্দ্র সেন
গ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র ঘ চন্দ্রকুমার দে

৪. তোহফা গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—
ক সৈয়দ মুহাম্মদ খান খ মাগন ঠাকুর
গ শ্রীমন্ত সোলেমান ঘ সৈয়দ মুসা

৫. মোসলেম ভারত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—
ক মোজাম্মেল হক খ মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ কাজী নজরুল ইসলাম

৬. অবিশ্বাস্য উপন্যাসের নামটির সাথে কোন লেখকের নাম জড়িত?
ক সমরেশ বসু খ সত্যেন সেন
গ সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ শওকত ওসমান

৭. রক্তে আমার আবার প্রলয় দোল গানটির রচয়িতা—
ক আলতাফ মাহমুদ খ আবদুল গাফফার চৌধুরী
গ নয়ীম গহর ঘ আব্দুল লতিফ

৮. উদাত্ত বাংলা কবিতাটি কোন প্রেক্ষাপটে রচনা করা হয়—
ক ভাষা আন্দোলন খ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
গ গণ অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক ঘ ছয় দফাকেন্দ্রিক

৯. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক সমীচীন খ শিহরণ
গ যাণ্মাসিক ঘ দারিদ্র

১০. সুরপুর শব্দটি কোন শব্দকে বোঝায়?
ক স্বর্ণকে খ স্ত্রীকে
গ স্বর্গকে ঘ সমুদ্রকে

১১. নিম্নের কোনটিতে বিষমীভবনের উদাহরণ পাওয়া যায়?
ক স্ত্রী-ইস্ত্রী খ দিশ-দিশা
গ কাঁদনা-কান্না ঘ লাল-নাল

১২. ডেঙ্গু শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক জাপানি খ পর্তুগিজ
গ বর্মি ঘ স্প্যানিশ

১৩. অল্পবুদ্ধি শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক তৎপুরুষ খ বহুব্রীহি
গ কর্মধারয় ঘ নিত্য সমাস

১৪. উপদেবতা উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ক্ষুদ্র খ মন্দ গ বিশেষ ঘ সম্যক

উত্তর
১. গ
২. খ
৩. ক
৪. গ
৫. ক
৬. গ
৭. খ
৮. খ
৯. ঘ
১০. গ
১১. ঘ
১২. ঘ
১৩. খ
১৪. খ

English Language and Literature

1. What kind of noun 'infantry' is?
ⓐ Proper noun ⓑ Common noun
ⓒ Collective noun ⓓ Abstract noun

2. Which of the following does not have masculine gender?
ⓐ Nymph ⓑ Lass
ⓒ Brunette ⓓ Witch

3. Kine is the plural of—
ⓐ Cow ⓑ Horse ⓒ Zebra ⓓ Snail

4. Correct passive form of 'Panic seized him'.
ⓐ He was seized by panic.
ⓑ He is being seized by panic.
ⓒ He has been seized with panic.
ⓓ He was seized with panic.

5. Opposite meaning of 'onerous' is—
ⓐ Inconvenient ⓑ Exigent
ⓒ Facile ⓓ Wearing

6. A lexicographer is a person who writes—
ⓐ Lyrics ⓑ Bible
ⓒ Dictionary ⓓ Limerick poem

7. The meaning of 'a greenhorn' is—
ⓐ Tremendous person
ⓑ Extraordinary person
ⓒ Inexperienced person
ⓓ Experienced person

8. Identify the incorrectly spelt word.
ⓐ Sacrilegious ⓑ Orangutang
ⓒ Conscientious ⓓ Minuscule

9. The process of releasing strong or repressed emotions—
ⓐ catharsis ⓑ exorcism
ⓒ synopsis ⓓ cataclysm

10. Anger may be compared — fire.
ⓐ To ⓑ With
ⓒ Against ⓓ About

11. Which of the following was a 'University Wits'?
ⓐ Thomas Kyd. ⓑ Edmund Spenser
ⓒ John Keats ⓓ Alfred Tennyson

12. Who was an English poet addicted to opium?
ⓐ T.S. Eliot ⓑ S.T. Coleridge
ⓒ E.M. Forster ⓓ John Keats

13. Famous for the theory of 'Objective Correlative'—
ⓐ T.S. Eliot ⓑ Geoffrey Chaucer
ⓒ Fyodor Dostoevsky ⓓ John Milton

14. A character from 'A Passage to India'—
ⓐ Hercule Poirot ⓑ Prospero
ⓒ Nick Nelson ⓓ Cyril Fielding

উত্তর
1. ⓒ
2. ⓒ
3. ⓐ
4. ⓓ
5. ⓒ
6. ⓒ
7. ⓒ
8. ⓑ
9. ⓐ
10. ⓐ
11. ⓐ
12. ⓑ
13. ⓐ
14. ⓓ

সুইস গার্ড (Swiss Guard) ভ্যাটিকান সিটি এবং পোপের নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনী

সরকারি কর্ম কমিশন
নন-ক্যাডার লিখিত (সাধারণ)

বাংলা

মান-৫০

১. যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন : ১৫
ক. নারীর ক্ষমতায়ন।
খ. দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক।

২. সারমর্ম লিখুন : ৫
জ্ঞানের স্পৃহা ছাড়া শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষা পাসটাই বড় হয়। এতে পরীক্ষা পাস করা লোকের অভাব না থাকলেও জ্ঞানীর অভাব দেখা দেয়। পরীক্ষা পাসের মোহ যদি ছাত্রছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, তবে জ্ঞান নির্বাসনে চলে যায়। পৃথিবীতে অক্ষয় আসন লাভের জন্য তরুণ সমাজকে জ্ঞানের প্রতি উৎসাহী করে তুলতে হবে। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণ সমাজের সামনে কখনোই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

৩. জাতীয় জীবনে 'দুর্নীতিরোধে' সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন। ১০

৪. বাংলায় অনুবাদ করুন : ৫
It is very difficult to be great. Some qualities are required to become great. Honesty and courage are two of them. People of former times possessed these qualities. Now these qualities are very rare.
অনুবাদ : মহান হওয়া খুব কঠিন। মহান হওয়ার জন্য কিছু গুণের প্রয়োজন। সততা এবং সাহস তাদের মধ্যে দুটি। আগের যুগের মানুষ এ গুণাবলির অধিকারী ছিল। এখন এ গুণাবলি খুবই বিরল।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ১৫
ক. শব্দ যুগলের অর্থ লিখুন
ফোটা কাটা কুকুর বাধা গাথা
ফোঁটা কাঁটা কুকুট বাঁধা গাঁথা
খ. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন :
যজ্ঞ, বিদ্যুল্লতা, উচ্ছল, নিস্তরঙ্গ, অহরহ।
গ. এককথায় প্রকাশ করুন :
হেমন্তে জাত, অনেক দেখেছেন যিনি।

ENGLISH

Marks-50

1. Write an essay on any of the following : 15
a. Higher Education in Bangladesh
b. Communication System in Bangladesh.

2. Write a letter to the editor of a Newspaper giving your views on the price hike of necessary commodities. 10

3. এ অংশে একটি Passage থাকবে এবং সেটির ওপর ৫টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। Passage-টির সাপেক্ষে প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে। ১০

4. Re-write the following as directed in the brackets: 5
a. What you are going to drink? (correct the sentences)
b. The driver jumped— the car. (use appropriate preposition) —(into)
c. The load is too heavy for me —. (complete the sentence)
d. He said, 'Do start at once' (turn into indirect speech)
e. Your promises should be kept. (Make it active)

5. Make sentences with the following : 5
in no time, bad blood, break the news, the tip of the iceberg, not out of the woods.

6. Correct the following sentences : 5
a. She gave me goodbye.
b. He does not know to write.
c. Quote the poem from heart.
d. The man gave false witness.
e. The economical condition of the person is bad.

সাধারণ জ্ঞান

মান-৪০

■ বাংলাদেশ বিষয়াবলি; মান : ১৫

১. বাংলাদেশের কোন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'মাতৃতান্ত্রিক' হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে গারো ও খাসিয়াদের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। তাদের সমাজে মাতা পরিবার প্রধান।

২. 'Long walk to Freedom' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর : 'Long walk to Freedom' গ্রন্থের রচয়িতা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী বিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা।

৩. GI কী? সর্বশেষ GI স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের চারটি পণ্যের নাম লিখুন।
উত্তর : GI হলো ভৌগোলিক নির্দেশক চিহ্ন বা কোনো পণ্যের একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তি স্থলের কারণে এর খ্যাতি বা গুণাবলি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। সর্বশেষ GI স্বীকৃতি পাওয়া ৪টি পণ্য হলো কুমিল্লার খাদি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি, গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা ও সুন্দরবনের মধু।

৪. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের দু'জন শহিদের নাম লিখুন। তাদের কে কবে শহিদ হয়েছিলেন?
উত্তর : উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের দু'জন শহিদ হলেন— ড. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা ও আমানুল্লাহ মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ। প্রথম জন শহিদ হন ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ও দ্বিতীয় জন ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।

CamScanner

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অংশে 'মৌলিক অধিকার'-এর কথা উল্লেখ রয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের বর্ণনা রয়েছে।

. 'জয়িতা' সম্পর্কে লিখুন।
উত্তর : 'জয়িতা' হলো বিজয়ী নারীর প্রতীকী নাম। ১৬ নভেম্বর ২০১১ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নারীদের বিজয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নে জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সরকারের একটি সংস্থা, যা মহিলা উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

■ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; মান : ১৫

. ন্যাটো কী এবং কবে প্রতিষ্ঠা করা হয়? ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : ন্যাটো বা North Atlantic Treaty Organization হলো বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক জোট। ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪ আগস্ট ১৯৪৯। ন্যাটো প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের হাত থেকে ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

. যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম লিখুন।
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

. বিশ্ব ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
উত্তর : বিশ্ব ব্যাংক হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা। এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কাজের জন্য ঋণ অনুদান দেওয়া।

. কোন দেশসমূহকে নরডিক দেশ বলা হয়?
উত্তর : নরডিক দেশ বলা হয় উত্তর ইউরোপের পাঁচটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনকে। নরডিক অঞ্চলটি এ ৫টি দেশের পাশাপাশি ফারো দ্বীপপুঞ্জ, গ্রিনল্যান্ড (ডেনমার্ক) ও এল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ (ফিনল্যান্ড) নিয়ে গঠিত।

৫. আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত।

■ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; মান : ১০

১. ক. শর্করা জাতীয় খাদ্যের কাজ কী?
উত্তর : শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে। শর্করা জাতীয় খাবার : চাল, গম, ভুট্টা, কচু, গাজর, খেজুর, আঙ্গুর, আপেল, বেল, তরমুজ, আম, কলা ইত্যাদি।

খ. পুনর্ব্যবহার (Recycle) কীভাবে পরিবেশকে রক্ষা করে?
উত্তর : পুনর্ব্যবহার (Recycle) বলতে ব্যবহারকৃত বস্তুসমূহকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাকে বোঝায়। ব্যবহারকৃত ফেলে দেওয়া দ্রব্যসমূহ আবর্জনা রূপে পরিবেশকে দূষিত করে। তাই এসব প্লাস্টিক বস্তু রিসাইকেল করে ব্যবহার করলে নতুন করে খুব বেশি উৎপাদন করা প্রয়োজন পড়ে না। ফলে জ্বালানি কম ব্যবহার হওয়ায় পরিবেশও কম দূষিত হয়। এভাবে Recycle প্রক্রিয়া বায়ু দূষণ কমিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করে।

গ. URL কী?
উত্তর : URL-এর পূর্ণরূপ Uniform Resource Locator। Web-এর বিভিন্ন Documents ও অন্যান্য Resource-এর ঠিকানাই হলো URL। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে সেই ওয়েব সাইটের ওপরে যে এড্রেস দেখতে পাওয়া যায় সেটাই URL।

ঘ. ই-কমার্স কী? EFT-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন ও সুবিধা ব্যবহার করাকে ই-কমার্স বলে। এ নেটওয়ার্ক মানুষকে দূরত্ব এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যবসা করতে দেয়।
EFT-এর পূর্ণরূপ Electronic Fund Transfer।

৬. ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরের বাহকের নাম কী?
উত্তর : ম্যালেরিয়া জ্বরের বাহকের নাম স্ত্রী এনোফিলিস মশকী। ডেঙ্গু জ্বরের বাহকের নাম স্ত্রী এডিস মশকী।

গণিত

মান-৪০

■ পাটিগণিত : ১৫
অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : সেট ও সংখ্যা। সরল। লাভ-ক্ষতি। শতকরা। গড়। সুদকষা। ক্ষেত্রফল। অনুপাত-সমানুপাত ইত্যাদি।

■ বীজগণিত : ১৫
অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : বর্গ ও ঘন-এর সূত্র এবং ব্যবহার। ল.সা.গু. ও গ.সা.গু.। উৎপাদকে বিশ্লেষণ। সমাধান। মান নির্ণয় ইত্যাদি।

■ জ্যামিতি : ১০
অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা। রেখা। বিন্দু। কোণ। ত্রিভুজ। চতুর্ভুজ সম্পর্কীয় বিষয়াদি। ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত সম্পর্কীয় বিষয়াদি। ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি।

মানসিক দক্ষতা

মান-২০

অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : Ability to measure special relationship and direction। Decision making ability। Problem solving ability। Perceptual ability। Ability to understand language etc.

নমুনা প্রশ্ন :

১. কোনটি $\log_4 64$ এর সঠিক মান?
ⓚ 8 ⓛ 4 ● 3 ⓝ 2

২. যদি $x - y = \sqrt{12}$ এবং $x + y = \sqrt{3}$ হয়, তবে $x^2 - y^2$ এর মান কোনটি?
ⓚ 3 ● 6 ⓜ 9 ⓝ 36

১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন নিয়োগ পরীক্ষা চালু করে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। NTRCA'র সিলেবাসের আলোকে আমাদের এবারের আয়োজন—

বাংলা

- ✓ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন— চর্যাপদ।
- ✓ মধ্যযুগের শেষ কবি— ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
- ✓ যুগসন্ধিক্ষণের কবি— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- ✓ চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের প্রবর্তক— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- ✓ 'রিক্সা'/'রিকশা' যে ভাষার শব্দ— জাপানি।
- ✓ 'ভানুসিংহ' যে সাহিত্যিকের ছদ্মনাম— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
- ✓ 'সঞ্চয়িতা' রচনা করেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ✓ 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়— সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায়।
- ✓ 'পাবক' এর সমার্থক শব্দ— অগ্নি।
- ✓ 'অলীক' এর বিপরীত শব্দ— সত্য।
- ✓ 'সুলতানার স্বপ্ন' বেগম রোকেয়া রচিত— উপন্যাস।
- ✓ 'বন্দী শিবির থেকে' রচনা করেন— শামসুর রাহমান।
- ✓ Ratio শব্দের পারিভাষিক রূপ— অনুপাত।
- ✓ অর্থানুসারে শব্দ— ৩ প্রকার।
- ✓ বাবা বাড়ি নেই। এখানে 'বাড়ি'— অধিকরণে শূন্য।
- ✓ 'তেপান্তর' যে সমাসের উদাহরণ— দ্বিগু সমাস।
- ✓ 'অন্যদিকে মন নেই যার'-এককথায়— অনন্যমনা।
- ✓ 'বনস্পতি' সন্ধি বিচ্ছেদ— বন+পতি।
- ✓ 'কর্তব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়— √কৃ+তব্য।
- ✓ উপসর্গ যে জাতীয় শব্দাংশ— অব্যয়।
- ✓ কমা অপেক্ষা বেশি বিরতি হলে— সেমিকোলন (;) হয়।
- ✓ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্মানজনক ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
- ✓ বাংলা ভাষার মূল উৎস— বৈদিক ভাষা।
- ✓ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- ✓ সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়— অব্যয়।
- ✓ ভাষার যে রীতি তৎসম শব্দবহুল— সাধুরীতি।
- ✓ প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকা— সবুজপত্র।
- ✓ 'কলম' শব্দটি যে ভাষার— আরবি।
- ✓ 'পাউরুটি' যে ভাষার শব্দ— পর্তুগিজ।
- ✓ 'আবির্ভাব' এর বিপরীত শব্দ— তিরোভাব।
- ✓ 'জায়া' শব্দের সমার্থক শব্দ— অর্ধাঙ্গিনী।
- ✓ 'সাক্ষী গোপাল' বাগ্‌ধারার অর্থ— নিষ্ক্রিয় দর্শক।
- ✓ সম্বোধন পদে যে যতি চিহ্ন বসে— কমা।
- ✓ 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের রচয়িতা— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
- ✓ যে যতিচিহ্নটি থাকলে থামার প্রয়োজন নেই— হাইফেন।

English

- ✓ 'To read between the lines' means— to grasp the hidden meaning.
- ✓ —mother rose in her.— The.
- ✓ —, I would have called her.— If Rina had seen me.
- ✓ Do you enjoy teaching? The underlined word is— Gerund.
- ✓ English— across the world.— is spoken.
- ✓ Who will help you? The passive form is— By whom will you be helped.
- ✓ I am used— in crowded places.— to studying.
- ✓ A speech full of many words— a verbose speech.
- ✓ The enemy gave in at last. Here 'gave in' means— yielded.
- ✓ The phrase 'get the axe' means— lose the job
- ✓ The spectator was a lady,—?— wasn't she.
- ✓ Now many women are working— home with men.— outside.
- ✓ The verb form of 'Deceit' is— deceive.
- ✓ The singular form of 'Criteria' is— criterion
- ✓ The adjective form of 'Contribution' is— contributional
- ✓ Move and Die. Simple sentence will be— By moving you will die.
- ✓ The synonym of 'intimidate' is— frighten.
- ✓ The antonym of the word 'delete' is— insert.
- ✓ A letter is going to be written by me. Active form will be— I am going to write a letter.
- ✓ Beat about the bash-এর সঠিক অনুবাদ— যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই।
- ✓ He visits the school off and on. 'Off and on' means— occasionally.
- ✓ I have left the room but he (center) the room.— has entered.
- ✓ What is the time— your watch?— by.
- ✓ I know you. Complex form will be— I know who you are.
- ✓ — course of time, he became a famous writer.— In.
- ✓ —ink in my pen is red.— The.
- ✓ Poly ran fast lest she— miss the class.— should.

ভ্যাটিকান সিটি জাতিসংঘের অ-সদস্য পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে ৬ এপ্রিল ১৯৬৪

✓ অসারের তর্জন গর্জন সার— ইংরেজি : A barking dog seldom bites.
✓ The doctor will come back to the ward in no time. The underlined phrase means— instantly.
✓ The memoranda— not important.— are.
✓ The word decade refers to— ten years.
✓ None bet— brave deserve— fair.— the, the.
✓ If you help me,— I will remain grateful.
✓ Who does not like a rose? Assertive form is— Everyone likes a rose.
✓ Had you walked fast, you— the train.— would not have missed
✓ গাছে এখনো ফল ধরে নাই। ইংরেজি : The tree has not yet borne fruit.
✓ The word heritage refers to— tradition.
✓ Ignorance is obstacle— progress.— to.
✓ Fifty miles— not a long distance.— is.
✓ The verb form of danger is— endanger.
✓ The antonym of vice is— virtue.
✓ The correctly spelt word is— millennium.
✓ The word homely is— Adjective.
✓ What you (do) at this moment?— are you doing.
✓ The word adulteration means— to make impure by a adding inferior ingredients.
✓ It is high time we (change) our food habit.— changed.
✓ Five liters of milk is contained— the pot.— in.
✓ The phrase at loggerheads means— quarreling.
✓ 'Leave no stone unturned' means— try every possible means.
✓ Would you mind— me a cup of tea?— giving.
✓ Antonym of rear— front.
✓ At the scene,— mother arose in her.— the.

সাধারণ জ্ঞান

■ বাংলাদেশ

✓ পুণ্ড্রনগর যে জেলায় অবস্থিত— বগুড়া।
✓ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত— কক্সবাজার।
✓ পুলিশী সাহায্য পাওয়ার শর্টকোড— ৯৯৯।
✓ দেশের প্রথম টানেলের দৈর্ঘ্য— ৩.৩২ কিলোমিটার।
✓ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যাটি সংঘটিত হয়— চুকনগরে।
✓ 'সিন্দুরী' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে যার নাম— আলু।
✓ জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়— ২ মার্চ ১৯৭১।
✓ 'গ্রিন পিস' হলো— পরিবেশবাদী সংগঠন।
✓ আসাদগেট নামের পটভূমি— ১৯৬৯ এর অভ্যুত্থান।
✓ ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে— ১৯৯৭ সালে।
✓ বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান— লালপুর।
✓ বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজেলা— শ্যামনগর।
✓ 'মনপুরা ৭০' হলো— একটি চিত্রশিল্প।
✓ বাংলাদেশের যে জেলায় দুই দেশের সীমানা রয়েছে— রাঙ্গামাটি।
✓ বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়— ১৯৯৮ সালে।
✓ নদী ছাড়া মহানন্দা হলো— আম।
✓ বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড(EPZ)— চট্টগ্রামে।
✓ মূল্য সংযোজন কর একটি— পরোক্ষ কর।
✓ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ— ইরাক।
✓ জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত হয়— ৪ নভেম্বর।
✓ বৃহত্তম ঢাকা যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল— বঙ্গ।
✓ বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ— পুণ্ড্র।

■ আন্তর্জাতিক

✓ বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত নিদর্শন 'তক্ষশীলা' অবস্থিত— পাকিস্তানে।
✓ লোহিত সাগর যে দুটি মহাদেশকে পৃথক করে— আফ্রিকা ও এশিয়া।
✓ 'ভেটো' শব্দটি আসে— ল্যাটিন থেকে।
✓ ভূ-মধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত— জিব্রাল্টার প্রণালি।
✓ 'ওয়াটার লু' যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত– বেলজিয়াম।
✓ OPEC-এর সচিবালয় অবস্থিত— ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
✓ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়— ৮ মার্চ।
✓ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন— ক্রেমলিন।
✓ জাপানের পার্লামেন্টের নাম— ডায়েট।
✓ রাশিয়ার মুদ্রার নাম— রুবল।
✓ যে শহরটি 'বিগ অ্যাপেল' নামে পরিচিত— নিউইয়র্ক।
✓ 'War and Peace' উপন্যাসের রচয়িতা— লিও টলস্টয়।
✓ তুরস্কের মুদ্রার নাম— লিরা।
✓ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা— রাষ্ট্রপতি শাসিত।

■ বিজ্ঞান, পরিবেশ ও রোগব্যাধি

✓ খাদ্যশক্তি পরিমাপ করা হয়— কিলো ক্যালরিতে।
✓ অতি বেগুনি রশ্মি আসে— সূর্য থেকে।
✓ কম্পিউটার শব্দের অর্থ— গণনাকারী বা হিসাবকারী যন্ত্র।
✓ ব্যাকটেরিয়া হলো— অণুজীব।
✓ গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ এগিয়ে— ৬ ঘণ্টা
✓ প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডাটা সংরক্ষিত থাকে— ক্লিপবোর্ডে।
✓ আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র— লুব্ধক।
✓ পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু— প্লাটিনাম।
✓ দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন— থাইরক্সিন।
✓ বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন— পিপীলিকা।

বিশ্বের সংক্ষিপ্ত সীমান্ত ভ্যাটিকান সিটি ও ইতালির মধ্যে অবস্থিত

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ পরামর্শ

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা 'বাংলাদেশ পুলিশ' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও পুলিশ সদর দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা প্রদান, অপরাধ দমন, তদন্ত কাজ সম্পাদন করা একজন সাব-ইন্সপেক্টরের মূল দায়িত্ব। তাই সম্প্রতি প্রকাশিত সাব-ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট নিয়োগ প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ আয়োজন।

বাছাই-পদ্ধতি

প্রার্থী বাছাই করা হয় পর্যায়ক্রমে মোট ১১ ধাপে—
১. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ২. ওয়েববেজড স্ক্রিনিং, ৩. শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ, ৪. শারীরিক সক্ষমতা যাচাই বা Physical Endurance Test, ৫. ওয়েববেজড আবেদন ফরম পূরণ, ৬. লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, ৭. কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা গ্রহণ, ৮. মৌখিক পরীক্ষা, ৯. মেডিক্যাল টেস্ট বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ১০. পুলিশ ভেরিফিকেশন, ১১. ক্যাডেট SI (নিরস্ত্র) বা সার্জেন্ট হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

■ প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং

অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি/স্নাতক/সমমান পরীক্ষার ফলাফল এবং উচ্চতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত নিয়োগবিধি অনুযায়ী ওয়েববেজড প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্টসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী শারীরিক মাপ, কাগজপত্র যাচাইকরণসহ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়।

■ শারীরিক মাপ ও Physical Endurance Test

প্রার্থীদের দরকারি কাগজপত্র (বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত) সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে শারীরিক মাপ ও Physical Endurance Test-এ উপস্থিত থাকতে হবে। শুরুতে নির্ধারিত স্কেলে শারীরিক মাপ (উচ্চতা, ওজন, পুরুষ প্রার্থীদের জন্য বুকের মাপ) নেওয়া হবে। শারীরিক মাপে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার ইভেন্টে অংশ নিতে পারবেন। এই পর্বে সনদ, প্রার্থীর ছবিসহ বেশ কিছু কাগজপত্র (বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত) সঙ্গে আনতে হবে। শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা সাতটি ইভেন্টের মাধ্যমে হবে। প্রতিটি ইভেন্টেই পাস করতে হবে। একটি ইভেন্টে ব্যর্থ হলে পরবর্তী ইভেন্টে অংশ নেওয়া যাবে না।

- **প্রথম ইভেন্ট (দৌড়) :** পুরুষ প্রার্থীদের এক হাজার ৬০০ মিটার দূরত্বে সাত মিনিট ৩০ সেকেন্ডে এবং নারী প্রার্থীদের এক হাজার মিটার দূরত্ব সাত মিনিটে দৌড় দিয়ে অতিক্রম করতে হবে।
- **দ্বিতীয় ইভেন্ট (লং জাম্প) :** পুরুষ প্রার্থীদের কমপক্ষে ১০ ফুট ও নারী প্রার্থীদের কমপক্ষে ৬ ফুট দূরত্ব জাম্প করে অতিক্রম করতে হবে। এই ধাপে উত্তীর্ণ হতে সর্বোচ্চ তিনবার সুযোগ পাবেন।
- **তৃতীয় ইভেন্ট (হাই জাম্প) :** পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩.৫ ফুট এবং নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২.৫ ফুট উচ্চতা অতিক্রম করে জাম্প করে যেতে হবে। এই ধাপে উত্তীর্ণ হতে সর্বোচ্চ তিনবার সুযোগ পাবেন।
- **চতুর্থ ইভেন্ট (পুশ আপ) :** পুরুষ প্রার্থীদের ৪০ সেকেন্ডে ১৫টি পুশ আপ এবং নারী প্রার্থীদের ৩০ সেকেন্ডে ১০টি পুশ আপ দিতে হবে।
- **পঞ্চম ইভেন্ট (সিট আপ) :** পুরুষ প্রার্থীদের ৪০ সেকেন্ডে ১৫টি সিট আপ এবং নারী প্রার্থীদের ৩০ সেকেন্ডে ১০টি সিট আপ দিতে হবে।
- **ষষ্ঠ ইভেন্ট (ড্র্যাগিং) :** পুরুষ প্রার্থীদের ১৬০ পাউন্ড ওজনের টায়ার টেনে ৩০ ফুট দূরত্ব এবং নারী প্রার্থীদের ১২০ পাউন্ড ওজনের টায়ারকে টেনে ২০ ফুট দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।
- **সপ্তম ইভেন্ট (রোপ ক্লাইমিং) :** পুরুষ প্রার্থীদের কমপক্ষে ১২ ফুট এবং নারী প্রার্থীদের কমপক্ষে ৮ ফুট রোপ ক্লাইমিং বা দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হবে।

শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

■ লিখিত

লিখিত পরীক্ষায় কমন কয়েকটি টপিক থেকে প্রশ্ন আসে। তাই বিগত সালের প্রশ্ন নিয়মিত অনুশীলন করুন।

ক. ইংরেজি এবং বাংলা রচনা ও কম্পোজিশনের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা; সময় ৩ ঘণ্টা।

- বাংলায় ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সাধারণত একটি রচনায় ১৫ নম্বর, ভাব-সম্প্রসারণে ১০, এককথায় প্রকাশে ৫, অর্থসহ বাক্য রচনায় ৫ ও বাংলা অনুবাদে ১৫ নম্বর। রচনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিষয়, পুলিশ সম্পর্কে ও সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।
- ইংরেজিতেও ৫০ নম্বর। Essay 15 marks, Appropriate preposition 5, Idioms and Pharase 5, Letter/ Application 10, Translations 15। বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়েই অনুবাদে তুলনামূলক বেশি নম্বর বরাদ্দ, তাই অন্যান্য টপিকের চেয়ে অনুবাদে বাড়তি নজর দিতে হবে।

CamScanner

খ. সাধারণ জ্ঞান ও গণিত ১০০ নম্বর; সময় ৩ ঘণ্টা

- সাধারণ জ্ঞানের জন্য বরাদ্দ ৫০ নম্বর। এ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, টীকা ও রচনা লিখতে হয়। এ অংশের প্রস্তুতির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, পুলিশবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পুলিশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের খুঁটিনাটি তথ্য যেমন জেন-জেড, মুক্তিযুদ্ধ ও তথ্য-প্রযুক্তি বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
- গণিতে ৫০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। এখানে গসাগু ও লসাগু, ভগ্নাংশ, সরলীকরণ, ঐকিক, গড়, অনুপাত ও সমানুপাত, শতকরা ও লাভক্ষতি, সুদকষা, পরিমাপ, ক্ষেত্র ইত্যাদি থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসে। গণিতের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সপ্তম, অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য বই থেকেই প্রায় সকল প্রশ্নই আসে।

গ. মনস্তত্ত্ব ৫০ নম্বর; সময় এক ঘণ্টা

মনস্তত্ত্ব দক্ষতায় ৫০ নম্বর বরাদ্দ। এ অংশে সাধারণত ভাষা ও সাহিত্য, সাদৃশ্য বিচার, সাংকেতিক বিন্যাস বা পুনর্বিন্যাস, সম্পর্ক ও বিশেষত্ব নির্ণয়, অসম্ভাব্যতা বিচার, বর্ণবিন্যাস ও শব্দ গঠন, গাণিতিক যুক্তি, জ্যামিতির মৌলিক বিষয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রশ্ন করা হয়। মনস্তত্ত্বের প্রস্তুতির জন্য প্রফেসর'স পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ প্রস্তুতির বই অনুশীলন করা যেতে পারে।

■ কম্পিউটার দক্ষতা

লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষায় (MS Office, Web Browsing, Troubleshooting) অংশগ্রহণ করতে হবে।

■ মৌখিক পরীক্ষা

লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থীরাই শুধু মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, সংবিধান ও পুলিশ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, সংস্থা, জাতিসংঘ সম্পর্কে সাধারণত প্রশ্ন থাকে। ইংরেজিতে দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য অনুবাদও জিজ্ঞেস করা হয়। এ ছাড়া প্রার্থীকে নিজ জেলার খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে, যেমন—নিজ জেলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, তাদের কর্মজীবন, দর্শনীয় স্থান সেখানে কী কী আছে...) ইত্যাদি। আপনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন সদস্য হতে যাচ্ছেন, তাই বাংলাদেশ পুলিশ সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের ভূমিকা থেকে উত্তরণে পুলিশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। মৌখিক পরীক্ষায় অনার্সে পঠিত বিষয়ের মৌলিক বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন করা হতে পারে। বিগত ভাইভায় প্রার্থীদের অনুবাদসংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। ছোট ছোট ২-৩টা অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলা) করতে বলা হয়। বিভিন্ন রকমের মনস্তাত্ত্বিক ও বিব্রতকর প্রশ্ন করে বুদ্ধিমত্তা যাচাই করতে পারে।

■ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভি'আর

সবশেষে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভি'আর। মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন (ভি'আর) ফরম পূরণ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত যেসব প্রার্থী স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ও পুলিশ ভেরিফিকেশনে (ভি'আর) ঠিকঠাক হবেন, তাদেরই সারদায় (রাজশাহী) এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হবে। সফলভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে 'শিক্ষানবিশ সাব-ইন্সপেক্টর' হিসেবে কর্মজীবন শুরু হবে। পরে সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকরি স্থায়ী হয়।

বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের দশম গ্রেড অনুযায়ী ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা স্কেলে বেতন দেওয়া হয়। থাকবে নিয়মানুযায়ী উচ্চ পদে পদোন্নতিসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যাওয়ার সুযোগ। পরিবারের নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যদের জন্য রেশন সুবিধা ও পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা, দায়িত্ব পালনকালে পরিবহন ও লজিস্টিক সুবিধাসহ সরকারকর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকেন। পুলিশিংয়ের পাশাপাশি ট্রেনিং একাডেমিতে শিক্ষকতা, সাদা পোশাকে সিআইডিতে কাজ, পুলিশ হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে বোম্ব ডিসপোজাল ডিউটি, ডেস্ক জব থেকে রোড ডিউটিসহ চাকরির বৈচিত্র্যতা পুলিশ সার্ভিসের উপভোগ্য বিষয়। এপিবিএন, সোয়াট, র‍্যাব, ইউএন মিশন প্রত্যেক ইউনিটের আলাদা আলাদা পোশাকে চাকরিতে রুচির ভিন্নতা এনে দেবে।

কাজ ও দায়িত্ব

বাংলাদেশ পুলিশের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র দুটি শাখা রয়েছে। সশস্ত্র শাখার সদস্যরা পুলিশ লাইনে সংযুক্ত থাকেন। বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান এ শাখার মূল দায়িত্ব। কনস্টেবল থেকে পদোন্নতির সময় সশস্ত্র ও নিরস্ত্র দুটি শাখায় আলাদা করে পদোন্নতি ও পদায়ন করা হয়। সাব-ইন্সপেক্টর পদে শুধু নিরস্ত্র শাখায় কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। নিরস্ত্র শাখার পুলিশ সদস্যদের থানায় পদায়ন করা হয়। মামলার তদন্ত কাজ নিরস্ত্র শাখার প্রধান দায়িত্ব। একজন পুলিশ সদস্য দিনমজুর, রিকশাচালক থেকে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির প্রটোকল সেবা নিশ্চিত করে থাকেন।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
http://police.teletalk.com.bd

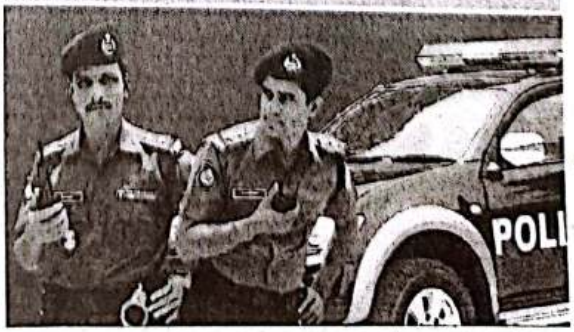

দক্ষিণ ইতালির রিমিনি প্রদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র দেশ সান ম্যারিনো

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ নিয়োগ

মিটার রিডার কাম-মেসেঞ্জার

যারা গ্রাহকের বিদ্যুৎ মিটারের তথ্য বা ইউনিটের সংখ্যা সংগ্রহ করেন তাদেরকে মিটার রিডার বলা হয়। এদিকে গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলের কপি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেন যারা তাদেরকে ম্যাসেঞ্জার বলা হয়। ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ৫৮২তম সভায় মিটার রিডার ও ম্যাসেঞ্জার পদ দুটি একীভূত করে মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার করা হয়। এর আগে একজন মিটার রিডার মাসে ২০০০ মিটার রিড করতেন এবং একজন ম্যাসেঞ্জার ২০০০ বিলের কপি বিতরণ করতেন। পদ একীভূত করার কারণে একজনকে ২,০০০ বিল এবং ২,০০০ মিটার রিড করতে হয়। দেশে বর্তমানে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাই এ নিয়োগ পরীক্ষায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দুটি প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আমাদের আয়োজন।

ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

✓ 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?— পর্তুগিজ।
✓ 'মনীষা' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ— মনস + ঈষা।
✓ কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ ফাঁকি?— অষ্টরম্ভা।
✓ 'নদীমাতৃক' কোন সমাস?— বহুব্রীহি।
✓ 'চন্দ্র'-এর প্রতিশব্দ কোনটি?— ইন্দু।
✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন?— বসন্ত।
✓ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক— ধ্বনি।
✓ 'অনুরক্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?— বিরক্ত।
✓ 'বিজিত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ— বিজয়ী।
✓ 'ঞ্জ' যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে কোন দুটি ধ্বনিযোগে?— ঞ্ + জ।
✓ 'রেস্তোরাঁ' শব্দের উৎস ভাষা— ফরাসি।
✓ কোনটি দেশি শব্দ?— বুলা।
✓ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র কে সম্পাদনা করেন?—হাসান হাফিজুর রহমান।
✓ What is the plural form of 'human'?— humans।
✓ GPT stands for— Generative Pre-trained Transformer.
✓ He had a ... headache.— bad।
✓ Which one is common gender?— baby।
✓ Which part of speech is 'Book'?— Noun and Verb।
✓ Slow and steady ... the race.— wins।
✓ Which kind of noun is cattle?— Material।
✓ Which is plural form of mouse?— mice।
✓ I have ... interest in the matter.— no।
✓ Find the correct spelling — repetition।
✓ I look forward to ... from you.— hearing।
✓ One who deals in cattle is ...— drover।
✓ The king left ... heir.— an।
✓ 'Hold water' means— bear examination।
✓ He prefers milk ... tea.— to।
✓ ০.০১ × ০.০০১ × ০.০০০১ × ০ = কত?— ০।
✓ একটি সংখ্যা ৩০১ হতে যত বড় ৩৮১ হতে তত ছোট। সংখ্যাটি কত?— ৩৪১।
✓ ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত?— ৪৬৫।
✓ ৩, ৬, ১১, ১৮, ২৭ এর পরের সংখ্যাটি কত?— ৩৮।
✓ ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?— ৪।
✓ একটি বৃত্তের ব্যাস ৪ ফুট হলে কেন্দ্র থেকে পরিধির দূরত্ব কত?— ২ ফুট।
✓ ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?— ৫৫।
✓ ১ ডজন ডিমের দাম ৫৪ টাকা হলে ৪৫ টাকায় কয়টি ডিম পাওয়া যাবে?— ১০টি।
✓ $\frac{২}{৫}$ এর ২৫% সমান কত?— ০.১।
✓ ৬% হারে ৯ মাসে ১০,০০০ টাকার উপর সুদ কত হবে?— ৪৫০ টাকা।
✓ ১০৫০ টাকার ৮% নিচের কোনটি?— ৮৪ টাকা।
✓ ০.১ × ০.০১ × ০.০০১ = ?— ০.০০০০০১।
✓ তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত?— ১০০।
✓ a − {a − (a + 1)} =?— a + 1।
✓ একজন কর্মচারীর বেতন ২০% বৃদ্ধির পর সাপ্তাহিক ১৮০ টাকা পেল। এর আগের সাপ্তাহিক বেতন কত ছিল?— ১৫০ টাকা।
✓ ০.২ × ০.০২ × ০.০০২ = কত?— ০.০০০০০৮।
✓ $(\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{4})^6$ = কত?— 144।
✓ কোন খাদ্য উপাদানে শরীরে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়?— শর্করা।
✓ বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সাথে কোন শিল্পবিপ্লবের সম্পর্ক আছে?— ২য়।
✓ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক কোনটি?— স্বাধীনতা পদক।
✓ 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?— বঙ্গোপসাগরে।
✓ পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ ক্যাস্পিয়ান সাগর কোন মহাদেশে অবস্থিত?— এশিয়া।
✓ কোন সংস্থাটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কিংবা বিতরণের সাথে জড়িত নয়?— BIRI।
✓ বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?— জাতীয় সংসদ।
✓ কম্পিউটারের মেমোরি তৈরি হয় কী দিয়ে?— সিলিকন।
✓ বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে?— প্রধানমন্ত্রী।
✓ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন দেশের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে?— রাশিয়া।
✓ ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান দিবস কোনটি?— ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯।

সান ম্যারিনো ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র

CamScanner

নেত্রকোণা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

নিচের কোন বানানটি সঠিক?— দুর্বিষহ।
কোনটি 'মীমাংসা' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ?— মীমান্ + সা।
'অন্তর' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?— অপর।
কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস নয়?— আলেয়া।
'সাঁঝের মায়া' কবিতাটির রচয়িতা— বেগম সুফিয়া কামাল।
শুদ্ধ বানান কোনটি?— তিরস্কার।
'গুরুজনে ভক্তি কর'—এখানে 'গুরুজনে' কোন কারক?— সম্প্রদান কারক।
'অল্পপ্রাণ' যে সমাসের উদাহরণ?— বহুব্রীহি।
Co-opted-এর পরিভাষা কোনটি?— সহযোজিতা।
নিচের কোনটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ?— ঢাকী।
'উজানের কৈ' বাগধারাটির অর্থ কী?— সহজলভ্য।
'উর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বোঝায়— মাকড়সা।
'অবরোধ' কোন সমাস?— অব্যয়ীভাব।
ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য অনুযায়ী কর্তৃকারক— ৪ প্রকার।
কোনটি অর্ধ-তৎসম শব্দ?— গিন্নী।
'কালকূট' শব্দের অর্থ কী?— তীব্রবিষ।
Don't go far'–The word far is— Adverb।
What kind of Noun is the word 'Cattle'?— Collective।
Noun of the word 'Poor' is— Poverty।
He runs fast. Here the 'fast' is— Adverb।
'লোকটির মরমর অবস্থা'— Translate it into English— The man is about to die.
AIDS is not a disease that can be—through the air or by insects.— transmitted।
Close down-এর অর্থ কী?— বন্ধ করে দেওয়া।
Advice কোন পদ?— Noun।
The Bay of Bengal is to — south of Bangladesh.
Fills the gaps.— The, the।
'No one can do it' the interrogative is— Can anyone do it?
কোন বাক্যটি শুদ্ধ?— I felt his pulse.
দুই সংখ্যার গ.সা.গু ১৫ এবং ল.সা.গু ৯০। একটি সংখ্যা ৩০ হলে অপর সংখ্যাটি কত?— ৪৫।
$\{a-(a+1)\} = ?$— $a+1$।
১০, ১৬, ২৮, ৫২ ..... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?— ১০০।
সমকোণ কোণের পূরক কোণ কত ডিগ্রি?— ৪০°।
$\frac{1}{x}=4$ হলে, $x^4+\frac{1}{x^4}$ এর মান কত?— 322।
১ মিটার সমান কত ইঞ্চি?— ৩৯.৩৭ (প্রায়)।
১ এর কত শতাংশ ১ এর ২০ শতাংশের সমান?— ১%।

✓ একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল ৩১৪ বর্গ সে.মি. হলে উহার ব্যাস কত?— ২০ সে.মি.।
✓ তিনটি সংখ্যার গড় ৫৬। যদি ১ম সংখ্যাটি ২য় সংখ্যার দ্বিগুণ এবং ৩য় সংখ্যার অর্ধেক হয় তবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত?—২৪।
✓ বৃত্তস্থ সামন্তরিক একটি— আয়তক্ষেত্র।
✓ দুইটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬। সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু ৯৬ হলে গ.সা.গু কত?— ১৬।
✓ একটি বৃত্তের ব্যাস r হলে ক্ষেত্রফল কত হবে?— কোনোটিই নয়।
✓ একটি ত্রিভুজের ৩টি কোণের অনুপাত ৩ : ৪ : ৫ হলে ক্ষুদ্রতম কোণ কত ডিগ্রি?— ৪৫°।
✓ x-এর মান কত হলে $a(x-a)=b(x-b)$ হবে?— $a+b$।
✓ জামিল সাহেব ১০% মুনাফায় ব্যাংকে ৩০০০ টাকা জমা রাখেন। এক বছরান্তে তার চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে?— ৩৩০০ টাকা।
✓ পাঁচটি ঘণ্টা একত্রে বেজে যথাক্রমে ৩, ৫, ৭, ৮ ও ১০ সেকেন্ড অন্তর অন্তর বাজতে লাগল। কতক্ষণ পরে ঘণ্টাগুলো পুনরায় একত্রে বাজবে?— ১৪ মিনিট।
✓ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে মানব মস্তিষ্কে বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করেছে— হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও গুগল।
✓ সংকট বা আপদকালীন হরমোন কোনটি?— অ্যাডরিনালিন।
✓ শামুক ও ঝিনুকের কোষ কী দিয়ে তৈরি?— ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।
✓ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতি কত?— ৬.৫%।
✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক ঘাটতি রয়েছে কোন দেশের সাথে?— চীন।
✓ মানুষের গায়ের রং কোন উপাদানের উপর নির্ভর করে?— মেলানিন।
✓ বাংলাদেশের প্রথম কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?— বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর।
✓ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ কত সময়ের জন্য?— ২ বছর।
✓ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কয়টি?— ৬টি।
✓ UNDP-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?— নিউইয়র্ক।
✓ কোলেস্টেরল এক ধরনের— অ্যালকোহল।
✓ কাইজার কোন দেশের প্রাচীন রাজাদের বলা হয়?— জার্মানি।
✓ ইসরায়েলের আইনসভার নাম কী?— নেসেট।
✓ সাইকেলের চাকার পাশাপাশি দুটি শলার মধ্যে ১৫° কোণ হলে চাকাতে কয়টি শলা রয়েছে?— ২৪।
✓ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কার্যক্রম কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়?— ২৭ জানুয়ারি ২০২১।
✓ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তি কোনটি?— উদারতাবাদ।
✓ সুপ্রিম কোর্ট হলো একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড' এ কথা উল্লেখ আছে সংবিধানের— ১০৮ নং অনুচ্ছেদে।

ক্রোয়েশিয়ার এক ব্যক্তির নামে সান ম্যারিনো দেশটির নামকরণ করা হয়

ক্যাডেট কলেজ ভর্তি প্রস্তুতি

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ক্যাডেট কলেজ ভর্তিচ্ছুদের প্রস্তুতিকে এগিয়ে রাখতে এ সংখ্যায় থাকছে ২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতি।

ইংরেজি ■ পূর্ণমান : ৬০

1. Parts of Speech
   a. What kind of 'Noun is 'Mutton'?— Material Noun
   b. Which is the Verb form of the word 'Beautification'?— Beautify
   c. What kind of Noun is 'Cattle'?— Collective Noun
   Beggarly is an.... — Adjective
2. Fill in the blank with Appropriate Prepositions.
   a. You may go for a walk if you feel ... it.
   b. Eight men were concerned ... the plot.
   c. He is absent ... the class.
   d. He parted ... his friends in tears.
   Ans : a. like, b. with, c. from, d. from, e. from
3. Use suffix/prefix in the below words to find out its opposite word

Word	Prefix/Suffix	Opposite Word
Ethical	Un-	Unethical
Fortunate	Un-	Unfortunate
Honest	Dis-	Dishonest
Mature	Im-	Immature

4. Article
   a. This is ... unique opportunity.— a
   b. He is holding ... honorary post.— an
   c. He's ... architect.— an
   d. She's ... scientist.— a
5. Number

Singular	Plural
Foot	Feet
Mouse	Mice
Tooth	Teeth
Fish	Fish (same in plural)
Sheep	Sheep (same in plural)

6. Gender

Masculine	Feminine	Common	Neuter
King	Queen	Student	Book
Actor	Actress	Baby	Computer
Uncle	Aunt	Leader	Chair
Lion	Lioness	Colleague	Phone
Brother	Sister	Parent	Tree

7. Right form of Verbs.
   a. Slow and steady ... (win/wins) the race. — Wins
   b. The past participle of 'abide'?— Abode
   c. I have ... (has/had) my supper.— had
   d. Had I been a rich, I ... the poor.— would have helped
8. Change the following sentences as directed in the brackets.
   a. Though he is poor, he is honest (compound). — He is poor but honest.
   b. As soon as he saw me, he ran away (negative)— No sooner had he seen me than he ran away.
   c. I know you (complex)— I know who you are.
9. Some Important spelling of the word

Incorrect Spelling	Correct Spelling
Acommodate	Accommodate
Definately	Definitely
Recieve	Receive
Tommorow	Tomorrow
Seperate	Separate.

10. Some Important Paragraph Writing
    Flood in Bangladesh, Your Ideal Man, Internet, Good manner, Corruption, Generation-Z
11. Some Important Dialogue
    A Conversation Between Two Students Discussing Their Career, Discussing Aspirations, Preparation for the Exam, Talking About Leadership Qualities, How to Improve in English.
12. Tips for Describing a Picture
    a. Be Detailed: Provide specific details about what you see.
    b. Use Appropriate Vocabulary: Focus on words that describe emotions, actions, and settings.
    c. Stay Relevant: Stick to describing the image and avoid unnecessary details.
    d. Organize Logically: Start with the big picture, then move to specific details.

সান ম্যারিনোর রাজধানীর নাম সান ম্যারিনো সিটি

চাকরি পরীক্ষার সমন্বিত মডেল টেস্ট

PSC নন-ক্যাডার ▮ কর কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা ▮ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ▮ খাদ্য অধিদপ্তর ▮ ভূমি মন্ত্রণালয় ▮ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ▮ বাংলাদেশ রেলওয়ে ▮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য

'উটপাখি' কবিতাটির রচয়িতা কে?
ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ বুদ্ধদেব বসু
গ বিষ্ণু দে ঘ অমিয় চক্রবর্তী

মধ্যযুগের কোন কবির কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে?
ক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ বিদ্যাপতি
গ জ্ঞানদাস ঘ বড়ু চণ্ডীদাস

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?
ক ৪টি খ ৫টি গ ২টি ঘ ৩টি

কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক স্বত্ব খ আবিস্কার গ মনোকষ্ট ঘ পুরষ্কার

'রঞ্জন' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি?
ক জ+ঞ খ ন+জ গ ঞ+জ ঘ ন+ঞ

সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক রূপতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব
গ পদক্রম ঘ বাক্যপ্রকরণ

চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা কে?
ক কাহ্নপা খ ভুসুকুপা গ লুইপা ঘ শবরপা

কোনটি তৎসম উপসর্গ?
ক অজ খ গড় গ পরি ঘ অ

রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম কোনটি?
ক বনফুল খ গাজী মিয়া
গ নীল লোহিত ঘ পরশুরাম

নিচের কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ ভিন্ন?
ক অহিনকুল সম্বন্ধ খ আদায়-কাঁচকলায়
গ ঢাকের কাঠি ঘ দা-কুমড়া

'শোকানল' শব্দের যথার্থ ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক শোকের অনল খ শোকরূপ অনল
গ শোকের ন্যায় অনল ঘ শোক অনলের ন্যায়

কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক উপন্যাস?
ক গোরা খ শেষের কবিতা
গ নৌকাডুবি ঘ চোখের বালি

'বলার ইচ্ছা'- এর এককথায় প্রকাশ কোনটি?
ক জিজীবিষা খ বক্তব্য গ বিবক্ষা ঘ বিবিক্ষা

নিচের কোন বানানটি প্রমিত?
ক শুচিস্মিতা খ সুচিস্মিতা
গ শুচিস্মিতা ঘ সুচিস্মিতা

'অতসী মামী' কোন ধরনের রচনা?
ক উপন্যাস খ কবিতা গ নাটক ঘ ছোটগল্প

'কি হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া' এখানে 'হেতু' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?
ক প্রার্থনা খ প্রসঙ্গ গ ব্যাপার ঘ নিমিত্ত

'মুক্তি পেতে ইচ্ছুক' এককথায় কী বলে?
ক মুমুক্ষু খ মুমূর্ষু গ মুমুক্ষু ঘ মুমুক্ষা

'হর্ষণ' শব্দের অর্থ কী?
ক দেখা খ হাসা গ চাষ ঘ আনন্দ

'আমার জ্বর জ্বর লাগছে' এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক দ্বিরুক্ত খ সরল গ মিশ্র ঘ যৌগিক

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
ক আহসান হাবীব খ বিষ্ণু দে
গ শামসুর রাহমান ঘ জীবনানন্দ দাশ

কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক মাসিক মোহাম্মদী খ সাপ্তাহিক বিজলী
গ দৈনিক নবযুগ ঘ ধূমকেতু

'অলীক'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক মিথ্যা খ সত্য গ সচল ঘ হিংসা

'Ratio' শব্দটির পারিভাষিক রূপ কোনটি?
ক নিত্যক্রম খ ভগ্নাংশ গ অনুপাত ঘ সারি

'বাবা বাড়ি নেই'-বাক্যটিতে 'বাড়ি' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় শূন্য খ করণে শূন্য
গ অপাদানে শূন্য ঘ অধিকরণে শূন্য

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে কোন বিরাম চিহ্নটি বসে?
ক দাঁড়ি (।) খ কোলন (:)
গ সেমিকোলন (;) ঘ ড্যাস (-)

Choose the correct prepositions: 'She had faith — and hopes — the future.
ক in, for খ for, in গ in, with ঘ for, to

Choose the correct spelling:
ক Embarras খ Embarrass
গ Emberass ঘ Embaruss

Use the correct verb: 'The farmer— chickens for living.'
ক raises খ rouses গ rises ঘ rose

Who write 'The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde'?
ক H.G. Wells খ Arthur Conan Doyle
গ George Orwell ঘ R.L. Stevenson

Which of the following is the gender specific term for a male deer?
ক buck খ stag গ caribou ঘ raindeer

Choose the word opposite in meaning to the word 'vivid'.
ক vague খ bright গ lively ঘ colourful

উত্তর

১.	ক
২.	ক
৩.	গ
৪.	ক
৫.	গ
৬.	খ
৭.	গ
৮.	গ
৯.	ঘ
১০.	গ
১১.	খ
১২.	ক
১৩.	গ
১৪.	ক
১৫.	ঘ
১৬.	ঘ
১৭.	ক
১৮.	ঘ
১৯.	খ
২০.	ঘ
২১.	খ
২২.	খ
২৩.	গ
২৪.	ঘ
২৫.	গ
২৬.	ক
২৭.	খ
২৮.	ক
২৯.	ঘ
৩০.	খ
৩১.	ক

সান ম্যারিনোর সরকারি ভাষা ইতালিয়ান

৩২. The verb form of 'friend' is—
ক enfriend খ friend
গ disfriend ঘ befriend

৩৩. He spoke as if he — it.
ক knew খ were know
গ would know ঘ had known

৩৪. I looked forward—your letter.
ক to receive খ to have received
গ to be received ঘ to receiving

৩৫. The phrase 'french leave' means —
ক unlicensed leave খ authorized leave
গ leave for visiting France ঘ leave for enjoyment

৩৬. T. S. Eliot is a — poet.
ক 17th century খ 18th century
গ 19th century ঘ 20th century

৩৭. Find out the correct spelling—
ক Indescrition খ Indiscretion
গ Indiscrition ঘ Indescretion

৩৮. Identify the underlined word: Walking is a good exercise.
ক Noun খ Adjective গ Verb ঘ Adverb

৩৯. The adjective form of the word 'width' is—
ক wide খ wider
গ widen ঘ none of them

৪০. 'Sibling' is a — gender.
ক neuter খ masculine
গ feminine ঘ common

৪১. He — the room just now.
ক has left খ left
গ was left ঘ had left

৪২. One who deals in cattle is—
ক jockey খ seller
গ drover ঘ auctioneer

৪৩. কোন কবিতাটি William Blake এর লেখা?
ক The Traveller খ The School Boy
গ The Daffodils ঘ All of the above

৪৪. He will stick — nothing.
ক to খ with গ of ঘ for

৪৫. Worse শব্দটি Adjective এর কোন degree?
ক Assertive খ Positive
গ Comparative ঘ Superlative

৪৬. Praise-এর antonym কোনটি?
ক Scold খ Reprimand
গ Rebuke ঘ All of them

৪৭. Many শব্দের Synonym কোনটি?
ক Numerous খ Enormous
গ Several ঘ All of answers

৪৮. — mother rose in her.
ক the খ a গ an ঘ no article

৪৯. English — across the world.
ক speaks খ is speaking
গ is spoken ঘ has been spoken

৫০. I am used — in crowed places.
ক to study খ to studying
গ to studied ঘ studing

৫১. কোনো একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণের পরিমাণ ২৮° ও ৬২°। ত্রিভুজটি কোন ধরনের?
ক সমকোণী খ সূক্ষ্মকোণী
গ স্থূলকোণী ঘ কোনোটিই নয়

৫২. একজন ব্যাটার ২১টি বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে ৯৬ রান করেন। তার বাউন্ডারির সংখ্যা কত?
ক ১৫ খ ১৬ গ ৪৭ ঘ ১৮

৫৩. 5+8+11+14.... ধারাটির কত তম পদ 302?
ক 60তম পদ খ 70তম পদ
গ 90তম পদ ঘ 100তম পদ

৫৪. G+H=10 এবং G−H=4 হলে, H এর মান কত?
ক 14 খ 3 গ 6 ঘ 25

৫৫. সারিটি পূর্ণ করুন : ২৭, ৫, ২৫, ৮, ২৩, ১১, ২১, ...
ক ১৫, ২১ খ ১৪, ১৯
গ ১৬, ২৩ ঘ ১২, ১৯

৫৬. $x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ হলে, $x^3+\frac{1}{x^3}$ এর মান কত?
ক $6\sqrt{2}$ খ $18\sqrt{3}$ গ $9\sqrt{2}$ ঘ $8\sqrt{2}$

৫৭. $(\sqrt[3]{3}\times\sqrt[3]{4})^6$ = কত?
ক 12 খ 48 গ 36 ঘ 144

৫৮. ১২টি বই থেকে ৫টি বই কত প্রকারে বাছাই করা যায় যেখানে ২টি বই সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত থাকবে?
ক ১৮৮ খ ১২০ গ ১৪০ ঘ ১৪২

৫৯. যদি $x+5y=24$ এবং $x=3y$ হয়, তাহলে y এর মান কত?
ক 3 খ 7 গ 8 ঘ 9.5

৬০. ১ মিলিয়ন = কত বিলিয়ন?
ক ০.১ বিলিয়ন খ ০.০০০১ বিলিয়ন
গ ০.০১ বিলিয়ন ঘ ০.০০১ বিলিয়ন

৬১. $x<4$ হলে, নিচের কোন মানটি x এর জন্য সত্য হতে পারে?
ক 0 খ 3 গ -4 ঘ সবগুলো

৬২. ১ নটিক্যাল মাইল সমান কত কিলোমিটার?
ক ১.৮৫২ খ ২.৮৭১ গ ২.২৫৮ ঘ ১.৮৫৫

৬৩. একটি রাশি অপর রাশির ৬৪% হলে রাশি দুটির অনুপাত কত?
ক ৯ : ১৬ খ ১৬ : ৯ গ ১৬ : ২৫ ঘ ২৫ : ১৬

৬৪. ১ হতে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত?
ক ২৪০ খ ২২০ গ ২৩০ ঘ ২১০

৬৫. কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪,৩৬ ও ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে?
ক ৪২ খ ১৪১ গ ৮৭ ঘ ১০৭

৬৬. ৯ জন শ্রমিক ৪ দিনে ১৮০০ টাকা আয় করেন। ৬ জন শ্রমিক কত দিনে সমপরিমাণ অর্থ আয় করবেন?
ক $5\frac{1}{3}$ খ ৬ গ ৯ ঘ ১৮

৬৭. পুত্র ও পিতার বর্তমান বয়সের পার্থক্য ২০ বছর। ৮ বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি ৭২ বছর হলে পুত্রের বর্তমান বয়স—
ক ১৮ বছর খ ১৬ বছর গ ১২ বছর ঘ ৮ বছর

উত্তর

৩২.	ঘ
৩৩.	ঘ
৩৪.	ঘ
৩৫.	ক
৩৬.	ঘ
৩৭.	খ
৩৮.	ক
৩৯.	ক
৪০.	ঘ
৪১.	ক
৪২.	গ
৪৩.	খ
৪৪.	ক
৪৫.	গ
৪৬.	ঘ
৪৭.	ঘ
৪৮.	ক
৪৯.	গ
৫০.	খ
৫১.	ক
৫২.	ক
৫৩.	ঘ
৫৪.	খ
৫৫.	খ
৫৬.	খ
৫৭.	ঘ
৫৮.	খ
৫৯.	ক
৬০.	ঘ
৬১.	ঘ
৬২.	ক
৬৩.	গ
৬৪.	ঘ
৬৫.	খ
৬৬.	খ
৬৭.	ক

CamScanner

৬৮. ৬৩০০ সংখ্যাটিকে ন্যূনতম কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ হবে?
ক ২ খ ৩ গ ৫ ঘ ৭

৬৯. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৪ : ৫ এবং তাদের ল.সা.গু ১৬০ হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত?
ক ৩২ খ ৪০ গ ৪২ ঘ ৪৫

৭০. ৫০ ও ১০০ এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যাদ্বয়ের গড় কত?
ক ৭৪ খ ৭৫ গ ৭৬ ঘ ৭৭

৭১. $\sec\theta = 2$ হলে, $\cot\theta$ এর মান—
ক $\frac{1}{\sqrt{5}}$ খ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ গ $\sqrt{3}$ ঘ $\sqrt{5}$

৭২. $a+b=\sqrt{7}, a-b=\sqrt{3}$ হলে, $5ab$ এর মান—
ক $\sqrt{3}$ খ $\sqrt{7}$ গ 5 ঘ 7

৭৩. $x-y=3$ হলে, x^3-y^3-9xy এর মান—
ক 27 খ 18 গ 9 ঘ 6

৭৪. একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য তার উচ্চতার $\sqrt{3}$ গুণ হলে সূর্যের উন্নতি কোণ-
ক 30^0 খ 45^0 গ 60^0 ঘ 90^0

৭৫. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $4\sqrt{2}$ একক হলে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কত একক?
ক 4 খ 8 গ 16 ঘ ৩২

৭৬. ৩০ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) ১৬৬তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক হন্ডুরাস খ পূর্ব তিমুর
গ প্যারাগুয়ে ঘ ফিজি

৭৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নরের নাম কী?
ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য খ ড. ইফতেখারুজ্জামান
গ কাকলী জাহান ঘ আহসান এইচ মনসুর

৭৮. বিশ্বে প্রবাসী আয় গ্রহণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ ভারত গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ রাশিয়া

৭৯. ৩৩তম প্যারিস অলিম্পিকে স্বর্ণ লাভে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক যুক্তরাষ্ট্র ও চীন খ ইতালি ও জার্মানি
গ জাপান ও যুক্তরাজ্য ঘ অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স

৮০. নিচের কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়?
ক লিনাক্স খ মজিলা গ উবুন্টু ঘ উইন্ডোজ

৮১. কত সালে জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়?
ক ১৯৪৩ খ ১৯৪৭ গ ১৯৪৯ ঘ ১৯৫৪

৮২. আন্তর্জাতিক T-20 ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান কে?
ক এবি ডি ভিলিয়ার্স খ গিলক্রিস্ট
গ ক্রিস গেইল ঘ বিরাট কোহলি

৮৩. গ্রামীন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৮৩ খ ১৯৭৬ গ ১৯৮৫ ঘ ১৯৭৯

৮৪. 'সামাজিক ব্যবসা দিবস' কবে পালিত হয়?
ক ২৫ জুন খ ২৮ জুন গ ১০ মে ঘ ১ মে

৮৫. কোটা সংস্কার আন্দোলনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ শহীদ হন কবে?
ক ১৬ জুলাই ২০২৪ খ ১৭ জুলাই ২০২৪
গ ৫ আগস্ট ২০২৪ ঘ ৩০ জুলাই ২০২৪

৮৬. UNHCR-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক লন্ডন খ জেনেভা
গ মাদ্রিদ ঘ নিউইয়র্ক

৮৭. দৃশ্যমান আলোর ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কোন রঙের?
ক লাল খ কালো গ সাদা ঘ বেগুনি

৮৮. শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক কবে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খ ২৬ অক্টোবর ১৮৭৩
গ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ ঘ ১০ অক্টোবর ১৮৯৫

৮৯. রয়টার্স (Reuters) কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?
ক ফ্রান্স খ যুক্তরাষ্ট্র গ যুক্তরাজ্য ঘ কানাডা

৯০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার বাংলা সন ও তারিখ কোনটি?
ক ১৮ কার্তিক, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
খ ১৮ ভাদ্র ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
গ ১৮ কার্তিক ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
ঘ ১৮ ভাদ্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

৯১. বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারেন?
ক ৬৭ খ ৭০ গ ৭১ ঘ ৭২

৯২. কোন চুক্তি অনুযায়ী European Economic Community (EEC) গঠিত হয়?
ক মস্ট্রিল চুক্তি খ প্যারিস চুক্তি
গ রোম চুক্তি ঘ জেনেভা চুক্তি

৯৩. পরিবেশ রক্ষায় একটি দেশের কত শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন?
ক ১৫% খ ২০% গ ২৫% ঘ ৩০%

৯৪. 'নেভাটিস বিমান ঘাঁটি' কোন দেশে অবস্থিত?
ক ভারত খ উত্তর কোরিয়া
গ চীন ঘ ইসরায়েল

৯৫. কোন বিভাগে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি?
ক ঢাকা খ সিলেট
গ ময়মনসিংহ ঘ বরিশাল

৯৬. Organisation of Islamic Cooperation (OIC)-এর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
ক তেহরান খ কায়রো গ জেদ্দা ঘ রিয়াদ

৯৭. গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশের সময় কত ঘণ্টা আগে?
ক ৬ ঘণ্টা খ ৫ ঘণ্টা গ ৪ ঘণ্টা ঘ ৩ ঘণ্টা

৯৮. বর্তমান বৃহত্তম ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক সমতট খ পুণ্ড্র গ বঙ্গ ঘ হরিকেল

৯৯. লোহিত সাগর কোন দুটি মহাদেশকে পৃথক করেছে?
ক ইউরোপ ও আফ্রিকা খ এশিয়া ও ইউরোপ
গ এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া ঘ আফ্রিকা ও এশিয়া

১০০. চীন থেকে ভারতবর্ষে আসা প্রথম পর্যটকের নাম কী?
ক মা হুয়ান খ মেগাস্থিনিস
গ ফা-হিয়েন ঘ হিউয়েন সাং

উত্তর
৬৮. ঘ
৬৯. ক
৭০. খ
৭১. খ
৭২. গ
৭৩. ক
৭৪. ক
৭৫. গ
৭৬. খ
৭৭. ঘ
৭৮. খ
৭৯. ঘ
৮০. খ
৮১. গ
৮২. গ
৮৩. ক
৮৪. খ
৮৫. ক
৮৬. খ
৮৭. ঘ
৮৮. খ
৮৯. গ
৯০. ক
৯১. ঘ
৯২. গ
৯৩. গ
৯৪. ঘ
৯৫. ঘ
৯৬. গ
৯৭. ক
৯৮. গ
৯৯. ঘ
১০০. গ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

চতুর্থ পর্ব

এইচএসসির পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার স্বপ্ন লাখো শিক্ষার্থীর। জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষায় নিজেকে সেরা প্রমাণ করার জন্য কিছু কৌশল ও ভালো প্রস্তুতির বিকল্প নেই।

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা

২৪ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতি ইউনিটে MCQ পদ্ধতিতে ১ ঘণ্টায় ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। পাস নম্বর ৩০।

ইউনিটভিত্তিক মানবণ্টন ও প্রস্তুতি

- **ইউনিট A :** পদার্থবিদ্যা-২৫, রসায়ন-২৫, গণিত-২৫, জীববিদ্যা-২৫, বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫।
  - মোট ৪টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।
  - পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
  - গণিত ও জীববিদ্যার মধ্যে অন্তত একটি বিষয়ে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। তবে অন্যটির পরিবর্তে বাংলা অথবা ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে।
- **ইউনিট B :** বাংলা-৩৫, ইংরেজি-৩৫, সাধারণ জ্ঞান-৩০
- **ইউনিট C :** হিসাব বিজ্ঞান-৩৫, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-৩৫, বাংলা-১৫, ইংরেজি-১৫।

৯ কৃষি

MCQ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সাথে এসএসসি/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১.০০ নম্বর প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

- **নম্বর বিভাজন :** ইংরেজি-১০, প্রাণিবিজ্ঞান-১৫, উদ্ভিদবিজ্ঞান-১৫, পদার্থবিজ্ঞান-২০, রসায়ন-২০ এবং গণিত-২০ নম্বর।

৩ প্রকৌশল

MCQ পদ্ধতিতে 'ক' গ্রুপের (ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ) জন্য ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটব্যাপী ৫০০ নম্বরের এবং 'খ' গ্রুপের (ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগ) জন্য ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটব্যাপী ৫০০ নম্বরের MCQ-এর পাশাপাশি ১ ঘণ্টাব্যাপী অতিরিক্ত মুক্তহস্ত অঙ্কনের ২০০ নম্বরসহ মোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

নম্বর বিভাজন

- **ক গ্রুপ :** গণিত-১৫০, পদার্থবিদ্যা-১৫০, রসায়ন-১৫০, ইংরেজি-৫০।
- **খ গ্রুপ :** গণিত-১৫০, পদার্থবিদ্যা-১৫০, রসায়ন-১৫০, ইংরেজি-৫০, মুক্ত হস্ত অঙ্কন-২০০।

৭ কলেজ

মোট ১২০ নম্বরের (MCQ : ১০০; জিপিএ নম্বরের উপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক/সমমান : ১০; উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান : ১০) ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে ২ দিয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে ২ দিয়ে গুণ করে এই দুইয়ের যোগফল ১০০ নম্বরের MCQ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ নম্বরের ওপর পরীক্ষার্থীর মেধা স্কোর তৈরি করা হয়। ভর্তি-পরীক্ষার ১০০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর ৪০।

ইউনিটভিত্তিক মানবণ্টন

- **কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট :** বাংলা-২৫; ইংরেজি-২৫; সাধারণ জ্ঞান-৫০; সাধারণত বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিত সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন থাকে।
- **বিজ্ঞান ইউনিট :** পদার্থবিদ্যা-২৫, রসায়ন-২৫, গণিত-২৫, জীববিদ্যা-২৫, বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫
  - প্রত্যেক প্রার্থীকে পদার্থ ও রসায়নসহ মোট ৪টি বিষয়ের প্রশ্ন-উত্তর দিতে হয়।
  - কোনো প্রার্থী ইচ্ছা করলে শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ৪র্থ বিষয়ের পরিবর্তে বাংলা অথবা ইংরেজি যেকোনো ১টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।
- **ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট :** বাংলা (আবশ্যক)-২০, ইংরেজি (আবশ্যক)-২০, হিসাব বিজ্ঞান (আবশ্যক)-২০, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (আবশ্যক)-২০, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন/ ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা (যে কোনো ১টি)-২০।

সান ম্যারিনো প্রজাতন্ত্রে দুই জন রাষ্ট্রপ্রধান থাকে, যারা ক্যাপ্টেন রিজেন্ট নামে পরিচিত

চিকিৎসায় ভর্তি পরীক্ষা

মেডিকেল ও ডেন্টাল

মোট ৩০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে MCQ পদ্ধতিতে ১ ঘণ্টায় ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। পাস নম্বর ৪০। এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএর ওপর ২০০ নম্বর নির্ধারিত। এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ৭৫ নম্বর আর এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ১২৫ নম্বর। সেকেন্ড টাইম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৫ নম্বর কর্তন করা হবে। পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট-এ ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ১০ নম্বর কর্তন করে মেধা তালিকায় অবস্থান নির্ধারণ করা হয়।

- **নম্বর বিভাজন :** জীববিজ্ঞান-৩০, রসায়নবিদ্যা-২৫, পদার্থবিদ্যা-২০, ইংরেজি-১৫, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ)-১০।

নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি

মোট ১৫০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১০০ নম্বরের MCQ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পাস নম্বর ৪০। এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএর ওপর ৫০ নম্বর নির্ধারিত। এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ২৫ নম্বর আর এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ২৫ নম্বর।

নম্বর বিভাজন

- বিএসসি ইন নার্সিং : বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, গণিত-১০, বিজ্ঞান-৩০ (জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন) এবং সাধারণজ্ঞান-২০
- ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি : বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ গণিত-১০, সাধারণ বিজ্ঞান-২৫ এবং সাধারণ জ্ঞান-২৫।

হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক

মোট ২০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১০০ নম্বরের MCQ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পাস নম্বর ৪০। এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএর ওপর ১০০ নম্বর নির্ধারিত। এসএসসি বা সমমানের প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ৪০ নম্বর আর এইচএসসি বা সমমানের প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ৬০ নম্বর।

- **নম্বর বিভাজন :** পদার্থবিদ্যা-২০, রসায়ন-২৫, জীববিজ্ঞান-৩০, ইংরেজি-১৫, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ)-১০।

আর্মড ফোর্সেস ও ৫ আর্মি মেডিকেল

মোট ৩০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ১০০ নম্বরের MCQ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৪০ এর কম নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএর ওপর ২০০ নম্বর নির্ধারিত। এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ৭৫ নম্বর আর এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর জন্য ১২৫ নম্বর। সেকেন্ড টাইম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৫ নম্বর কর্তন করা হয়। পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজ/ ইউনিট-এ ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ১০ নম্বর কর্তন করে মেধা তালিকায় অবস্থান নির্ধারণ করা হয়।

- **নম্বর বিভাজন :** পদার্থবিদ্যা-৩০, রসায়নবিদ্যা-৩০, জীববিজ্ঞান-৩০, ইংরেজি-০৫, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ)-০৫।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা

■ **ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (IUT) :** মোট ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি প্রশ্নের মান ১। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ করে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। পরীক্ষায় কোনো পাস মার্কস নেই। প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ ইংরেজিতে করা হবে। পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। ভর্তি পরীক্ষা হয় দুই ঘণ্টা।

- **নম্বর বিভাজন :** গণিত-৩৫, পদার্থ-৩৫, রসায়ন-১৫, ইংরেজি-১৫ নম্বর।

■ **মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST) :** A (ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার) ও B (স্থাপত্য) উভয় ইউনিটে মোট ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। A ইউনিটে পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা ও B ইউনিটে পরীক্ষার সময় ২ ঘণ্টা। দুইগ্রুপে পাস নম্বর ৪০%। সেকেন্ড টাইম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা থেকে ৫ নম্বর কাটা হয়।

যেভাবে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে : লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বর ৬০%; HSC/সমমানের উচ্চতর গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বর ২০%; গণিত, পদার্থবিদ্যায় প্রাপ্ত মোট নম্বর এবং এসএসসি/সমমানে রসায়ন ২০%।

নম্বর বিভাজন

- A ইউনিট : গণিত-৯০, পদার্থবিদ্যা-৭০, রসায়ন-৩০, ইংরেজি-১০।
- B ইউনিট : অঙ্কন এবং স্থাপত্য সম্পর্কিত বিষয় ২০০।

■ **বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইল (BUTEX) :** বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে (BUTEX) মোট ২০০ নম্বরে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পাস নম্বর ৪০%।

- **নম্বর বিভাজন :** গণিত-৬০, পদার্থ-৬০, রসায়ন-৬০ এবং ইংরেজি-২০।

দেশের অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনী

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে একত্রে বলা হয় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার পবিত্র ও সুমহান দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ওপর। ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের এ আয়োজন।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী যা সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হলো প্রধান প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান যেখানে সামরিক আইন তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ২১ নভেম্বর ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী গঠিত হয়। এ কারণে এ দিনটিকে সশস্ত্র বাহিনী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রেজিমেন্ট গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তদানীন্তন বিহার রেজিমেন্ট থেকে দুটি মুসলমান কোম্পানি নিয়ে প্রথম ব্যাটালিয়ন (সিনিয়র টাইগার্স) গঠনের মাধ্যমে ঢাকার কুর্মিটোলায় 'ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট' সৃষ্টি হয়। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি অফিসার কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সদস্যদের নিয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত মুক্তিবাহিনীর প্রধান অংশটি গঠিত হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়মিত ইউনিটগুলোর সমন্বয়ে ৩টি ব্রিগেড গড়ে ওঠে। 'জেড' ফোর্স 'এস' ফোর্স ও 'কে' ফোর্স নামে পরিচিত। ২১ নভেম্বর ১৯৭১ দেশের তিন বাহিনীকে সংযুক্ত করে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পুরানো বিমান বন্দরে। ১৫ মার্চ ১৯৭২ পুনরায় এটি স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান অবস্থান ঢাকা সেনানিবাসে আনা হয়।

■ **ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (EBR) :** ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় সকল বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠীর নামে সেনাবাহিনীতে নিজস্ব রেজিমেন্ট থাকলেও কেবল বাঙালি জাতির নামে নিজস্ব কোনো রেজিমেন্ট ছিল না। নিজ জাতির জন্য সেনাবাহিনীতে একটি রেজিমেন্ট গঠনের ইচ্ছা থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ মেজর আবদুল গণি এ রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন।

■ **সেনাবাহিনীতে নারী সেনা :** ২০০১ সালে সর্বপ্রথম সেনা ক্যাডেট হিসেবে নারীরা যোগদান করেন। বাংলাদেশে প্রথম নারী সৈনিক নিয়োগ দেওয়া শুরু হয় ২৬ জানুয়ারি ২০১৪ (৮৭৯ জনকে)। তবে পেশাগত জীবন শুরু হয় ২৯ জানুয়ারি ২০১৫। ২০১৮ সালে দেশের সর্বপ্রথম নারী মেজর জেনারেল হন সুসানে গীতি। দেশের প্রথম নারী ছত্রীসেনা হলেন জান্নাতুল ফেরদৌস। দেশের প্রথম ছত্রীসেনা দম্পতি মেজর নুসরাত নুর আল চৌধুরী এবং মেজর মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হক।

সেনানিবাসে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর

নাম	অবস্থান
শ্বাশত বাংলা জাদুঘর	রংপুর সেনানিবাস
বিজয়াঙ্গন জাদুঘর	বগুড়া সেনানিবাস
গৌরবাঙ্গন জাদুঘর	যশোর সেনানিবাস
স্মৃতি অম্লান জাদুঘর	চট্টগ্রাম সেনানিবাস
বিজয়কেতন জাদুঘর	ঢাকা সেনানিবাস
সমর জাদুঘর	ময়নামতি সেনানিবাস
বিজয়গাঁথা জাদুঘর	ময়মনসিংহ সেনানিবাস

সশস্ত্র বাহিনীর ৫ বীরশ্রেষ্ঠ

নাম	কর্মস্থল	জন্ম	শহীদ হন	সেক্টর	সমাহিত
সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল	সেনাবাহিনী	১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭	১৮ এপ্রিল ১৯৭১	২নং	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান	বিমানবাহিনী	২৯ অক্টোবর ১৯৪১	২০ আগস্ট ১৯৭১	–	ঢাকা
সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	সেনাবাহিনী	২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩	২৮ অক্টোবর ১৯৭১	৪নং	ঢাকা
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন	নৌবাহিনী	জুন ১৯৩৫	১০ ডিসেম্বর ১৯৭১	১০নং	খুলনা
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	সেনাবাহিনী	৭ মার্চ ১৯৪৯	১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১	৭নং	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বিশ্বের প্রচীনতম প্রজাতন্ত্র— সান ম্যারিনো (Serenissama Repubblica di San Marino)

CamScanner

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১৯৭১ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তানে নৌশক্তি বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান নৌবাহিনীর ফ্রান্সে নির্মাণাধীন ডুবোজাহাজ পিএনএস ম্যাংরো থেকে ৮ জন বাঙালি নাবিক বিদ্রোহ করেন এবং বাংলাদেশে ফিরে নৌবাহিনীর ভিত্তি তৈরি করেন। ১৯৭১ সালের জুলাইয়ে সেক্টর কমান্ডার্স কনফারেন্সে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে নৌবাহিনীর জনবল ছিল ৪৫ জন আর সরঞ্জাম ছিল ভারত থেকে পাওয়া দুটি টহল জাহাজ পদ্মা ও পলাশ। যুদ্ধের সময় ১০ নম্বর সেক্টর ছিল নৌ সেক্টর। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর নৌযোদ্ধারা অপারেশন জ্যাকপট নামক একটি কমান্ডো অভিযান চালান চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে।

■ **নারী কর্মকর্তা যোগদান :** ২০০০ সালের জানুয়ারিতে সর্বপ্রথম ১৬ জন নারী ক্যাডেট হিসেবে নৌবাহিনীতে যোগ দেন; বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নারী অফিসার নিয়োগ ছিল এই প্রথম।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অধিকাংশ বাঙালি সদস্য উক্ত বাহিনী ত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তারাই ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠন করেন। একটি ডকোটা, একটি DHC-3 অটার এবং একটি আলেটি-৩ হেলিকপ্টার নিয়ে 'কিলো ফ্লাইট' নামে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ১৭ জন বাঙালি কর্মকর্তা ও ৫০ জন কারিগরি বিমানসেনা ছিলেন বিমান বাহিনীর প্রথম জনবল। এদের প্রধান ছিলেন এয়ার কমোডর এ. কে. খন্দকার। স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া বিমানবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈন্যরা ফিরে এসে বিমানবাহিনীতে যোগদান করেন।

■ **নারী কর্মকর্তা যোগদান :** ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ দেশের প্রথম বৈমানিক হিসেবে দুইজন নারী কর্মকর্তা নাইমা হক এবং তামান্না-ই লুতফী যুদ্ধ বিমান নিয়ে আকাশে উড়েন। ২৫ নভেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মতো ৬৪ জন নারী বিমানসেনা হিসেবে প্রাথমিক রিক্রুট প্রশিক্ষণ শেষ করে। দেশের সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে প্রথম নারী বৈমানিক হিসেবে 'সোর্ড অব অনার' পান ফ্লাইং অফিসার রিয়ানা আজাদ।

DGFI

বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (Directorate General of Forces Intelligence—DGFI)। ১৯৭২ সালে এটি গঠিত হয়, তখন এর নাম ছিল ডিরেক্টরেট অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (DFI)। ১৯৭৭ সালে এ সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (DGFI)।

শান্তি মিশনে সশস্ত্র বাহিনী

১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক শান্তি মিশনে (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group—UNIIMOG) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের পথচলা। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিমানবাহিনী শান্তিরক্ষী মিশনে যোগ দেয়।

সামরিক জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর মিরপুর সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে ঢাকার বিজয় স্মরণী রোডের পাশে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এর নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর। ৬ জানুয়ারি ২০২২ নবরূপে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের উদ্বোধন করা হয়।

এক নজরে সশস্ত্র বাহিনী

নাম	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী	বিমানবাহিনী
প্রতিষ্ঠা	১৯৭১ সালে	জুলাই ১৯৭১	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
সদরদপ্তর	কুর্মিটোলা, ঢাকা	বনানী, ঢাকা	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
স্লোগান	সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে	শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্র দুর্জয়	বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত
প্রথম প্রধান	জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী	ক্যাপ্টেন নূরুল হক	এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুল করিম খন্দকার
বর্তমান প্রধান	জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান	অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান
প্রতীক	ক্রস-চিহ্নিত দু'টি তরবারি এবং ওপরে কৌণিক অবস্থায় জাতীয় ফুল শাপলা	কাছি বেষ্টিত নোঙর ও এর ওপর শাপলা	উড়ন্ত ঈগলের ওপরে শাপলা এবং দুই পাশে দুটি করে মোট ৪টি তারকা

সান ম্যারিনো স্বাধীনতা লাভ করে ৩০১ খ্রিষ্টাব্দে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত সংস্কৃতির রাজধানী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পটভূমি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পূর্বে কুমিল্লা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯৩ সালে ত্রিপুরা জেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিকাংশ এলাকা ময়মনসিংহ জেলায় সংযুক্ত ছিল। ১৮৩০ সালে সরাইল, দাইদপুর, হরিপুর, বেজুরা ও সতেরখন্দল পরগনা, ময়মনসিংহ হতে ত্রিপুরা জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬০ সালে নাসিরনগর মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিকাংশ এর অধীনস্থ হয়। ১৮৭৫ সালে নাসিরনগর মহকুমার নাম পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা করা হয়। তার পূর্বেই ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পৌরসভায় উন্নীত হয়। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া একটি মহকুমা হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ তৎকালীন কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরকে পৃথক জেলার মর্যাদা দিয়ে গঠিত হয় বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।

নামকরণ

সেন বংশের রাজত্বকালে এ অঞ্চলে অভিজাত ব্রাহ্মণকুলের অভাব নিরসনের জন্য সেন বংশের রাজা লক্ষ্ণ সেন আদিসুর কন্যাকুব্জ থেকে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসেন। সেই ব্রাহ্মণদের বাড়ির অবস্থানের কারণে এ জেলার নামকরণ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিকৃত নাম 'বি-বাড়িয়া' বহুল প্রচলিত। ২৮ জুন ২০২২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল ক্ষেত্রে বি-বাড়িয়ার পরিবর্তে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' লেখার নির্দেশ দেয়।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
- সীমানা : পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কুমিল্লা, পশ্চিমে নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ এবং উত্তরে সিলেটের হবিগঞ্জ জেলা।
- আয়তন : ১,৮৮১.২০ বর্গ কিমি
- জনসংখ্যা : ৩৩,০৬,৫৬৩ জন [জানুয়ারি ২০২২]
- স্বাক্ষরতা (৭ বছর ঊর্ধ্ব) : ৭৩.৭% [SVRS ২০২৩]

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৯টি— সদর, কসবা, নাসিরনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ, আখাউড়া, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, বিজয়নগর
- থানা : ৯টি ♦ পৌরসভা : ৫টি
- ইউনিয়ন : ১০০টি
- সংসদীয় আসন : ৬টি।

- প্রধান নদনদী ➤ তিতাস, মেঘনা, পুটিয়া, বিজনা, বুড়ি, মধ্যগঙ্গা, হরল, বড়ইচারা, লাখু, সিংরা প্রভৃতি।

কবি আল মাহমুদ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, যুদ্ধের পরে দৈনিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। আল মাহমুদ ১৯৯০'র দশকে ইসলামি ধর্মীয় বোধের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর থানার রামরাইলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি : এ মিষ্টির প্রচলন করেন মহাদেব পাঁড়ে। ৮ এপ্রিল ২০২৪ এ ছানামুখী মিষ্টির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে আবেদন করে, পরবর্তীতে স্বীকৃতি লাভ করে।

জানেন কি : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

- আয়তনে : দেশের ৩৬তম
  চট্টগ্রাম বিভাগে : ৮ম
- জনসংখ্যায় : দেশের ১৩তম
  চট্টগ্রাম বিভাগে : ৪র্থ

মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- সেক্টর ➤ ২নং এবং কিয়দংশ ৩নং.
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  ৭ নভেম্বর : নাসিরনগর
  ৩০ নভেম্বর: বিজয়নগর
  ২ ডিসেম্বর : কসবা
  ৬ ডিসেম্বর : আখাউড়া
  ৮ ডিসেম্বর : ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, সরাইল
  ১০ ডিসেম্বর: আশুগঞ্জ
  ১৪ ডিসেম্বর: নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান

- সদর ➤ তিতাস গ্যাসক্ষেত্র।
- আখাউড়া : আখাউড়া স্থল বন্দর, বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের কবর।
- নবীনগর : নবীনগর জমিদার বাড়ি।
- নাসিরনগর : জয়কুমার জমিদার বাড়ি, হরিপুর বড়বাড়ি, কামাড়িয়া পার্ক।
- আশুগঞ্জ : মেঘনা নদীর পার, আশুগঞ্জ সারকারখানা কেমিকেল কোং।
- বিজয়নগর : কালাছড়া, হরিহর টি এস্টেট।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

- মুক্তিযোদ্ধা : সাফিল মিয়া (বীর উত্তম), শামসুল হক (বীর বিক্রম), শাহজাহান সিদ্দিকী (বীর বিক্রম)।
- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব : নুরুল আমিন (পাকিস্তানের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী), অলি আহাদ (ভাষা সৈনিক এবং রাজনীতিবিদ), আবদুল কুদ্দুস মাখন (রাজনীতিবিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা)।
- শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক : আবদুল কাদির (কবি, সাহিত্য সমালোচক), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (ঔপন্যাসিক)।
- সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব : সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, মনমোহন দত্ত (মলয়া সংগীতের জনক), আলমগীর (অভিনেতা), রুনা লায়লা (কণ্ঠশিল্পী), ডলি জহুর (অভিনেত্রী)।
- অন্যান্য ব্যক্তিত্ব : ঈসা খান (বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম), ড. আকবর আলি খান (অর্থনীতিবিদ), সালেহ উদ্দিন আহমেদ (বর্তমান অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর)।

সান ম্যারিনো জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে— ১৯৯২ সালে

আলুটিলা-রিছাং-গিরি বৈচিত্র্যময় খাগড়াছড়ি

পটভূমি

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত খাগড়াছড়ি কখনো ত্রিপুরা, কখনো-বা আরাকান রাজন্যবর্গ দ্বারা শাসিত হয়। তন্মধ্যে ৫৯০-৯৫৩ সাল পর্যন্ত মোট ৩৬৩ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজাগণ বংশ পরম্পরায় পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়িসহ) ও চট্টগ্রাম শাসন করে। এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৭৬০ সালের অক্টোবরে বাংলার নবাব মীর কাশিমের হাত থেকে চট্টগ্রাম এবং ১৭৮৫ সালে ত্রিপুরা মহারাজার কবল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের (অংশ বিশেষ) ওপর চূড়ান্তভাবে কর্তৃত্ব লাভ করে। ২০ জুন ১৮৬০ পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। এগুলো হলো কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি), বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি। ১৯৬৮ সালে খাগড়াছড়িকে থানায় উন্নীত করা হয় এবং ১৯৮১ সালে বান্দরবান এবং ৭ নভেম্বর ১৯৮৩ খাগড়াছড়ি পৃথক জেলা সৃষ্টি করা হয়।

নামকরণ

খাগড়াছড়ির প্রাচীন নাম ছিল 'তারক'। 'খাগড়াছড়ি' নামের উৎপত্তি হয় নল খাগড়ার বন থেকে। খাগড়াছড়ি সদরের বুক চিরে বয়ে গেছে একটি ছড়া নদী। ওই ছড়া নদীর দু'পাড়ে গভীর নল খাগড়ার বন ছিল। এই নল খাগড়ার বন থেকেই 'খাগড়াছড়ি' নামের উৎপত্তি। কথিত আছে 'খাগড়াছড়ি' একটি নদীর নাম। নদীপাড়ে খাগড়া বন থাকায় নামকরণ করা হয় খাগড়াছড়ি।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ৭ নভেম্বর ১৯৮৩
- সীমানা : উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে রাঙ্গামাটি, দক্ষিণ-পশ্চিমে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে ফেনী নদী ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য।
- আয়তন : ২,৭৪৯.১৬ বর্গ কিমি
- জনসংখ্যা : ৭,১৪,১১৯ জন [জনশুমারি ২০২২]
- ঘনত্ব : ২৬০ প্রতি বর্গ কিমি
- সাক্ষরতা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৭৪.৪% (SVRS)

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৯টি— সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, লক্ষ্মীছড়ী, রামগড় ও গুইমারা।
- থানা : ৯টি
- পৌরসভা : ৩টি
- ইউনিয়ন : ৩৮টি
- সংসদীয় আসন : ১টি।

♦ প্রধান নদনদী ➤ খাগড়াছড়ি জেলায় ফেনী, মাইনী।

■ রিছাং ঝর্ণা

রিছাং ঝর্ণা (সাপ মারা রিসাং ঝর্ণা নামেও পরিচিত) খাগড়াছড়ি জেলায় মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারা গ্রামে অবস্থিত একটি পাহাড়ি ঝর্ণা। মারমা ভাষায় রিং শব্দের অর্থ পানি আর ছাং এর অর্থ উঁচু স্থান হতে কোনো কিছু গড়িয়ে পড়াকে বোঝায়।

■ নিউজিল্যান্ড পাড়া

খাগড়াছড়ি সদরে নিউজিল্যান্ড পাড়া অবস্থিত। পানখাইয়া পাড়া এবং পোরাছড়ার কিছু অংশ নিউজিল্যান্ডের মতো হওয়ায় স্থানীয়দের কাছে এটি নিউজিল্যান্ড পাড়া হিসেবে পরিচিত।

■ আলুটিলা গুহা

আলুটিলা গুহা বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে আরবারী পাহাড়ে অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক গুহা। গুহাটিকে আলুটিলা রহস্যময় গুহাও বলা হয়।

জানেন কি : খাগড়াছড়ি

- আয়তনে দেশের : ২১তম
  চট্টগ্রাম বিভাগের : ৬ষ্ঠ
- জনসংখ্যায় দেশের : ৬০তম
  চট্টগ্রাম বিভাগের : নবম

মুক্তিযুদ্ধে খাগড়াছড়ি

- সেক্টর ➤ ১নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  ৬ ডিসেম্বর : লক্ষ্মীছড়ি
  ৮ ডিসেম্বর : রামগড়
  ১২ ডিসেম্বর : পানছড়ি
  ১৪ ডিসেম্বর : দীঘিনালা
  ১৫ ডিসেম্বর : সদর, গুইমারা, মাটিরাঙ্গা আদর্শ
  ১৬ ডিসেম্বর : মানিকছড়ি, মহালছড়ি

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান

- **সদর** ➤ জেলা পরিষদ পার্ক, পর্যটন মোটেল, পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র।
- **দীঘিনালা** : তুষার ফ্রুটস ভ্যালি (মিশ্র ফল বাগান), বন বিহার।
- **পানছড়ি** : মায়াবিনী পর্যটন লেক, শান্তিপুর অরণ্য কুটির।
- **লক্ষ্মীছড়ি** : চিৎজুরানি লেক, শিলাছড়ি প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ।
- **মহালছড়ি** : ক্যাপ্টেন কাদের সরণী, ধুমনী ঘাট।
- **রামগড়** : কালাডেবা সুইচ গেট, মহামুনি বৌদ্ধ বিহার, উপজেলা লেক।
- **মাটিরাঙ্গা** : আলুটিলা গুহা, ভগবান টিলা, শতবর্ষী বটগাছ।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

- কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (সাবেক এমপি ও রাজনীতিবিদ)।
- যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা (সাবেক সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি জটিলতা নিরসন সম্পর্কিত টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান)।
- ওয়াদুদ ভূইয়া (সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদ)।
- নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা)।
- সাচিংঞ্চ চৌধুরী (মং রাজা, খাগড়াছড়ি)।
- প্রভাংশু ত্রিপুরা (লেখক ও গবেষক)।
- শেফালিকা ত্রিপুরা (বিশিষ্ট সমাজসেবী ও নারী উন্নয়ন কর্মী)।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

পটভূমি

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (PIB) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৮ আগস্ট ১৯৭৬ একটি রেজলুশনের মাধ্যমে PIB প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৭৬ সালের রেজলুশনটি বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (PIB) আইন, ২০১৮ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। ১১ জুলাই ২০১৮ বিলটি জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২৯ জুলাই ২০১৮ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়।

পরিচালনা বোর্ড

PIB ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। সংবাদপত্র পরিষদ, সম্পাদক সমিতি, সাংবাদিক ইউনিয়ন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট এই বোর্ড গঠিত হয়। সরকার মনোনীত প্রখ্যাত সাংবাদিক অথবা শিক্ষাবিদদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান প্রতি দুই বছরের জন্য এ বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদাধিকারবলে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব থাকেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগে কর্মরত জনসংযোগ কর্মকর্তা বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত সাংবাদিক, তথ্য ও গণমাধ্যমকর্মী বা উন্নয়ন ও যোগাযোগকর্মী এবং গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান
- সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট প্রদান
- সাংবাদিকতা বিষয়ে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও অন্য কোনো ডিগ্রি কোর্স পরিচালনা এবং সনদ প্রদান
- প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্স পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স ডিজাইন, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন
- প্রশিক্ষণ বা কোর্স পরিচালনা, গবেষণা ও প্রকাশনা এবং সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলাসহ প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান
- গণমাধ্যম সম্পর্কিত সাংবাদিকতার বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার কিংবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুকূলে মতামত বা পরামর্শ প্রদান করা
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংবাদিকতা, গণযোগাযোগ ও গণমাধ্যম সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত এবং প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ
- স্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে 'ফি' গ্রহণ
- স্টিটিউটের কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশিক্ষণ কোর্স

সাংবাদিকতায় মাস্টার্স ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম : ২০০০ সালে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (PGDJ) প্রোগ্রামের অনুমোদন দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী সফলভাবে এ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে PIB গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করে। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স প্রোগ্রামে প্রথম পর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো গণযোগাযোগের বিভিন্ন বিষয় এবং সমাজের ওপরে প্রভাব ও কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা, পুরানো দুর্লভ সংবাদপত্র সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ এবং দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য-সংগ্রহ ও প্রকাশ, গণমাধ্যম গবেষণা বিষয়ক মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন, গণমাধ্যম বিষয়ক সেমিনার, সংলাপ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন সংবাদভিত্তিক ঘটনাপঞ্জি সংরক্ষণ ও বই আকারে প্রকাশ, ডিজিটাল নিউজ পেপার আর্কাইভ, গ্রন্থাগার ও সাইবার সেবা।

সাংবাদিকের সংজ্ঞা : সাংবাদিক অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়া বা বার্তা সংস্থার কাজে একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন অথবা উক্ত মিডিয়া বা সংস্থার সম্পাদক, বার্তা-সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, ফিচার লেখক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা, কপি রাইটার, কার্টুনিস্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক এবং সম্পাদনা সহকারী, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত কোনো পদধারীগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

Fact File

প্রতিষ্ঠান : প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (PIB) ▌ইংরেজি : Press Institute of Bangladesh (PIB) ▌প্রতিষ্ঠা: ১৮ আগস্ট ১৯৭৬ ▌প্রধান কার্যালয় : ৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০ ▌নির্বাহী প্রধান : মহাপরিচালক ▌যে মন্ত্রণালয়ের অধীন : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

বিচিত্র-বিশ্ব

২৪ ঘণ্টায় ১১১ জনের রূপসজ্জা

আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনের রূপসজ্জা শিল্পী মেরি ইয়ংগাই ১ দিনে (২৪ ঘণ্টায়) ১০০ জনকে সাজানোর লক্ষ্য ঠিক করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ১১১ জনকে সাজাতে সক্ষম হন। এর মধ্য দিয়ে মেরি শুধু নিজের ঠিক করা লক্ষ্যকেই ছাপিয়ে যাননি; বরং তিনি ১৯ বছর আগের একটি বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে বলা হয়, এক দিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের রূপসজ্জা করানোর রেকর্ডটি এতদিন ইন্দোনেশিয়ার মার্থা তিলারের দখলে ছিল। ২০০৫ সালে তিনি ৯৬ জনকে সাজিয়ে রেকর্ডটি গড়েন।

সর্বাধিক চাল খেয়ে রেকর্ড

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ চপস্টিক দিয়ে মিনিটে ৩৭টি চাল খেয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নেন সুমাইয়া খান নামে এক বাংলাদেশি নারী। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে সম্প্রতি এ ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, সুমাইয়া চপস্টিক দিয়ে ১ মিনিটের মধ্যেই ৩৭টি চাল সাবাড় করে ফেলেন। গিনেসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের এপ্রিলে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ডে চপস্টিক দিয়ে মিনিটে ২৭টি চাল খাওয়া টেল্যান্ড লা'র রেকর্ড ভাঙেন সুমাইয়া খান।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রুবিকস কিউব

জাপানের খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেগাহাউস ক্ষুদ্রাকৃতির রুবিকস কিউব তৈরি করে। এটার আকার এতটাই ছোট যে এ ধাঁধা মেলাতে চিমটার প্রয়োজন পড়তে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এই কিউব মাত্র ৫ মিলিমিটার (০.২ ইঞ্চি) আকারের। মাত্র ০.৩ গ্রাম ওজনের কিউবটি মূল কিউবের এক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। মেগাহাউস রুবিকস কিউব আকারে ছোট হলেও এর দাম প্রায় ৬,৩৬,০০০ টাকা (৫৩২০ মার্কিন ডলার)। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পক্ষ থেকেও একে বিশ্বের সবচেয়ে ঘূর্ণায়মান পাজল কিউব হিসেবে ২০২৪ সালের আগস্টে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আকাশে ইমোজি তৈরির রেকর্ড

ক্যানসারে আক্রান্ত যুক্তরাজ্যের ক্রিস্টোফার ব্র্যাডবুরি চিকিৎসা নিতে নিতেই ড্রোন শোতে (আকাশে ড্রোনের প্রদর্শনী) আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এমনকি ব্যতিক্রমী ড্রোন শো করে গড়েন বিশ্ব রেকর্ডও। ড্রোনের মাধ্যমে মাত্র ৩ মিনিটে আকাশে সর্বোচ্চসংখ্যক ইমোজি তৈরি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখান ব্র্যাডবুরি। সম্প্রতি ব্র্যাডবুরি যে রেকর্ড করেছেন, তাতে ১০৯টি ড্রোন কাজে লাগান তিনি। এগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মুখচ্ছবি, রকেট, চুম্বক ও বেগুনের ইমোজি তৈরি করেন। একপর্যায়ে ৩ মিনিটে ৩০টি ইমোজি তৈরি করতে পেরেছেন। গিনেস বুকে আগের রেকর্ডটি ছিল ২৪টি ইমোজি তৈরির। রেকর্ডটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন প্রদর্শনীবিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্কাই এলিমেন্টসের। ২০০৭ সালে পরীক্ষামূলক ড্রোন ওড়ানো শুরু করে ব্র্যাডবুরি।

৮৩ ফুট ওপর থেকে পড়েও অক্ষত ডিম

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার একদল শিক্ষার্থী ৮৩ ফুট উঁচু থেকে ডিম ফেলে তা অক্ষত রাখার কৃতিত্ব দেখিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এ কাজে আগের রেকর্ডটি ছিল ভারতীয় নাগরিক রিতেশ এনের। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ৫৪.১৩ ফুট উঁচু থেকে ডিম ফেলে তা অক্ষত রাখার মধ্য দিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নেয়।

পানির ওপর বাইক চালিয়ে রেকর্ড

কৃষ্ণসাগরের তীরঘেঁষা কোবুলেটি থেকে পোটি শহরে পানির ওপর দিয়ে ৩৩ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন জর্জিয়ার বাইকার জর্জি গাখেলাদজে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ধারণ করা ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বিশেষ ধরনের একটি মোটরসাইকেলে চড়ে ঢেউ ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন গাখেলাদজে। মাত্র ৩৩ মিনিটে ৩৩ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ভেঙে দেন আগের সব রেকর্ড। এর আগে ২০২১ সালে রবি ম্যাডিসন ওয়াটার স্কি মোটরসাইকেলে করে বসফরাস প্রণালিতে ৩১.৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন।

বদমেজাজি মাছ

সাগরে এক নতুন ধরনের মাছের সন্ধান পান বিজ্ঞানীরা। তারা এটিকে 'বদমেজাজি চেহারার' মাছ বলে বর্ণনা করেন। তাই এ মাছের নামকরণ করা হয় গ্রাম্পি ডোয়ার্ফগোবি। 'ডোয়ার্ফ' (বামন) বলা হচ্ছে এর ছোট আকারের কারণে। মাছটি লম্বায় দুই সেন্টিমিটারের কম। আর 'গোবি' নামটি আসার কারণ, মাছটি গোবিডি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। নতুন পাওয়া এ মাছের প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম সুয়েভিওতা এথন। লোহিত সাগরের প্রবাল প্রাচীরের মধ্যে পাওয়া গেছে এ মাছের সন্ধান। সৌদি আরবের কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক নতুন আবিষ্কৃত মাছটি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেন।

❖ বিসিএস ❖ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ❖ প্রাইমারি ❖ ব্যাংক ❖ শিক্ষক নিবন্ধন
ভাইবা সহ যেকোন চাকুরির পূর্ণাঙ্গ ও দৃঢ় প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য ও অনন্য।

জাহিদ সোহেল স্যারের তথ্য সমৃদ্ধ বিশেষ মানচিত্র

(বাংলাদেশ, পৃথিবী এবং পর্যায় সারণী ও বিজ্ঞানের মানচিত্র)

যে কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় মাত্র ৩ টি মানচিত্র থেকে সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৫০% কমন।

মানচিত্র ছাড়া জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়না!
মানচিত্র ছাড়া BCS/JOB হয় না!!

কিভাবে মানচিত্র পড়বো! কিভাবে জয় করবো!?
শিঘ্রই বাজারে আসছে-
মানচিত্র ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞানের বই

মানচিত্র পাঠের সহজ কৌশল

যারা অনেক পড়েন কিন্তু মনে থাকেনা: পরীক্ষার হলে কনফিউজড হয়ে যান; যারা অল্প সময়ে দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতে চান.. এটি তাদের জন্য। প্রায় ১০০০ সহজ ছন্দ, সূত্র ও মনেরাখার দুর্দান্ত কৌশল নিয়ে-

* ছন্দ ও কৌশল

* রেড কার্ড * ভাইভা কৌশল

দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যার কে জাহিদ সোহেল স্যার পৃথিবী ও বাংলাদেশ মানচিত্রের নতুন সংস্করণ শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে প্রদান করলে, তিনি এটিকে একটি অনবদ্য, চমৎকার সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক গবেষণা কর্ম হিসেবে প্রশংসা করেন।

সাবধান! নকল হতে সাবধান! সস্তার তিন অবস্থা! বিভিন্ন প্রকাশনীর সস্তা মানচিত্র নকল ও আমার মানচিত্রের পুরোনো সংস্করণ। একটি ভুল তথ্য আপনার জীবন হতে ১টি বছর/১টি সুযোগ/১টি চাকরি নষ্ট করে দিতে যথেষ্ট। তাই বাংলাদেশে ১ম তথ্যসমৃদ্ধ মানচিত্রের প্রণেতা জাহিদ সোহেল স্যার' সম্পাদিত মানচিত্র দেখে, আপডেট উভয় পৃষ্ঠা ছাপা মানচিত্র কিনুন মাত্র ৯০/- (প্রতিটি)।

প্রাপ্তিস্থান: সুমন: ০১৭১৬০২৭৬৫৫/দি বুক/প্রমিজ/জেনেটিক্স, নীলক্ষেত: মামুন/নাহার/তাজ/আলম বুক, ফার্মগেট: তেফাজ্জেল, ইউসিসি লাইব্রেরিসহ সারা দেশে

জাহিদ সোহেল একাডেমি

❖ বিসিএস ❖ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ❖ শিক্ষক নিবন্ধন
- সুশিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আত্মউন্নয়নে

জাহিদ সোহেল স্যারের নিকট সরাসরি অনলাইনে মানচিত্র ও সাধারণ জ্ঞান শেখার দুর্দান্ত প্যাকেজ কোর্স মাত্র ৫০০/- টাকা এবং ১ দিনে মানচিত্র/সা.জ্ঞান শেখার বিশেষ ক্লাস/সেমিনারে অংশ নিতে

মাত্র ১০০/- বিকাশ/নগদ করে এসএমএস/হোয়াটসঅ্যাপে তথ্য দিন। আসন সংখ্যা সীমিত।

● অনলাইন ভর্তি চলছে। যোগাযোগ: জাহিদ সোহেল স্যার: ০১৭১২-১৯৭৬৬২। ০১৭৬৬-৬২২৩৫৫ (অফিস)

Follow Us On
Experience the art of travel...
HOLIDAY Village
Visa Processing
Ticketing
Flight Reservations
Hotel Booking
Outdoor recreation activities
Holiday Village
Apt- B3, House-24, Road-01, Block-B
Niketan, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Contact: +880171159
E-mail: holidayvillage2 @gmail.com

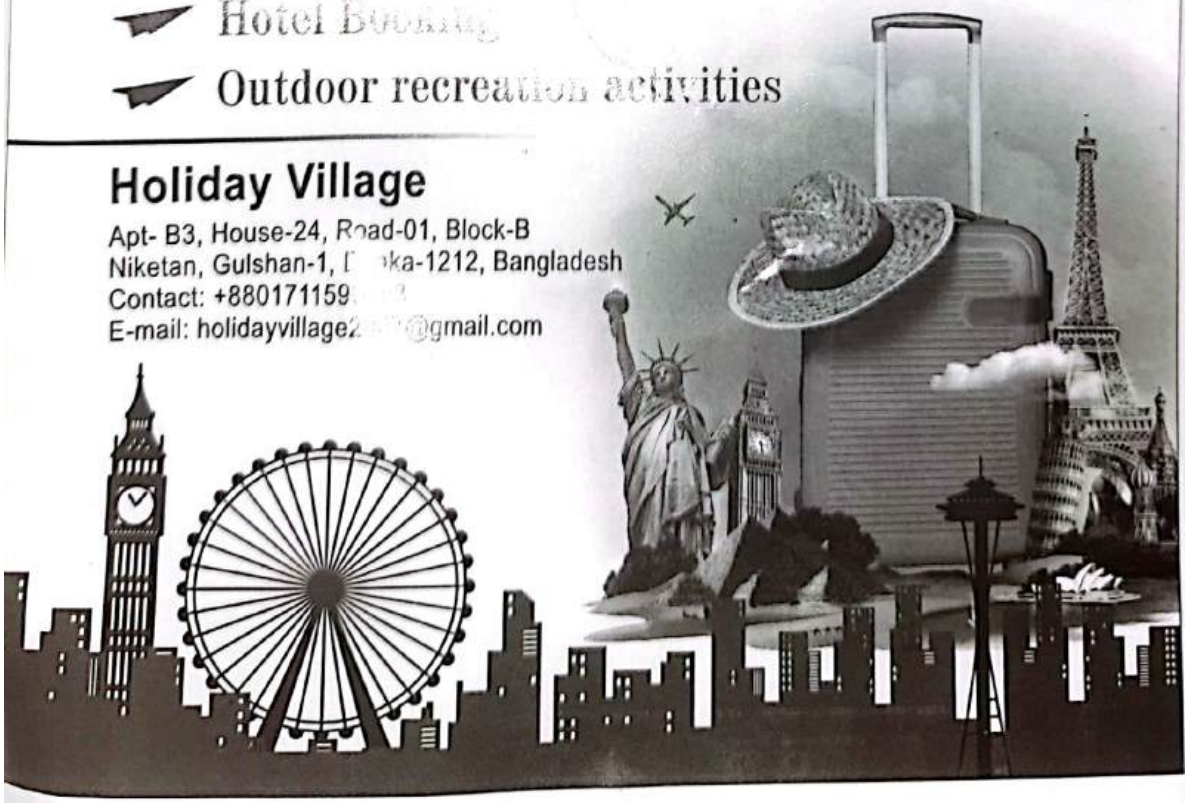

একটি
স্কয়ার
পণ্য
কেমিক্যালের
ন্যাচারাল পাওয়ারে
pel
DUAL
ACTION
AEROSOL
KILLS FASTER
REPELS LONGER
NATURAL PMD
ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া সহ
প্রাণঘাতী মশা থেকে সুরক্ষা
স্কয়ার পণ্য দেশের জন্য
স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড